ভারতের জাতীয় কংগ্রেস

দ্বিতীয় খণ্ড

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত
প্রণীত

বুকল্যাণ্ড
১৯৪৭

প্রকাশক—
শ্রীশৈলবিহারী ঘোষ বি. এ.
বুকষ্ট্যাণ্ড
১।১।১এ, বঙ্কিম চাটার্জ্জি ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

দোল পূর্ণিমা—ফাল্গুন—১৩৫৩
মূল্য—৫৲

মুদ্রাকর—শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য
শৈলেন প্রেস,
৪, সিমলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

উৎসর্গ

বঙ্গভঙ্গের সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত

ভারতের যে সমস্ত বীর সহিদগণ

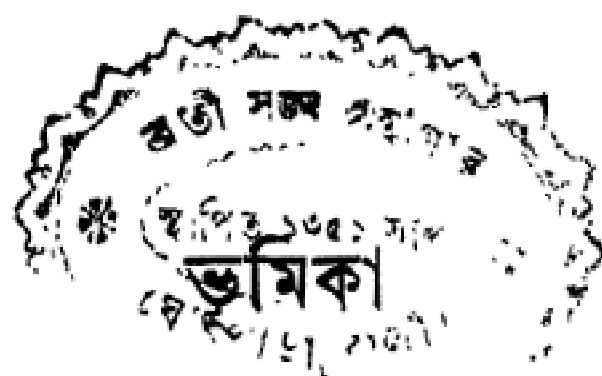
ভারতের স্বরাজসাধনায় আত্মবলিদান করিয়াছেন

তাঁহাদের পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে

ভারতের জাতীয় কংগ্রেস, দ্বিতীয় ভাগ

উৎসর্গীকৃত হইল—

শ্রীহেমেন্দ্র নাথ দাশগুপ্ত



ভূমিকা

ভারতের জাতীয় আন্দোলনের দ্বিতীয় স্তরের ইতিহাস আরম্ভ হয় বঙ্গভঙ্গের সময় হইতে এবং শেষ হয় জালিয়ানওয়ালাবাগের অত্যাচারের সঙ্গে সঙ্গে, আর শাসনতন্ত্রের অনাচার ও পীড়নমূলক নীতিতে। এই পোনর বৎসরের ইতিহাস কংগ্রেস ইতিবৃত্তের উদ্যোগপর্ব্ব। ইহার পরেই মহাভারতের বীরগণের ন্যায় দেশবন্ধু ও মতিলাল, আলি ভ্রাতৃদ্বয় ও লাজপতরায় মহাত্মা গান্ধীকে সারথি করিয়া যে স্বরাজসংগ্রামে আত্মনিয়োগ করেন, তাহারই উপসংহৃতি আজ ভারত-ত্যাগের দৃঢ়সঙ্কল্পে। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ স্বেচ্ছায় আজ ভারতবাসীর হস্তে শাসনভার অর্পণ করিয়া স্বদেশ যাত্রা করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন! স্বর্ণপ্রসূ ভারতখণ্ড স্বেচ্ছায় কেন ইংরাজ সত্যই ছাড়িয়া যাইতেছেন? কারণ, তাহাদের মতে ভারতের অবস্থা এখন সহনশীলতা অতিক্রম করিয়াছে। কিন্তু এত শীঘ্র এইরূপ কল্পনাতীত অবস্থাই বা সম্ভব হইল কিরূপে?

ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে মনে হয় লর্ড কার্জ্জনই প্রথমে আমাদের চক্ষু ফুটাইয়া দিয়াছেন। আর লর্ড চেমস্‌ফোর্ড রৌলট আইন প্রবর্ত্তন করিয়া প্রথমে আমাদিগকে চক্ষুষ্মান করিয়া দেন। কার্জ্জন ও চেমসফোর্ড, ফুলার ও ওডায়ার যতশীঘ্র আমাদের পথ সুগম করিয়া দিয়াছেন, ক্যানিং বা রীপন, বেণ্টিঙ্ক বা হার্ডিং তাহা করিতে পারেন নাই। বঙ্গভঙ্গে নিদ্রিত জাতির যে জাগরণ সুরু হইয়াছিল, তাহারই পূর্ণ বিকাশ রৌলট আইন প্রবর্ত্তনের পরে। আজ ভারতবাসী মানুষ হইতে চেষ্টা করিতেছে, নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াইতে শিখিয়াছে। এই শিখিবার প্রকৃত মর্ম্ম পাঠককে উপলব্ধি

করাইবার জন্যই শীঘ্রই ইতিহাসের তৃতীয় পর্ব্ব তাহার নিকট পরিবেশন করিতে উপস্থিত হইব।

কিন্তু বাঙ্গালী পাঠককে আজ এই সত্যটি উপলব্ধি করিবার জন্য স্মরণ করাইয়া দিতেছি যে, 'ভারত ছাড়' কথা বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে নূতন নয়। বঙ্গভঙ্গের পূর্ব্বেই তাহা ধ্বনিত হইয়াছে। আর বঙ্গভূমি হইতেই প্রথমে উহা উত্থিত হয়।

মহাকবি গিরিশচন্দ্র বাঙ্গলার প্রাণ বুঝিতেন, ভারতের অবস্থা ভবিষ্যৎ দৃষ্টিতে দেখিতে পাইতেন তাই বঙ্গভঙ্গের পূর্ব্বে রচিত সিরাজদ্দৌলা নাটকে, সিরাজ তাহার অমাত্যগণকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন :

"সিংহাসনে হয় যদি সৌকত স্থাপিত,
বাঙ্গলার ক্ষতি নাহি তাহে।
হয় যদি বিদ্রোহ সফল,
বাঙ্গলায় বঙ্গবাসী হইবে নবাব॥
কিন্তু সাবধান!
ফিরিঙ্গিরে নাহি দিও সূচ্যগ্র স্থান॥"

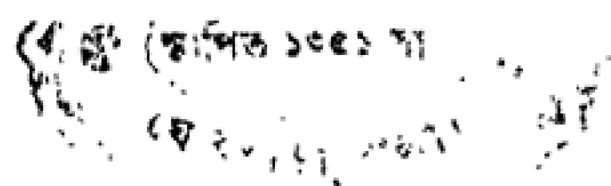
এই 'ভারত ছাড়'—আত্মপ্রতিষ্ঠার বাণী, কবির লেখনীতে যাহা প্রথমে ঝঙ্কৃত হয়, তাহারই পরিণতি ভারতের স্বরাজ সাধনায়। বঙ্গভঙ্গ ও জালিয়ানওয়ালাবাগ, সেই মহাব্রতে সহায়তা করিয়াছে মাত্র। এই দুইটী মহা আখ্যানই পাঠক এই গ্রন্থের এই ভাগে দেখিতে পাইবেন।

বন্দেমাতরম্

দোল পূর্ণিমা ১৩৫৩ **শ্রীহেমেন্দ্র নাথ দাশগুপ্ত।**

১২৪।৫ বি, রসা রোড, কলিকাতা

সূচীপত্র



ভারতের জাতীয় কংগ্রেস

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

বঙ্গ-ভঙ্গ

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে প্রথম কংগ্রেস-অধিবেশন হয় বোম্বাই নগরীতে স্বর্গত উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে। দ্বিতীয়টি হয়, কলিকাতার টাউনহলে দাদাভাই নৌরজীর পৌরহিত্যে। কলিকাতায় আরও তিনবার অধিবেশন হয়, ১৮৯০, ১৮৯৬ ও ১৯০১ খৃষ্টাব্দে। এতদ্ব্যতীত বাঙ্গালার সুরেন্দ্রনাথ ১৮৯৫ ও ১৯০২ খৃষ্টাব্দে, রমেশচন্দ্র ১৮৯৮তে, আনন্দমোহন ১৮৯৯তে, এবং পুনরায় উমেশচন্দ্র ১৮৯২তে, সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সুতরাং কংগ্রেসের সহিত বাঙ্গালার ন্যায় অন্য কোন প্রদেশের এত ঘনিষ্টতর সম্বন্ধ বোধ হয় স্থাপিত হয় নাই।

১৯০১ পর্য্যন্ত সপ্তদশ বৎসরে কংগ্রেস একটী সাম্বৎসরিক সভা হইতে ধীরে ধীরে পদক্ষেপ করিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে। আমলাতন্ত্রের রুদ্রনীতি প্রথমেই প্রকট হয় পুনায় ইংরাজী ১৮৯৭ সালে। ভাইসরয় লর্ড এলগিন (১৮৯৪—৯৮) যতই আই, সি, এস ব্যূহে পতিত হইয়া দৌর্ব্বল্য প্রকাশ করিয়াছেন, দেশীয় লোক ততই ইংরাজ শাসনে বিশ্বাস হারাইতে আরম্ভ করিয়াছে। প্লেগ সংক্রান্ত কঠোর আইন্ ও বোম্বাইতে নানারূপ গোলমালে ক্রমে সংবাদপত্রের (Press) স্বাধীনতা সঙ্কুচিত হইতে আরম্ভ হয়। এদিকে বোম্বাই ও কলিকাতায় মিউনিসিপ্যাল সংক্রান্ত আইনের নিগড়ও কঠোর

হয়। অতঃপরে মদ-গর্ব্বিত লর্ড কার্জ্জন আসিয়া প্রকাশ্যে লোকের মনে যে অসন্তোষের ভাব সঞ্চার করিয়া দেন, তাহাতেই ক্রমে বাঙ্গালীর মোহ ভাঙ্গিতে আরম্ভ হয়। বঙ্গভঙ্গ বাঙ্গালীর প্রাণে গভীর বেদনা দায়ক হয় বটে, কিন্তু তাহাতেই বাঙ্গালী 'আত্মনির্ভরতায়' পথে পদক্ষেপ করিতে শিক্ষা করে, এবং এই 'আত্মনির্ভরতাই' অল্পকাল মধ্যে কংগ্রেসের নীতি হইয়া দাঁড়ায়, আর ভিক্ষানীতি বিসর্জ্জিত হয়। এ পরিবর্ত্তন সাধন করিতে বাঙ্গালীকে কম দুঃখভোগ করিতে হয় নাই, সামান্য আত্মত্যাগ করিতে হয় নাই। সেই দুঃখভোগ, ত্যাগ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার কাহিনী এই অধ্যায়ে বিবৃত করিব। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে ১৯০২, ১৯০৩ ও ১৯০৪ সালের কংগ্রেস অধিবেশনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করা একান্ত প্রয়োজনীয়।

১৯০২ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেসের অষ্টাদশ অধিবেশন হয় গুজরাট প্রদেশে—আমেদাবাদে। সভাপতি সুরেন্দ্রনাথ ওজস্বিনী ভাষায় ভারতের কৃষ্টি ও আদর্শ সম্বন্ধে সকলের হৃদয়ঙ্গম করেন—

"আমরা পূণ্যতীর্থ ভারতজননীর সন্তান। শস্যশালিনী আমাদের এই জন্মভূমি সম্পদে বল, সংস্কৃতিতে বল, ধর্ম্মবলে বল, কতই না গরীয়ান, কত গৌরবময়। এই পূণ্যভূমিতেই ঋষিগণ সামস্তোত্র গান করিতেন, বেদান্ত উপনিষদ ব্যাখ্যা করিতেন, মুক্তির বার্ত্তা বহন করিতেন। এই ভারতভূমি, পরম অধ্যাত্মবাদের পুণ্যক্ষেত্র, এখানকার দর্শন বিজ্ঞান মানবজীবনের দুঃখবেদনা হরণ করিয়া পরম শান্তি প্রদান করে, সমগ্র পৃথিবী এই প্রাচ্যভূমির নীতি ও আদর্শে সঞ্জীবিত। এখানকার ধর্ম্মমতই চীন, জাপান প্রভৃতি স্থান গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু আজ আমাদের শিষ্যগণ গুরুকেও অতিক্রম করিয়াছে। জাপান তাহার জাজ্জ্বল্য উদাহরণ। কিরূপে স্বাধীনতা অর্জ্জন সম্ভব, জাপান সে বিষয়ে আমাদের পথ প্রদর্শক।"

সুরেন্দ্রনাথের কথাগুলি এতই প্রাণস্পর্শী যে ইংরাজী ভাষায় উচ্চারিত তাঁহার মূল কথাগুলি এইখানে উদ্ধৃত করিলাম :—

"The triumphs of liberty are not won in a day, Liberty is a jealous Goddess exacting in her worship and claiming for her votaries prolonged and assiduous devotion. Read history.

Is there a land more worthy of service and sacrifice ? Where is a land more interesting, more venereted in antiquity, more rich in its long traditions, in the wealth of religions, ethical and spiritual conceptions which have left an enduring impress on the civilisation of mankind ? India is the cradle of two religions. It is the holy land of the East. Here knowledge first lit her torch. Here in the working of the world the Vedic Rishis sang those hymns which represent the first yearnings of infant humanity towards the divine ideal. Here was developed a literature and language [illegible] still excite the admiration of mankind—a philosophy which pondered deep over the problems of life and evolved solution which satisfied the highest of yearnings of the loftiest minds. Here man first essayed to solve the mystery of life and the solution wrapped in the deeper significance of a higher spiritual idea, bids fair, thanks to the genius of the greatest Hindu scientist of the age to be accepted by the world of Science. From our shores went far those missionaries who, fired with apostolic fervour traversed the wilds of Asia and established the ascendancy of that faith which is the law and religion of the Nations of the far East.

Japan is our spiritual pupil .... Our pupils have out distanced us and here are we hesitating, doubting, calculating, casting up......

The trumphs of liberty have not thus been won. Japan is the object lesson which thrusts itself upon the view,"

১৯০২ খৃষ্টাব্দে ভাইসরয় লর্ড কার্জ্জন শিক্ষা সম্বন্ধে একটী কমিসন গঠন করেন। একমাত্র স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যতীত অন্যান্য সভ্যগণ যে সমস্ত সুপারিস করেন, সমগ্রদেশে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সমভাবে তাহাতে বিক্ষোভের সঞ্চার হয়। পূর্ব্বে অনেক কলেজ ছিল যাহাতে মাত্র এফ্, এ, পর্য্যন্ত শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল।

অনেক কলেজে ছাত্রবেতনের হার কম থাকায়, গরীব ছাত্রদের পড়িবার ও পাশ করিয়া চাকুরী পাইবার সুবিধা ছিল। কিন্তু কমিসনের সুপারিসে এই সব সুবিধা লোপ পাইবার কথা হয়। তাই ১৯০২ * সালের কংগ্রেসে একটী প্রস্তাব পাশ করিয়া কমিসনের নিম্নলিখিত সুপারিস সম্বন্ধে ঘোর আপত্তি করা হয়—

(১) দ্বিতীয় শ্রেণীর (এফ্. এ পর্য্যন্ত) কলেজ উঠাইবার এবং নূতন দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজ মঞ্জুর না করিবার সুপারিস।

(২) সিণ্ডিকেট কর্ত্তৃক কলেজ-বেতন নির্দ্দেশ করিবার সুপারিস।

(৩) সমগ্র প্রদেশ সমূহে এক রকম শিক্ষা প্রবর্ত্তনের ব্যবস্থায়।

(৪) প্রত্যেক প্রদেশে একটী কেন্দ্রীয় আইন শিক্ষার কলেজ রাখিবার প্রস্তাব।

(৫) উচ্চ ইংরাজী স্কুলগুলির সম্বন্ধে ডিরেক্টারের প্রতি অখণ্ড ক্ষমতা প্রদানে।

(৬) বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ও সিণ্ডিকেট গভর্ণমেণ্টের আয়ত্ত্বাধীন রাখার সুপারিসে।

কংগ্রেসের উনবিংশতি অধিবেশন হয় মান্দ্রাজ সহরে এবং উহার সভাপতি হন প্রসিদ্ধ বাগ্মী স্বর্গীয় লালমোহন ঘোষ মহাশয়। ১৯০৩ সালে তিনটি ঘটনা উল্লেখ যোগ্য। এক বৎসর পূর্ব্বে দিল্লী দরবার করিয়া লর্ড কার্জ্জন যে অজস্র অর্থ ব্যয় করেন, সেই প্রসঙ্গে দেশে বিশেষ আলোচনা হয়। এই দরবার হয় মহারাণীর জ্যেষ্ঠ পুত্র সম্রাট সপ্তম এড্ওয়ার্ডের রাজ্যাভিষেক (করোনেশন) উপলক্ষে।

* ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে ইউনিভার্সিটি বিল বিধিবদ্ধ হয়। সেই সময়ে সাধারণের মধ্যে শিক্ষা সম্বন্ধে আতঙ্ক সঞ্চার হয় বটে, কিন্তু স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কমিশনের স্বপক্ষে মত দিলেও কার্য্যকালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়টিকে নিজ ব্যক্তিত্ব ও মণীষা বলে এমন স্বাধীন ভাবে গঠন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন যে, বাঙ্গলায় শিক্ষাপ্রসার বন্ধ বা ব্যাপৃত মোটেই হয় নাই। বস্তুতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ে বহু বৎসর পর্য্যন্ত যে 'স্বরাজ-প্রতিষ্ঠা' হইয়াছিল, ইহা অস্বীকার করিবার কাহারও সাধ্য নাই।

দ্বিতীয়, আফিস সংক্রান্ত গুপ্ত কথার আইনের (Official Secrets Act) খস্‌ড়া এবং ইউনিভার্সিটি বিল সম্বন্ধে আরও খুব আলোচনা হয়। বিলটি সম্পর্কেই লালমোহন কঠোর মন্তব্য প্রকাশ করেন,—বিশেষতঃ দিল্লীর দরবার সম্বন্ধে। এদিকে দুর্ভিক্ষ, অনশন, ও মৃত্যুর লেলিহান দৃশ্যে দেশ বিধ্বস্ত, ওদিকে প্রকাণ্ড তামাসায় নিরঙ্কুশ অর্থব্যয়! কোন সভ্যদেশে ইহা সম্ভব নয়। লালমোহন তাই ওজস্বীনী ভাষায় বলেন—

"A year, has now rolled by since the great political pageant was held at Delhi against the almost unanimous protests of all our public and representative men both in the press and platform, when Famine and Pestilence were stalking over the land, and the Angel of death was flapping his wings almost within hearing of the light-hearted revellers. But our protests were disregarded and the great Tamasha was celebrated, with that utter recklessness of expense which you may always expect when men, no matter how highly placed, were practically accountable to no one for their acts."

এইরূপ বক্তৃতা তেজস্বিতায় এখনকার সময় অপেক্ষা যে কম শ্লাঘনীয় তাহা নয়। তবে প্রায় বক্তৃতায়ই রাজভক্তির কথা এবং ইংরাজজাতির গুণের কথা প্রচুর বিদ্যমান থাকিত। অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিভাষণ হওয়া সত্ত্বেও লালমোহনের বক্তৃতায়ও কিছু রাজভক্তির ভাব ছিল। এবং তখনও লর্ড কার্জ্জনকে 'A large-hearted Statesman বলিতে তিনি বিস্মৃত হন নাই। তবে জাতি সবেমাত্র একটু একটু করিয়া উঠিতেছিল। কোন বড় কাজই একদিনে হয় না।

এই অধিবেশনেও সুরেন্দ্রনাথ বিশ্ববিদ্যালয় কমিসনের প্রস্তাব উত্থাপনকালে বলেন—

"Lord Curzon's name would go down to posterity indissolubly linked with a reactionary and retrogate measure which had been condemned by the unanimous opinion oi educated India"—

যে কয়জন শিক্ষা-বিশেষজ্ঞ কমিশনের সুপারিসের অদল বদল সম্বন্ধে কিছু উপদেশ দেন, তাহাদের সম্বন্ধে সুরেন্দ্রনাথ বলেন—

They had met in secret, deliberated in secret and dispersed in secret.

বোম্বাই ও কলিকাতার ন্যায় মান্দ্রাজ মিউনিসিপ্যালিটি সম্বন্ধে যে লর্ড রীপনের উদ্দেশ্য-বিরোধী পরিবর্ত্তনের ব্যবস্থা করিতে গভর্ণমেণ্ট ইচ্ছুক হন, কংগ্রেস তাহারও প্রতিবাদ করিয়া একটী প্রস্তাব পাশ করে।

১৯০৪ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেসের বিংশ অধিবেশন হয় বোম্বাই নগরীতে আর ইহার সভাপতি হন স্যার হেনরী কটন। এবার কংগ্রেস-প্রতিনিধি সংখ্যা এক হাজারেরও অধিক হয় এবং গত বৎসর অপেক্ষা দ্বিগুণ হইয়াছিল। স্যার হেনরী একজন যথার্থ ভারতহিতৈষী ব্যক্তি ছিলেন। ইনি যখন আসামের চীফ্ কমিসনার, কুলীদের প্রতি চা-কর সাহেবদের দুর্ব্ব্যবহারের কথা শুনিয়া স্যার জন পিটার গ্রাণ্টের মতই (১৮৬০), তিনিও উহার প্রতিবাদ করেন। এই ব্যাপারে বড় লাট লর্ড কর্জ্জনের সঙ্গে তাঁহার মতভেদ হয় এবং তিনি চাকুরী ছাড়িয়া যান। ইনি কংগ্রেসের যথার্থ আখ্যা দেন "The voice and brain of the country."

এই কংগ্রেস অধিবেশনের পরের ঘটনাই বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ (Bengal Partition). এই ব্যাপারে বাঙ্গালার এবং তথা সমগ্র ভারতে যে বিক্ষোভ এবং উত্তেজনার সৃষ্টি হয়, তাহাতেই কংগ্রেসের গতি এবং কর্ম্মপন্থা ভিন্নরূপ ধারণ করে এবং কংগ্রেস স্বাবলম্বী হইয়া পড়ে। কিন্তু সেই ইতিহাস-বিশ্রুত কাহিনী পরিবেশন করিবার পূর্ব্বে যে সমস্ত ঘটনার পটভূমিকায় ঐ ব্যাপারটি নবরূপ ধারণ করে, তাহা বিবৃত করা একান্ত কর্ত্তব্য।

আমরা যথাস্থানে প্রেস আইন, অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন, দুর্ভিক্ষ ও দিল্লী-দরবার, অস্ত্র আইন এবং আফগান যুদ্ধের ব্যাপারে লর্ড

লীটনের শাসনকালে ভারতে যে অশান্তির বহ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তৎপরে এপর্য্যন্ত অন্য কাহারও শাসনকালে তেমন উৎকট অনাচার অনুষ্ঠিত হয় নাই, কিন্তু লর্ড কার্জ্জন লর্ড লীটনকেও অতিক্রম করিয়াছেন। আফিসের গুপ্তি সম্বন্ধে আইনের প্রতিবাদ চতুর্দ্দিক হইতে উত্থিত হয়, সংবাদপত্র ও বক্তৃতা-সঙ্ঘ সমভাবে আপত্তি করে, এসম্বন্ধে সর্ব্বত্রই আপত্তির কথা শুনা যায়, কিন্তু কার্জ্জনের অটুট সঙ্কল্প কেহই প্রতিরোধ করিতে সক্ষম হয় নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনও পাশ হয় ১৯০৭ সালে। এপর্য্যন্ত শিক্ষাবিস্তারে বেণ্টিঙ্ক ও মেকলে প্রভৃতি সাধারণের যে সাধুবাদ অর্জ্জন করেন সেই শিক্ষার দ্বার সঙ্কুচিত হয় নব প্রবর্ত্তিত আইনে। গরীব ছাত্রদের অসুবিধা বৃদ্ধি পায়, শিক্ষাব্যয় প্রভূত পরিমাণে বাড়িয়া যায় এবং বিশ্ববিদ্যালয় একেবারে সরকারের তাঁবেদার-প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। সর্ব্বোপরি 'বঙ্গভঙ্গ' প্রস্তাবে সমগ্র বাঙ্গালা প্রদেশে গভীর আলোড়নের সঞ্চার হয়।

এদিকে ভারতবর্ষেও নূতন ভাব-প্রবাহের সূচনা হইল। নব শতাব্দীর প্রারম্ভেই নূতন ভারত গঠিত হইবার উপক্রম হইল। ১৯০১ সালের কলিকাতা কংগ্রেসেই উহার সূচনা। আবার ১৯০৬ সালের কলিকাতা কংগ্রেসে সেই প্রবাহের পূর্ণস্ফীতি। মহারাষ্ট্রে যেমন শিবাজী উৎসব প্রভৃতি ব্যাপারে যুবকমণ্ডলী মহামতি তিলকের নেতৃত্বে সঙ্ঘবদ্ধ হইতে আরম্ভ করে, বাঙ্গালায়ও পূর্ব্বে আমরা যে নীলকরের অত্যাচারের সময় হইতে—ইলবার্ট-বিল আন্দোলনে, রীপনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনে, মহারাণী ভিক্টোরিয়ার প্রতি ভক্তির উচ্ছ্বাসে ও ন্যায়বিচারের জন্য পেনেলের প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শনে—জন-জাগরণের সাড়া পাইয়াছিলাম, এইবার লর্ড কার্জ্জনের ব্যবহারে সেই জাগরণ এমন বিশালতা লাভ করে ও ব্যাপক হয় যে, উহার প্রাখর্য্য আমলা-তন্ত্রকেও বিচলিত করিয়া ফেলে। বাহিরের কথা ছাড়িয়া দিই, এই জাগরণের ইতিহাসই বাঙ্গালীর মনুষ্যত্বের ইতিহাস।

বস্তুতঃ ১৯০২ হইতে ১৯০৭ পর্য্যন্ত কংগ্রেসের ইতিহাস ভিক্ষানীতি বর্জ্জনের উদ্যোগ পর্ব্ব, এবং ইহার ইতিহাস বড়ই ঘটনা-বহুল। ইহা যেমন চমকপ্রদ তেমনি ইহাতে আত্মত্যাগ ও স্বার্থ-বিসর্জ্জনের কাহিনী সংজড়িত। অত্যাচার নিপীড়ন সহ্য করিয়াও বিশ্বের দরবারে বাঙ্গালী তাহার আত্মপরিচয় দিতে সক্ষম হইয়াছে। আর আনন্দের কথা যে, ভারতবাসীও তাহার সঙ্গে তাল রাখিয়া সমভাবে চলিতে পশ্চাদপদ হন নাই।

বঙ্কিম সাহিত্যের কথাতো পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই সময়ে বিবেকানন্দের উপদেশ, বক্তৃতা, পত্রাবলীও বঙ্গীয় যুবকগণের মধ্যে সবিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিল। বিবেকানন্দের বাণী—"বঙ্গযুবক বিশ্বাস করো তোমরা মানুষ, বিশ্বাস করো ভারত তোমাদের মুখাপেক্ষী, বিশ্বাস করো জনে জনে তোমরা ভারত উদ্ধারে সক্ষম," একেবারে নূতন আশার সঞ্চার করিল। আর করিল পূর্ব্ববঙ্গে স্বর্গীয় অশ্বিনীকুমার দত্তের শিক্ষা-প্রণালী। তাঁহার আদর্শে অনুপ্রাণিত ব্রজমোহন কলেজের ছাত্রগণ পূর্ব্ববঙ্গের শ্রেষ্ঠ ছাত্ররূপে পরিণত হইল, বুঝা গেল যদি কোন আন্দোলন উপস্থিত হয় বরিশাল ইহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিবে। অশ্বিনীকুমারের 'ভক্তিযোগ'ও ছাত্রগণের চরিত্র গঠনে বিশেষ সহায় হইল।

বাঙ্গলার রঙ্গমঞ্চও এই সময়ে খাঁটি জাতীয় রঙ্গমঞ্চে পরিণত হইল। বস্তুতঃ জাতিগঠনে ইহা প্রচুর পরিমাণে লোক শিক্ষার ইন্ধন জোগাইয়াছে। ১৯০০।১৯০১ খৃষ্টাব্দে বঙ্কিম-রচিত ও গিরিশ-রূপান্তরিত 'সীতারামে' বাঙ্গালী দেখিয়া রোমাঞ্চিত হইল যে সিংহবাহিনী শ্রী মাতৃরূপে দেশবাসীকে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে "মার, মার, শত্রু মার", শব্দে উদ্বোধিত করিতেছে, আর হিন্দু-মুসলমান-মিলন প্রয়াসী চাঁদশা ফকির আদর্শ হিন্দুরাজা সীতারামকে মন্ত্র পড়াইতেছেন :

"তুমি যদি হিন্দু মুসলমান সমান না দেখ, তবে এই হিন্দু মুসলমানের দেশে রাজ্য রক্ষা করিতে পারিবে না, তোমার রাজ্য

ধর্ম্মের রাজ্য না হইয়া পাপের রাজ্য হইবে। দেশাচারের বশীভূত হইয়া হিন্দু মুসলমানে প্রভেদ করিও না, প্রজায় প্রজায় প্রভেদ পাপ। পাপের রাজ্য থাকে না।" *

১৯০২ সনে বাঙ্গালী যুবক দেখিতে পায় বিবেকানন্দ আদর্শানুপ্রাণিত মরণজয়ী গিরিশ রচিত 'ভ্রান্তি'র রঙ্গলাল, ১৯০৩এ দেখিতে পায়, ক্ষীরোদপ্রসাদের প্রতাপাদিত্য। আবার ১৯০৪এ গিরিশচন্দ্রের 'সংনামে' শিক্ষা পায় ঃ—

"তুমি যদি তোমার উপদেশ ও আদর্শে বোঝাতে পার মাতৃভূমির জন্য শত্রুযুদ্ধে প্রাণত্যাগ করা অপঘাত মৃত্যু নয়, কাশীমৃত্যু অপেক্ষা শ্রেয়ঃ, বোধ করি অনেকে তোমার কার্য্যের অনুসরণ করতে প্রস্তুত হবে।"

তারপর দ্বিজেন্দ্রলালের 'রাণা প্রতাপ'। পরে আসে গিরিশের সিরাজদ্দৌলা, মিরকাশিম ও ছত্রপতি শিবাজী এবং দ্বিজেন্দ্রলালের দুর্গাদাস। কয়খানি নাটকেই প্রচুর জাতীয়তার উপাদান ছিল।

সিরাজদ্দৌলা ও মিরকাশিমে বঙ্গীয় যুবক বুঝিতে পারে কিরূপে বাঙ্গালা দেশ হিন্দু-মুসলমানের হস্তচ্যুত হইয়াছে, কিরূপে বাঙ্গলায় শিল্প-বাণিজ্য লুপ্ত হইয়াছে, কিরূপে দেশকে ভালবাসিয়া সিরাজ ও কাশিমালি, মোহনলাল ও মীরমদন, তকি মহম্মদ ও করিমচাচা আত্মবিসর্জ্জন দিয়াছেন। লোকে অভিনয় দেখিয়া বুঝিল এতদিন যে পড়িয়াছে, সিরাজ অত্যাচারী ও বিলাসপরায়ণ, তাহা ভুল ; তিনি প্রকৃতই ছিলেন—

"নবাব প্রজার ভৃত্য প্রভু প্রজাগণে
প্রজার মঙ্গলসাধন নবাবের উদ্দেশ্য জীবনে।"

এই দুইখানি নাটকেই তখনকার বাঙ্গালার সত্য ইতিহাস আমাদের হৃদয়ে জাতীয়তার বীজ দৃঢ় ভাবে প্রোথিত করে।

---

* হিন্দু মুসলমানের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের এই সমপ্রাণতা ১৮৮৪, জুলাই (কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার দেড় বৎসর পূর্ব্বে) 'প্রচারে' প্রকাশিত হয়।

বস্তুতঃ মুসলমান জননায়ক বৰ্দ্ধমানের মৌলভী আবুল কাসেম দেশ-নেতা স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে প্রায়ই বলিতেন, "মশায়, দশটা বক্তৃতায় যাহা না হয়, একবার সিরাজদ্দৌলা অভিনয় দেখলে তার চেয়ে বেশী হয়।" বস্তুতঃ বাঙ্গালীর নিকট বাঙ্গালীর প্রকৃত ইতিহাস উদ্ঘাটিত হইল। বাঙ্গালী সত্যের সন্ধান পাইল।

এই সময়ে সাপ্তাহিক ইংরাজী "নিউ ইণ্ডিয়া" কাগজখানি জনমত গঠনে সহায়তা করে। ইহা চিত্তরঞ্জন দাশ ও তাঁহার জ্যেষ্ঠতাতপুত্র সত্যরঞ্জনের পরিচালনায় বিপিন পাল মহাশয় কর্তৃক সম্পাদিত হয়।

ঘটনাস্রোতও সু-পবন বহন করিল। লর্ড কার্জ্জন প্রথম কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কনভোকেসন অভিভাষণে সংবাদপত্রের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তাহাদের অত্যুক্তির (exaggeration) প্রতি শ্লেষ করেন,* সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় চরিত্রের প্রতিও ইঙ্গিত করিতে ছাড়েন না। অন্যত্র কংগ্রেসের প্রস্তাবাবলী সোডাওয়াটারের নিষ্ফল উচ্ছ্বাস বই (with the popping and fizzing of soda water bottles) আর কিছুই নয়, এরূপ প্রকাশ করিতেও দ্বিধা করেন নাই। কলিকাতার স্বায়ত্বশাসন অপসারিত করিয়া মিউনিসিপ্যাল আইনও তাঁহার সময়েই পাশ হয়। অবাধ শিক্ষাপ্রসার৷(indiscriminate education) লোকের পক্ষে ক্ষতিকর মনে করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে (ইউনিভার্সিটি) তিনিই সরকারের আয়ত্বাধীনে করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন।†

* Convocation Speech Feb, 15, 1902 Exaggeration is not only foolish, but weakness. Either the press has been extravagant in laudation or national character prefers words to deeds.

† এই কমিশনের রিপোর্টে স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ভিন্নমত প্রকাশ করেন (dissent) আর অতঃপরে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের ব্যক্তিত্ব প্রতিপত্তি এবং মণীষা বলেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সরকারের হাতে আসিয়া পড়িতে পারে নাই।

এই সময় কলিকাতায় তুইজন প্রধান ব্যক্তির শুভাগমন হয়। একজন মিস্ মার্গারেট নবোল, আর একজন জাপানস্থ প্রসিদ্ধ লেখক ও কবি ওকাকুরা। মিস্ নবোলই অতঃপরে 'ভগিনী নিবেদিতা' রূপে বাঙ্গালায় সুপরিচিতা হন। ১৯০১ সনের শেষ দিকে ইনি মিস্ ক্রিষ্টিয়ানা সহ একনম্বর ডেকার লেনের (এসপ্লেনেডের সন্নিকটস্থ) বাড়ীটির তেতলায় আসিয়া থাকেন। ইনি আইরিস রমণী এবং প্রথমে ছিলেন নিহিলিষ্ট। পরে স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া গুরুর সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন ও ভারতবর্ষের প্রতি মাতৃভূমির ন্যায় আকৃষ্ট হন। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ হালদারের সহায়তায় তিনি প্রমথ মিত্র (মিঃ পি, মিত্র, ব্যারিষ্টার), চিত্তরঞ্জন দাশ, আশুতোষ চৌধুরী প্রভৃতির সহিত কথাবার্ত্তা বলিয়া ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ আশা ও কর্ম্মপন্থা সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করেন। হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষাগ্রহণ করিবার পরেও তিনি প্রচার করিতেন—

"আমাদের নেতা ও কর্ম্মিগণের চাই গভীর সাধনা, চাই ভগবানের সহিত অধিকতর আত্মিকযোগ, চাই অন্তর হইতে আভ্যন্তরিক আত্মোন্নতি। অবিশুদ্ধ অবনতিকর ইউরোপীয় উদ্দীপনা দ্বারা আমরা জয়লাভ করিতে পারিব না। শক্তির সহিত ধর্ম্মের সংমিশ্রণ করিতে হইবে। এক দেহেই রামদাস ও শিবাজীর একত্র আবির্ভাব চাই। ইউরোপীয় শক্তির সহায়ে আমাদের জয়লাভ দুরাশা মাত্র।"

বিবেকানন্দও বলিতেন, "প্রেমে সকলকে বশীভূত কর, ধর্ম্মবলে জগৎ জয় কর, জড়শক্তিতে তাহা সম্ভব নয়।" গিরিশের নাটকেও পাই এই সত্য। নিবেদিতা গিরিশচন্দ্রের বড় স্নেহের পাত্রী ছিলেন, এবং তাঁহার নিকট প্রায়ই আসিতেন। গিরিশ রচিত ভ্রান্তির 'গঙ্গা', সৎনামের 'বৈষ্ণবী,' মিরকাশিমের 'তারা', প্রভৃতি চরিত্র নিবেদিতার আদর্শেই সৃষ্ট বলিয়া অনুমিত হয়।

ওকাকুরাও জাপান হইতে এদেশে আসিয়া মিস্ মার্গারেট

নবোল এবং প্রমথ মিত্র, বিপিন পাল, চিত্তরঞ্জন, আশুতোষ চৌধুরী, যোগেশ চৌধুরী, রজত রায়, সুরেন হালদার, হরিদাস হালদার প্রভৃতির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া প্রশ্নের উপর প্রশ্নের সহায়তায় বর্ত্তমান অবস্থার একটা ছায়া প্রতিবিম্বিত করেন। জাপান এই সময় বিশেষ উন্নতিশীল, রুশিয়ার শক্তি খর্ব্ব করিতেও তাহার সামর্থ্য আছে, কলকারখানা প্রভৃতি নির্ম্মাণের উদ্ভাবনী শক্তিও তাহার কম নয়। ওকাকুরার কথা সকলে উৎকর্ণ হইয়া শুনিল, তাহার প্রস্তাবিত 'এশিয়েটিক ফেডারেসনে' দিকে আকৃষ্ট হইল, চিত্তরঞ্জন তখন হইতেই ইহার জোর পক্ষপাতী হইয়া উঠিলেন। ওকাকুরা যে Ideal of the East নামক একখানি পুস্তক রচনা করেন, তাহার ভূমিকায় নিবেদিতার কয়টি কথা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য ঃ

"এসিয়া এক অখণ্ড মহাদেশ।* উত্তুঙ্গ হিমালয়শৃঙ্গ দুইটী বিরাট সভ্যতার বিশেষত্ব পরিস্ফুট করিবার জন্যই যেন তাহাদের বিভক্ত করিয়াছে—একটী ভারতীয় বৈদিক সভ্যতা, আর একটী মঙ্গোলীয় চীনের সভ্যতা।"...

বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শে আর নিবেদিতা ও ওকাকুরার উদ্দীপনায় অতঃপরে যে রাজনীতি গঠিত হয়, প্রমথ মিত্র, বিপিন পাল, আশুতোষ চৌধুরী, সত্যরঞ্জন দাশ, চিত্তরঞ্জন দাশ, রজত রায়, সুরেন্দ্র হালদার, অশ্বিনী বন্দ্যোপাধায়, সখারাম গণেশ দেউস্কর, সুবোধ মল্লিক, শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, কুমারকৃষ্ণ দত্ত প্রভৃতি হইলেন তাহার প্রধান সেবক আর এই রাজনীতি-প্রচারের মুখপত্র হয় 'নিউ ইণ্ডিয়া'। ইহার ম্যানেজিং ডিরেক্টার ছিলেন চিত্তরঞ্জনের দাদা সত্যরঞ্জন, আর উহা সম্পাদনা করিতেন সুবিখ্যাত বিপিনচন্দ্র পাল।

ওকাকুরার 'আইডিয়েলস্ অব দি ইষ্ট' প্রচারিত হয় ১৯০৩

* Asia is one. The Himalayas divide only to accentuate the two mighty civilisations of the East.

খৃষ্টাব্দে আর ঐ বৎসরেই লর্ড কার্জ্জন শাসনের পক্ষে সুবিধা হইবে অজুহাতে অখণ্ড বঙ্গদেশকে বিভক্ত করিবার প্রস্তাব করেন। তিনি যে কেবল কর্পোরেশন এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলির শক্তি খর্ব্ব করিয়া উহা গভর্ণমেণ্টের আয়ত্তাধীনে করেন তাহা নয়, প্রাদেশিক সিভিল সার্ভিসের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা রদ করিয়া অফিসিয়াল সিক্রেট্স য়্যাক্ট পাশ করিয়াও অশান্তির মাত্রা অতিমাত্রায় বৃদ্ধি করেন। কিন্তু দেখিলেন কলিকাতা হইতেই সব আন্দোলন উদ্ভূত হয়। পূর্ব্ববঙ্গের ছেলেরা এখানেই দল বাঁধিয়া প্রতিকার্য্যেই অগ্রসর হয়। আর অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা বাঙ্গালার আন্দোলনই হয় প্রবল। তাই তিনি অখণ্ড বাঙ্গালার শক্তি খর্ব্ব করিতে উদ্যত হইলেন। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দের ৩রা ডিসেম্বর গভর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়ার নির্দ্দেশে চট্টগ্রাম বিভাগ ও ঢাকা এবং ময়মনসিংহ জিলা আসাম প্রদেশে স্থানান্তরিত করিবার প্রস্তাব বাহির হইল। অতঃপরে চট্টগ্রাম-বিভাগ এবং সম্পূর্ণ ঢাকা বিভাগই* (ফরিদপুর বাখরগঞ্জসহ) বঙ্গদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া "আসাম ও পূর্ব্ববঙ্গ" নামে পৃথক একটী প্রদেশ করিবার প্রস্তাব হয়।

বঙ্গবাসী এক ও অখণ্ড, কখনও ইহা বিভক্ত হইতে পারে না। তুমুল আন্দোলন উত্থিত হইল, হিমালয় হইতে বঙ্গোপসাগর পর্য্যন্ত সমগ্র বঙ্গভূমি কম্পিত হইয়া উঠিল, নিদ্রিত শার্দ্দূল জাগিয়া উঠিল। ১৯০৩-এর ডিসেম্বর হইতে ১৯০৫-এর অক্টোবর পর্য্যন্ত ন্যূনকল্পে দুই হাজার সভার কম আহুত হয় নাই, এবং কোন কোন সভায় প্রায় লক্ষ লোকও যে সমবেত হয়, তাহাও দেখা গিয়াছে। আর এই সব সভায় হিন্দু-মুসলমানের উৎসাহ সমভাবে পরিলক্ষিত হয়।

ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতিও এই প্রস্তাবের তীব্র প্রতিবাদ করে। ১৯০৩-এর কংগ্রেসের প্রস্তাবেও প্রতিবাদ হয়: This

* ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে সিলেট জিলা বঙ্গদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হয় আর ইতিপূর্ব্বে চট্টগ্রাম বিভাগ বিখণ্ডিত করিবার কথা ২।১ বার হইয়াছে।

Congress deprecates the separation from Bengal of Dacca, Mymensing and the Chittagong Division.

১৯০৪এর কংগ্রেসের অধিবেশনেও পাশ হয়—

This Congress records its emphatic protest against the proposal of the Government of India for the Partition of Bengal in any manner whatsoever.

অবস্থা দেখিয়া লর্ড কার্জ্জনও উত্যক্ত হইয়া উঠিলেন। তিনি লোকসংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রথমেই ঢাকার নবাব সলিমুল্লা সাহেবকে হাত করিলেন। ঢাকার ভূতপূর্ব্ব নবাব প্রসিদ্ধ গণিমিঞা হিন্দু-মুসলমানে সমদর্শী ছিলেন। তাঁহার সুযোগ্য পুত্র নবাব আশানুল্লাও হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে পার্থক্য ভাব প্রদর্শন করিতেন না। নবাব সলিমুল্লাও প্রথমে বঙ্গভঙ্গ 'পাশবিক ব্যবস্থা' বলিয়া অভিহিত করেন, কিন্তু পরে লর্ড কার্জ্জনের মতেই মত দিতে বাধ্য হন। রাজ-প্রতিনিধির সম্বর্দ্ধনায় তিনি কলিকাতা হইতে ক্লাশিক থিয়েটারও বায়না করিয়াছিলেন। অবশ্য নবাব সলিমুল্লা পিতামহ ও পিতৃদেবের চরিত্রের দৃঢ়তা পান নাই।

ইহার পরেই ১৯০৫-এর ২১শে ফেব্রুয়ারী কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন সভায় * লর্ড কর্জ্জন ভারতবাসীকে মিথ্যাবাদী

লর্ড কার্জ্জন ভারতীয়দের সম্বন্ধে এই কথাগুলি বলিয়াছিলেন—

"The highest idea of truth is to a large extent a western conception... In the East craftiness and diplomatic skill have always been held in much repute ...Oriental diplomacy is something rather tortuous and hyper-subtle...The same may be seen in oriental literature. In the habit of exaggeration very often a whole fabric of hypothesis is built out of nothing at all.

* এইগুলি লর্ড মেকলের উক্তি অপেক্ষা অধিকতর অসংযত, অবমাননাজনক ও অনিষ্টকর।

উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সভায় ভগিনী নিবেদিতা উপস্থিত ছিলেন। তিনি স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট হইতে কার্জ্জন রচিত Problems of the Far East পুস্তকখানি আনাইয়া কার্জ্জনের স্বরচিত উক্তি হইতে প্রাচ্য কোরিয়ার

[পরপৃষ্ঠায় দেখুন]

বলিয়াও অভিহিত করিতে সঙ্কুচিত হইলেন না অগ্নিতে ঘৃতাহুতি হইল। সমস্ত বাঙ্গালীজাতি উত্তেজিত হইয়া উঠিল, ১ ই মার্চ্চের টাউন হলের বিরাট সভায় কার্জ্জননীতির ঘোরতর প্রতিবাদ করিয়া সকলে সমস্বরে প্রস্তাব গ্রহণ করেন। এই সভার সভাপতি হন আইনের ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষ। কার্জ্জনও নীরব রহিলেন না। তিনি সমগ্র পূর্ব্ববঙ্গ ঘুরিয়া মত সংগ্রহে ব্যাপৃত রহিলেন। মুসলমানদের লইয়া সভা করিতেও লাগিলেন, নানারূপ প্রলোভন দেখাইতে লাগিলেন, ইসলামের প্রসারই তার উদ্দেশ্য বলিয়া ঘোষণা করিলেন। এইখানেই প্রথমে বাঙ্গালার মুসলমানের মধ্যে যে বিদ্বেষ বীজ প্রোথিত হইল, আজ তাহাই বিষবৃক্ষে পরিণত হইয়াছে।

বঙ্গদেশ যাহাতে বিভক্ত না হয়, সেইজন্য ভিন্ন ভিন্ন দিক হইতে

পরতন্ত্র (Foreign) আফিসে বয়স, সম্বন্ধবন্ধন এবং বিবাহাদির কথায় সম্পূর্ণ মিথ্যা বলিয়া আসিয়াছিলেন তাহা দেখাইয়া দেন। দুইদিন পরেই অমৃতবাজারে এই মিথ্যোক্তির আলোচনা হয়।

লর্ড কার্জ্জনের তখন বয়স ছিল মাত্র ৩৩ বৎসর। কিন্তু চল্লিশ বৎসরের কম হইলে কোরিয়ায় কোন লোকের বুদ্ধি পরিপক্ক হইয়াছে বলিয়া ধারণা হয় না। লর্ড কার্জ্জনকে জিজ্ঞাসা করা হয়।

"আপনার বয়স কত ?"

কার্জ্জন—চল্লিশ বৎসর।

প্রঃ—আপনার বয়সানুসারে দেখিতে বড় ছোট দেখায়।

কার্জ্জন—এখানকার জলবায়ু অপূর্ব্ব কিনা। এদেশে মাসেক ঘুরে বেড়াচ্ছি তাই।

প্রঃ—আপনার কি মহারাণীর সঙ্গে কোন আত্মীয়তা আছে ?

কার্জ্জন—না, না।

প্রশ্ন-কর্ত্তার মুখে বিরক্তির ভাব পরিলক্ষিত হইল। কার্জ্জন বিবাহিত, তথাপি বলিয়া ফেলিলেন, "দেখুন, তবে আমার বিবাহ এখন পর্য্যন্ত হয় নাই।" উত্তর এমন ভাবে আসিল, প্রশ্ন-কর্ত্তা মনে করিলেন শীঘ্রই মহারাণীর নিকট কোন আত্মীয়ার সহিত তাহার বিবাহ হইবে। প্রশ্ন-কর্ত্তার মুখে আবার আনন্দের রেখা দেখা দিল। কার্জ্জন পুনরায় তাহার অনুগ্রহ লাভে সমর্থ হইলেন।

দুর্ভাগ্যের বিষয় এই কথাগুলি Problem of the East পুস্তকের নূতন সংস্করণ হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে।

বহু দরখাস্ত ভারতসচিব লর্ড ব্রডউইকের নিকটে পাঠানো হয়, একখানা দরখাস্তে প্রায় ৭০,০০০ বিশিষ্ট ব্যক্তিও সহি করিয়াছিলেন। ফল তো হয়ই না, উপরন্তু জুলাই মাসে সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশ পায় যে ১৬ই অক্টোবর (১৯০৫) হইতে কেবল ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগই নয় রাজসাহী বিভাগও নূতন প্রদেশান্তর্ভুক্ত হইবে। ক্ষোভে, রোষে ও অপমানে ভাবপ্রবণ বাঙ্গালী অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল। কিন্তু এবার সে নীরবে এই অপমান সহ্য করিল না। স্বদেশী গ্রহণ ও বিলাতী বর্জ্জন অস্ত্র লইয়া সে প্রতিপক্ষের সম্মুখীন হইল।

প্রথমেই কার্য্যপন্থা স্থির করিবার জন্য একটি সভা আহূত হইল। ৭ই আগষ্ট (১৯০৫) কলিকাতার টাউন হলে অপরাহ্ণ ২ ঘটিকার সময় হইতেই লোক সমাগম হইতে থাকে। এত জনসমাগম হয় যে, উপর তলায় ও নীচতলায় সভা করিয়াও ময়দানে পর্য্যন্ত আরও একটি বিরাট সভা করিতে হয়। উপরের হলঘরে যে সভা হয়, মহারাজা স্যার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বঙ্গভঙ্গের ঘোর বিরোধী মহারাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য বাহাদুর বাতের অসুখের দরুণ সভাস্থলে যাইতে না পারায় তাঁহার পুত্র শশীকান্ত প্রথম প্রস্তাব উত্থাপন করেন। আশুতোষ চৌধুরী (পরে জাষ্টিস্) সমর্থন করেন এবং রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী (টাকী) অনুমোদন করেন। প্রস্তাবটি হয়—

"That this meeting emphatically protests against the resolution of Government on the Partition of Bengal. It is unnecessary, arbitrary and unjust and being in deliberate disregard of the opinion of the entire Bengali Nation has aroused a feeling of distrust against the present administration which can not conduce to the good Government of the country. Secretary of State for India will be pleased to reconsider and withdraw orders that have been passed."

দ্বিতীয় প্রস্তাব—"মীরার" সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় উত্থাপন করেন—We must abstain from purchase of British Manufactures so long the as Partition was not withdrawn.

"যতদিন ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ভারতবর্ষের জনসাধারণের কথায় কর্ণপাত না করেন, ততদিন কেহ বিলাতি দ্রব্য ব্যবহার করিবেন না।"

বাবু নলিনবিহারী সরকার, নন্দলাল গোস্বামী, সত্যধন ঘোষাল, মীরার সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ সেন প্রভৃতি বক্তৃতা করেন।

সেদিন সেই সভায় ৩০০০০, লোক উপস্থিত হয়। দুই তিনটি সভায়ই বিপুল উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়।

বাগ্মী বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় বলেন, "ক্ষণস্থায়ী প্রতিজ্ঞা বা শপথে কোন ফললাভ হইবে না। আমলাতন্ত্রের মূলে কুঠারাঘাত করিতে হইবে—ধোপা, নাপিত, মুচি, খানসামা প্রভৃতি যন্ত্রের আঘাতে আমলাতন্ত্রের কল বিকল করিতে হইবে।"

জনসাধারণ এই ইঙ্গিতের অর্থ বুঝিয়াছিল এবং সেই ভাবেই কাজ করিতে পরাঙ্মুখ হয় নাই।

সভায় ডাঃ নীলরতন সরকার (পরে স্যার) মহাশয় বিলাতী নেক্‌টাই সকলের সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া প্রতিজ্ঞা করেন, তিনি বিলাতি দ্রব্য আর কখনও ব্যবহার করিবেন না। ধোপা, নাপিত, মুচি, বিলাতি-ভক্ত বাবুর কাজ করিতে অস্বীকৃত হয়, বালক-বালিকা পূজোপলক্ষে বিলাতি কাপড় পরিতে চায় না, কুলকামিনীগণও বিলাতি চুড়ী ভাঙ্গিয়া ফেলিতে দৃক্‌পাত করে না। সকলে উৎসাহ করিয়া বিলাতি বস্ত্র পোড়াইয়া ফেলিতে লাগিল। তখন কি উদ্দীপনা—'বন্দেমাতরম্' ধ্বনিতে গগন পরিপূর্ণ হইল। সর্ব্বব্যাপী বহ্ন্যুৎসবের ধূমরাশিতে বঙ্গভূমি পবিত্র হইতে লাগিল। নবোৎসাহে বাঙ্গালী উদ্বেলিত হইল, মরাগাঙ্গে বাণ ছুটিল, বঙ্কিমের সাধনা সফল হইল।

২২শে সেপ্টেম্বরও টাউনহলে আবার একটী সভায় ৭ই আগষ্টের মত জনতা হয় এবং উত্তেজনাও তদ্রূপই দেখা যায়।

ক্রমে সেই ভীষণ দিন—বঙ্গভঙ্গের তারিখ ১৬ই অক্টোবর ১৯৪৫ আসিয়া পড়িল। কিন্তু এই নব আন্দোলন 'স্বদেশী' ভিন্ন ভিন্ন লোকের কাছে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রতিভাত হইল। অনেকে মনে করিলেন বঙ্গভঙ্গ

না হইলে বা হইয়া রোধ হইলে এই আন্দোলন থামিয়া যাইবে। কেহ মনে করিলেন, জাতির জাগরণের উন্মেষ হইয়াছে—কেহ কেহ মনে করিলেন ইহাতে দেশীয় শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি হইবে, আর কেহ কেহ মনে করিলেন—এই আন্দোলন আমাদের আত্মনির্ভরতার পথে প্রথম পদক্ষেপ। তাহাদের মতে অতঃপরে রাজনীতি আর ভিক্ষায় চলিবে না, ইংরাজ কিছু দিবে না, আমাদের নিজের পায়ের উপরে নিজেদের নির্ভর করিতে হইবে। এই বাণীই প্রথমে শুনিতে পাই ভবিষ্যৎ-রাজনীতিজ্ঞ স্বরাজনায়ক সর্ব্বস্বত্যাগী চিত্তরঞ্জনের কাছে।

চিত্তরঞ্জন এই সময়ে প্রায়ই বলিতেন, বঙ্কিমচন্দ্র যে 'কমলাকান্তের দপ্তরে' 'কুকুরের পলিটিক্স' লিখিয়াছেন, তাহাতে মনে হয় কিরূপ রাজনীতি চলিতেছে এবং পরে কিরূপে চলা উচিত, তিনি যেন দিব্য চক্ষে দেখিয়া 'ষাঁড়ের আত্মনির্ভর' নীতিই অবলম্বন করিতে নির্দ্দেশ দিয়াছেন। 'ভিক্ষা দাও গো' বলিলে কিছু পাওয়া যাইবে না—আমাদের নিজের পায়ে নিজেদের দাঁড়াইতে হইবে। চিত্তরঞ্জন বঙ্গভঙ্গের দিনেই বড় গলায় এই নীতির নির্দ্দেশ দিয়াছেন, ১৬ই অক্টোবর ১৯০৫ সনে তিনি দার্জ্জিলিং হিন্দুহলে "স্বদেশী আন্দোলনের কথা" প্রসঙ্গে বক্তৃতায়* নিম্নলিখিত আত্মনির্ভরতার কথাগুলি প্রচার করেন—

"আমাদের দেশে আজকাল অল্পসংখ্যক অতিবিজ্ঞ লোকের মত্ ছাড়িয়া দিলে প্রায় সকলেই মনে করেন যে, এই যে নূতন জীবন সঞ্চার—যাহাকে আমাদের সংবাদপত্র সকল স্বদেশী আন্দোলন নামে অভিহিত করিয়াছেন, ইহাই অচিরে আমাদের এই অধঃপতিত দেশের একমাত্র মুক্তির কারণ হইয়া উঠিবে। অনেকেই বিশ্বাস করেন যে, আমাদের সমস্ত দেশব্যাপী দারিদ্র্য বিনাশ করিতে হইলে এই স্বদেশী

* এই বক্তৃতাটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত "ভাণ্ডার" মাসিক পত্রিকার প্রথম বর্ষের ১৩১২ সালের পৌষ মাসের কাগজে ২৮৬ পৃঃ পাইবেন। 'ভাণ্ডার' ইম্পিরিয়লে লাইব্রেরীতে আছে।

আন্দোলনই একমাত্র উপায়, এবং সেই কারণেই এই আন্দোলন অবশ্য বাঞ্ছনীয়। এই কথা আজকাল আমাদের দেশের অনেক কথার মত একেবারে মিথ্যা না হইলেও সম্পূর্ণভাবে সত্য নহে। জাতীয় দারিদ্র্য সমস্ত জাতীয় অধঃপতনের অঙ্গমাত্র, সমস্ত জাতীয় অধঃপতনের সঙ্গে ইহার একটা অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ আছে, এবং একথা অতি সত্য যে, সমস্ত জাতির উন্নতি না হইলে এ দারিদ্র্য কিছুতেই ঘুচিবে না, কিন্তু এই যে নবজীবনসঞ্চারিণী আশা—যাহা আমাদের সমস্ত দেশটাকে সচকিত করিয়া তুলিয়াছে, ইহা কি একমাত্র দারিদ্র্য-বিনাশের কারণ? ইহার মধ্যে কি গভীরতর সত্য নিহিত নাই? ইহা কি আমাদিগকে চক্ষে আঙুল দিয়া **মুক্তির পথ** দেখাইয়া দিতেছে না? ইহা কি সমস্ত বাঙালী জাতির শ্রবণবিবরে এক আশ্চর্য্য অপূর্ব্ব স্বাধীনতাসঙ্গীত ঢালিয়া দিতেছে না? আমার কাছে **এই নব আন্দোলন** যে যে কারণে সর্ব্বাপেক্ষা বাঞ্ছনীয়, তাহার মধ্যে সর্ব্বপ্রধান কারণ এই যে, ইহা **ফলতঃ ও মূলতঃ বাঙালী জাতির আত্মনির্ভর পথে প্রথম পদক্ষেপ**। এই কারণেই আমার ধ্রুব ধারণা যে, এই আন্দোলনের সফলতার উপরেই আমাদের জাতীয় উন্নতির আশা নির্ভর করিতেছে। জগতের ইতিহাস বারে বারে সপ্রমাণ করিয়া দিয়াছে যে, এক জাতিকে অন্য কোন জাতি হাতে ধরিয়া তুলিয়া নিতে পারে না। প্রত্যেক ব্যক্তির যেমন আপনার মুক্তি আপনাকেই সাধন করিয়া লইতে হয়, সেইরূপ প্রত্যেক জাতির মুক্তিও সেই জাতিকেই সাধন করিয়া লইতে হইবে। সহস্র বৎসর ধরিয়া অন্য জাতির মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিলেও প্রকৃত মুক্তির পথ কখনও মিলিবে না।

"আমরা এতদিন ধরিয়া ইংরাজের মুখাপেক্ষী হইয়া ছিলাম। মনে করিয়াছিলাম, ইংরাজ আমাদিগের সকল দৈন্য ঘুচাইবে, ইংরাজ আমাদিগের সকল লজ্জা নিবারণ করিবে এবং আমাদিগকে হাতে ধরিয়া মানুষ করিয়া তুলিবে। এখন সে কথা যদিও স্বপ্নের মত

মনে হয়, কিন্তু ইহা অবশ্য সত্য যে, একদিন আমরা ইংরাজের বাক্‌চাতুরীতে মুগ্ধ হইয়া শুধু মাত্র তাহার মুখের কথার উপরে আমাদের সকল আশা-ভরসার ভিত্তি স্থাপন কয়িয়াছিলাম।

তাহার যথাযথ কারণও ছিল, ইংরাজ যখন প্রথমে আমাদের দেশে আসে, তখন নানা কারণে আমাদের জাতীয় জীবন দুর্ব্বলতার আধার হইয়াছিল। তখন আমাদের ধর্ম্ম একেবারে নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছিল। একদিকে চিরপুরাতন চিরশক্তির আকর সনাতন হিন্দু ধর্ম্ম, কেবল মাত্র মৌখিক মন্ত্রের আবৃত্তি ও আড়ম্বরের মধ্যে আপনার শিব-শক্তিকে হারাইয়া ফেলিয়াছিল; অপর দিকে যে অপূর্ব্ব প্রেম-ধর্ম্মবলে মহাত্মা চৈতন্য সমস্ত বাঙ্‌লা দেশকে জয় করিয়াছিলেন, সেই প্রেম-ধর্ম্মের অনন্ত মহিমা ও প্রাণসঞ্চারিণী শক্তি কেবলমাত্র মালা ঠেকাইতেই নিঃশেষিত হইয়া যাইতেছিল, আর আমাদের সমগ্র ধর্ম্মক্ষেত্র শক্তিহীন শক্তি ও প্রেমশূন্য বৈষ্ণবের ধর্ম্মশূন্য কলহে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। তখন নবদ্বীপের চিরকীর্ত্তিময় জ্ঞানগৌরব কেবলমাত্র ইতিহাসের কথা, অতীত কাহিনী; বাঙালীর জীবনের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ ছিল না। এইরূপ কি ধর্ম্মে কি জ্ঞানে বাঙালী তখন সর্ব্ববিষয়ে প্রাণহীন মনুষ্যত্ব-বিহীন হইয়া পড়িয়াছিল। এমন কি বাঙালীর বলবীর্য্য পর্য্যন্ত তখন নিতান্ত কৃতঘ্নের মত সমস্ত বাঙালী জাতির গলদেশে সুতীক্ষ্ণ ছুরিকা চালাইতে ব্যস্ত ছিল।

"এমন সময়ে—সেই ঘোর অন্ধকারের মধ্যে ইংরাজ বণিক্ বেশে আগমন করিয়া আমাদেরই জাতীয় দুর্ব্বলতাকে আশ্রয় করিয়া দুই একদিনের মধ্যেই রাজত্ব স্থাপন পূর্ব্বক আপনার অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় দান করিল। আমরা একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেলাম এবং আমাদের জাতীয় জীবনের দুর্ব্বলতা নিবন্ধন আমরা শুধু ইংরাজের রাজত্বকে নয়, সমগ্র ইংরাজজাতিকে ও তাহাদের সভ্যতা ও তাহাদের বিলাসকে দুই হাতে আঁকড়িয়া ধরিয়াছিলাম। কিন্তু আমাদের সেই

দুর্ব্বলতার জন্যই বোধ হয় আমাদের চক্ষু ইংরাজী সভ্যতার প্র
আলোক সংযতভাবে ধারণ করিতে পারে নাই। আমরা একেবারে
অন্ধ হইয়া পড়িয়াছিলাম। অন্ধকারাক্রান্ত দিগ্‌ভ্রান্ত পথিক যেমন
বিস্ময় ও মোহবশতঃ আপনার পদপ্রান্তস্থিত সুপথকে অনায়াসে
পরিত্যাগ করিয়া বহুদূর দুর্গম পথকে সহজ ও সন্নিকট মনে করিয়া
সেই পথেই অগ্রসর হয়, আমরাও ঠিক সেইরূপ নিজের ধর্ম্ম কর্ম্ম
সকলই অবলীলাক্রমে পরিত্যাগ করিয়া, আমাদের নিজের শাস্ত্রকে
অবজ্ঞা করিয়া, আমাদের নিজের সাহিত্যের প্রতি একেবারে
দৃক্‌পাত না করিয়া, আমাদের নিজের ইতিহাসের ইঙ্গিতকে
সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিয়া ইংরাজদের সাহিত্য, ইংরাজের ইতিহাস,
ইংরাজের জ্ঞান ও বিজ্ঞানের দিকে নিতান্ত অসংযতভাবে ধাবমান
হইয়াছিলাম। মনে করিয়াছিলাম, ইংরাজের ইতিহাস আমাদের
ইতিহাসের এক অধ্যায় মাত্র। মনে করিয়াছিলাম, ইংরাজের
রাজনৈতিক সাহিত্যের সহিত আমাদের জাতীয় সাহিত্যের কোন
নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে। আমরা মোহ-মুগ্ধ হইয়া একেবারে ভুলিয়া
গিয়াছিলাম যে, ইংরাজের ইতিহাস ইংরাজেরই জাতীয় জীবনের প্রতিমা,
ইংরাজের সাহিত্য ইংরাজেরই জাতীয় জীবন পুষ্ট করিতে পারে, তাহার
সহিত আমাদের জাতীয় জীবনের কোন সম্বন্ধ নাই; ইংরাজের
ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধিতে আমাদের মাতার দৈন্য কিছুতেই ঘুচে না ও ইংরাজের
গৌরবে আমাদের লজ্জা কিছুতেই নিবারণ হয় না, ইহা অতি সোজা
কথা—অত্যন্ত সরল সত্য; কিন্তু সমস্ত জাতীয় জীবন দুর্দ্দশাগ্রস্ত
হইলে বোধ হয় এমনই করিয়া অতিশয় সরল সত্য অত্যন্ত দুর্ব্বোধ
হইয়া উঠে। এমনি করিয়া ক্রমে ক্রমে আমরা ইংরাজের ক্ষমতা
দেখিয়া আত্মজ্ঞান হারাইতেছিলাম, ইংরাজের ছলাকলায় প্রতিনিয়তই
প্রতারিত হইতেছিলাম, ইংরাজের কথায় উপর সম্পূর্ণভাবে আস্থা
স্থাপন করিয়াছিলাম। যে Proclamation লইয়া আমরা এত গর্ব্ব
করি, এবং কথায় কথায় যাহার দোহাই দেই, তার মধ্যে যে কোন্

অন্ধকার কোণে আমাদের সকল আশা-ভরসাকে উপেক্ষা করিবার জন্য—So far as it may be" এই বাক্যময় শাণিত ছুরিকা লুকায়িত ছিল, তাহা একেবারে অনুভব করিতে পারি নাই! Curzon বাহাদুরকে ধন্যবাদ দিই, তিনি সে-দিন আমাদের চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া তাহা দেখাইয়া দিয়াছেন; * * * আমরাও ভাল করিয়া Proclamation-এর গূঢ় তত্ত্ব মর্ম্মে মর্ম্মে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি। জগদীশ্বর আমাদের সহায় হউন, এই সত্য জ্ঞান যেন চিরদিন আমাদের জাতীয় জীবনকে সচেষ্ট ও সচকিত করিয়া রাখে।

"আজ ভগবৎপ্রসাদে আমাদের জাতীয় জীবন হইতে মরণ-ছায়ারূপী এই মহামায়া-কুহেলিকা অপসৃত হইয়া গিয়াছে। এই নবোন্মেষিত জাতীয়ত্বের প্রভালোকে আমাদের জাতীয় জীবনের সত্য অবস্থা আমাদের চক্ষের সম্মুখে সুন্দর—পরিষ্কাররূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। আজ আমরা বুঝিতে পারিয়াছি যে, বঙ্কিমবাবুর কমলাকান্তের-দপ্তর বর্ণিত শীর্ণকায় কুকুরের মত শুধু করুণনেত্রে ও প্রার্থনাপূর্ণ দৃষ্টিতে ইংরাজের পানে শত সহস্র বৎসর ধরিয়া চাহিয়া থাকিলেও ইংরাজ তাহার পাতের মাছের কাঁটাখানি উত্তমরূপে চুষিয়া আমাদের মুখের কাছে ফেলিয়া দিতে পারে, কিন্তু যাহাতে আমাদের জাতীয় জীবন পুষ্ট হয়, এমন কিছুই দিবে না। আর বিধাতা আমাদিগকে পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, আপনার চরণে ভর করিয়া আপনি না দাঁড়াইতে পারিলে কোন দিন আমাদের মুক্তির দ্বার উদ্ঘাটিত হইবে না। সেই জন্যই আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, এই নব আন্দোলন আমাদের কাছে সর্ব্বাপেক্ষা বাঞ্ছনীয়, ইহাই আমাদের আত্মনির্ভরের পথে প্রথম পদক্ষেপ।

"কিন্তু আমাদের চিরকাল ভাগ্যহীনতা এইক্ষণেও আমাদিগকে একেবারে ত্যাগ করিয়া যায় নাই। আমাদের দেশে এক সময় তর্কশাস্ত্র আশ্চর্য্য উন্নতি লাভ করিয়াছিল এবং যদিও এখন আর তর্কশাস্ত্রের সেই উন্নত অবস্থা নাই, তথাপি আমাদের দুরদৃষ্টবশতঃ

নিষ্ফল তার্কিকেরও কোন অভাবই পরিলক্ষিত হয় নাই। উপহাস-রসিকেরও প্রাদুর্ভাব কম নহে, তাহাদের শুষ্ক স্বদেশ-প্রেম-বর্জ্জিত হৃদয় হইতে দুই একটা শাণিত বাক্যকটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া অতিশয় বিজ্ঞতার ভাণ করিয়া আপনারা সুখে অস্থির হইয়া উঠেন ; কিন্তু সে তর্ক ও সেই উপহাস মাতার আহ্বানকে কিছুতেই ভুলাইয়া রাখিতে সমর্থ হয় না। আজিকের দিনে এই দেশব্যাপী আন্দোলনে শত-লক্ষ কণ্ঠে উচ্চারিত "বন্দেমাতরম্" ধ্বনির মধ্যেও যে মাতার আহ্বান শুনিতে পায় নাই, সে নিতান্তই হতভাগ্য! আর যে ডাক শুনিয়াছে কিন্তু শুনিয়াও আপনার ছোটখাট স্বার্থগুলিকে সম্মুখে ধরিয়া আপনার মস্তিষ্ক হইতে আকৃষ্ট মিথ্যা তর্করাশি এবং আপনার করুণাবর্জ্জিত হৃদয়জাত শুষ্ক তুচ্ছ উপহাসের অন্তরালে আপনাকে লুকাইয়া রাখিয়াছে, সে সরকারী উকিলই হউক বা ছোট কি বড় রকমের সরকারী জুজুই হউক, কি সামান্য কেরাণী কি সামান্যতর ক্লার্কই হউক,—সে মাতা ও বিধাতার অপমান করিতেছে—সে মাতৃদ্রোহী! সে ঈশ্বরদ্রোহী! তুষানলেও তাহার সমুচিত প্রায়শ্চিত্ত হয় না :

"তার্কিকেরা ও উপহাস-রসিকেরা যাহাই বলুক, তাহাতে আমাদের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিবার কোন কারণ নাই। আমরা মায়ের ডাক শুনিয়া অগ্রসর হইয়াছি, আমরা কি দুটো নিষ্ফল তর্ক ও নিষ্ফলতর উপহাস শুনিয়া ফিরিয়া যাইব? বিধাতার অমোঘ বাণী আমাদের অন্তরে অন্তরে ধ্বনিত হইতেছে, আমরা শত তর্ক, শত যুক্তি শত সহস্র উপহাস অবজ্ঞাভরে উপেক্ষা করিয়া বিধাতার বাণীকে শিরোধার্য্য করিয়া বিধাতৃনির্দ্দিষ্ট পথে অগ্রসর হইব। আর অধিক পরিষ্কার দেখিতেছি যে, অচিরে আমাদের এই নব আন্দোলন ফলবান্ হইয়া তার্কিককে লজ্জিত করিবে ও উপহাস-রসিককে উপহাস-যোগ্য করিয়া তুলিবে। Boycott করিয়া যদি স্থায়ী demand দাঁড় করাইতে পারি, আমাদের দেশে লুপ্ত ও নষ্ট রাষ্ট্ররাজ্য মাথা তুলিবেই তুলিবে।

"আর বৃথা তর্ক করিবার সময় নাই। এই স্বদেশী আন্দোলন, ইহাকে যেমন করিয়াই হউক জাগাইয়া রাখিতে হইবেই হইবে। ইহারি উপরে আমাদের সকল আশা ভরসা নির্ভর করিতেছে। আমাদের দেশে এমন অনেক উপহাস-রসিক তার্কিক আছেন, যাহারা বলেন, "তোমরা কি করিতে চাও? তোমরা কি company-র রাজত্ব উল্টাইয়া দিবেই?" এ কথার উত্তর অতি সহজ! আমরা আর কিছু চাই না, আমরা আমাদিগকে মানুষ করিতে চাই। ইংরাজের সহিত আমাদের শুধু রাজাপ্রজা সম্বন্ধ। ইংরাজের আইন আমাদিগের মানিয়া চলিতেই হইবে। কিন্তু ইংরাজকে আমাদের সমগ্র জাতীয় জীবন কখনই অধিকার করিতে দিব না। ইংরাজের আইনের গণ্ডির বাহিরে ইংরেজের সহিত আমাদের যে ক্ষেত্রে সম্বন্ধ তাহারও বাহিরে বিস্তৃত কার্য্যক্ষেত্রে পড়িয়া রহিয়াছে। আমরা সেইখানে আপনাকে মানুষ করিয়া তুলিব। তারপর যে অনন্ত মহান্ পুরুষ আপনাকে সকল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে, সকল মানবের মধ্যে, সকল জাতির মধ্যে সকল জাতির ইতিহাসের মধ্যে প্রকাশ করিতেছেন, তিনি কি ভাবে কিরূপে বাঙ্গালীর জাতীয় ইতিহাসের মধ্যে আপনাকে প্রকাশিত করিবেন, তাহা তিনিই জানেন—শুধু তিনিই জানেন।"

চিত্তরঞ্জন বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের বিক্ষোভে ১৬ই অক্টোবর কলিকাতায় উপস্থিত না থাকিলেও, শৈলশিরে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস তিনি ব্যক্ত করিলেন—ভিক্ষানীতি একেবারে পরিত্যাজ্য, নিজের পায়ে নির্ভর না করিলে মুক্তির সম্ভাবনা নাই এবং এই স্বদেশী ও বঙ্গভঙ্গের আন্দোলন আমাদের আত্মনির্ভর নীতি অবলম্বনের প্রথম পদক্ষেপ। অতঃপরে এই উদ্দেশ্যেই অগ্রগামী রাজনীতিজ্ঞ তাঁহার কার্য্যপ্রবাহ নিয়ন্ত্রিত করিতে লাগিলেন।

লর্ড কর্জ্জন কিরূপে Queen's Proclamation সম্বন্ধে আমাদের মোহ ভাঙ্গিয়া দেন এ বিষয়ে একটু আলোচনা আবশ্যক। ইম্পিরিয়াল

লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের এক সভায় লর্ড কর্জ্জন ১৯০৪ সনের ২৪শে ফেব্রুয়ারী তারিখে মহারাণীর ১৮৫৮ সালের ঘোষণা পত্রের ব্যাখ্যা করিয়া বলেন "আমরা যতদূর সম্ভব ভারতীয়গণকে সরকারী চাকুরীতে (Public Services) লইব। কিন্তু একথাও বলা আবশ্যক যে ভারতীয়গণ তাহাদের শিক্ষাদীক্ষা জন্মগত অধিকার ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার অনুপযুক্ত। সকলে উপযুক্ত নয় বলিয়া চাকুরি open to all এই কথার অর্থ হয় না। এই সত্যপ্রকাশে ভিন্ন ভিন্ন লোকের নিকট ভিন্ন ভিন্ন ভাবপ্রবাহ প্রতিভাত হয়। আত্মনির্ভরতা-পক্ষপাতী চিত্তরঞ্জন বলেন 'খুব ভাল হইয়াছে, লর্ড কর্জ্জন সরল ভাবে আমাদের চোখ ফুটাইয়া দিয়াছেন। এখন আর তোমাদের অনুগ্রহের দিকে চাহিয়া থাকিলে কুকুরের ন্যায় হাড় চোবাই হইবে। আমাদিগকে বৃষনীতি অবলম্বন করিতে হইবে। সুরেন্দ্রনাথের হইল অন্যভাব। তিনি বলিলেন "তোমার কথা ঠিক নয়, আমরা বাস্তবিকই উপযুক্ত, তোমাদিগের ন্যায় আমাদিগকে চাকুরী দিতেই হইবে।"

১৯০৪ সনের কংগ্রেসের প্রথম প্রস্তাবেই এ সম্বন্ধে আলোচনা হয়। সুরেন্দ্রনাথের বক্তৃতায় ওজস্বিতা খুবই ছিল, তাই এখানে সেটিও উপস্থিত করিলাম—

"Lord Curzon from his place in the Imperial Council (I am quoting the substance of what he said) declared that by our environments, our heritage and our up-bringing we are unequal to the responsible leg of a high office under the British rule. I venture to say, Sir, that never was a deeper affront offered to the people of India by the representative of a Sovereign. It is bad enough to repudiate the Proclamation but it is adding insult to injury to cast a slur upon the people of their country. In your name and on your behalf, gentlemen, I desire to record my most emphatic protest against this assumption of our racial inferiority. Are Asiatics inferior to Europeans? Let Japan answer. Are Indians inferior to Europeans? We are the descendants of those

who in the ancient world while all Europe was steeped in superstition and ignorance, held aloft the torch of Civilization ?

এই সমস্ত কথা খুব উচ্চভাব প্রণোদিত হইলেও ব্রিটিশের কাছে নিষ্ফল তর্জ্জন গর্জ্জন। আর চিত্তরঞ্জন বুঝাইয়া দিলেন “তোমাদের কাছে হাত পাতিলে হইবে না। আমাদের নিজেদের পথ আমাদিগকেই দেখিতে হইবে। এই ভাব বৈষম্যেই নরম ও অগ্রগামী দলের সৃষ্টি।

বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ যে জাতির পক্ষে ফলতঃ কত মঙ্গলজনক হইয়াছিল, ছোটখাটো কয়েকটি দৃষ্টান্তও তাহা বুঝাইয়া দিতেছি। পূর্ব্বে পশ্চিম বঙ্গ এবং পূর্ব্ববঙ্গের ছেলেদের মধ্যে বর্ণবৈষম্যের ন্যায় পার্থক্য বড় প্রকট ছিল। পূর্ব্ববঙ্গের যে সমস্ত লোক বাড়ীঘর করিয়া বহুদিন হইতে এখানে বসবাস করিতেছিলেন তাহাদের কথা স্বতন্ত্র, কিন্তু সাধারণতঃ উভয় স্থানের ছাত্ররা পৃথক হইতেছিল। পূর্ব্ববঙ্গের ছাত্রদের কথাবার্ত্তা চালচলন এবং আচার-ব্যবহার পশ্চিমবঙ্গের ছাত্রদের নিকটে বিসদৃশ বোধ হইত, এবং ঠাট্টাবিদ্রূপ চলিত। পক্ষান্তরে পূর্ব্ববঙ্গের ছাত্রগণও কলিকাতার ছাত্রদিগকে পাল্টা কথায় জবাব দিতে ত্রুটি করিত না। ফলে এই বৈষম্য ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছিল। কিন্তু বঙ্গভঙ্গের পরে পূর্ব্ববঙ্গ এবং পশ্চিমবঙ্গের ছাত্রদের মধ্যে পূর্ব্ববৈষম্য অন্তর্হিত হইয়া যায়।

ভারতগবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী (পরে স্বরাষ্ট্রসচিব) রিজলী সাহেব সেনসাস রিপোর্টে আবার বৈদ্যদিগকে উচ্চতর স্থান দিয়া বৈদ্য এবং কায়স্থদের মধ্যে ঘোরতর কলহ বিপদের সৃষ্টি করেন। উভয় জাতির মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা বৃদ্ধি পায়, কিন্তু বঙ্গভঙ্গের পরে সেই বৈষম্যও অন্তর্হিত হয়।

তখনও সুরেন্দ্রনাথ বাঙ্গলার মুকুটহীন রাজা। সর্ব্ববাদিসম্মতি-ক্রমে তিনিই একমাত্র জননায়ক। কিন্তু ঘটনাস্রোতে শীঘ্রই তাঁহার সেই গৌরবময় আসন বিকম্পিত হইয়া উঠে। এবং অতঃপর যে

শীঘ্রই রাজনৈতিক গগণে দুইটী দলের সৃষ্টি হয়, তাহা অনাবশ্যক দলাদলি নয়—এই নীতিমূলক পার্থক্যই তাহার মূলে—সেই ইতিহাস আমরা পরবর্ত্তী অধ্যায়ে বিবৃত করিতে প্রয়াস পাইব।

এই সময়ে কবিচিত্তও শিথিল রহিল না। বাঙ্গলার রঙ্গমঞ্চের অবদানের কথা তো পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এবার রবীন্দ্রনাথের কথাই বলিব। ঠিক সময়েই তিনি লেখনী ও কণ্ঠ পরিচালনা করিতে উদ্যত হইলেন।

১৯০৪ সনের জুলাই মাসে (বাঙ্গলা ১৩১১ সালের ৭ই শ্রাবণ) চৈতন্য লাইব্রেরীর অধিবেশনে স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের সভাপতিত্বে জেনারেল ইনষ্টিটিউশনে কবি 'স্বদেশী সমাজ' নামে একটী প্রবন্ধ পড়েন, তাহাতেই ভবিষ্য নীতির নির্দ্দেশ পাওয়া যায়। এখানে আমরা তাঁহার বক্তৃতার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি—

"বিলাতের আদর্শ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা। ভারতবর্ষের কে রাজা হইল, উজির হইল—তাহা বড় গণ্য করে না, পল্লীসমাজগুলি স্বীয় অভাব-অভিযোগ নিবারণের ব্যবস্থা নিজেরাই করিয়া প্রীত ছিল··· এখন আমরা আত্মনির্ভরের এই সনাতন নিয়ম পরিত্যাগ করিয়া দরখাস্ত জারি করিয়াই স্বদেশের প্রতি সমস্ত কর্ত্তব্য শেষ হইল মনে করিয়া আত্মবঞ্চনা করিতেছি।···যে গাছ আপনার ফুল আপনি ফুটাইত সে আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টির জন্য তাহার সমস্ত শীর্ণ-শাখা-প্রশাখা উপরে তুলিয়া দরখাস্ত জারি করিতেছে। না হয় তাহার দরখাস্ত মঞ্জুরই হইল, কিন্তু এই সমস্ত আকাশকুসুম লইয়া তাহার সার্থকতা কি? এখনকার রাজসম্মানে সম্মানিত ব্যক্তিগণের ন্যায় পূর্ব্বে কেহ আত্মবিক্রয় করিতেন না। বিলাতের মনও ভুলাইতে পারিলাম না। বারম্বার মাথা হেঁট করিয়া ফিরিতে হইল। এখন এ সমস্ত মিথ্যা ছলাকলা ফেলিয়া দিয়া একবার দেশের মনকে পাইবার জন্য দেশী প্রণালীতে চেষ্টা করিয়া দেখিব না কি?

এই সময়ে বিপিন পাল সম্পাদিত 'নিউ ইণ্ডিয়া' কাগজে প্রথমে

যে আত্মনির্ভরতার অস্ফুট ধ্বনি উঠিয়াছিল, রবীন্দ্রনাথ তাহা সমর্থন করিয়া লোকের নিকট স্পষ্ট করিয়া সেই বাণী উপস্থিত করিলেন। তবে রাজনীতি অপেক্ষা সমাজ-গঠনে আত্মনির্ভরতাব প্রতি লক্ষ্য করিয়াই তিনি স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে "সমাজপতি" নির্ব্বাচনের পক্ষপাতী হন।

পূতচরিত্র স্যার গুরুদাস এই অভিভাষণটিকে তিনভাগে বিভক্ত করিয়া সেই সভায় বলেন—

(১) ইহা সর্ব্ববাদি-সম্মত যে রাজদ্বারে আবেদন করার অপেক্ষা আত্মনির্ভরের প্রতি লক্ষ্য স্থির করা উচিত। আমরা বিদেশ হইতে সংগ্রহ করিব, দেশে সঞ্চার করিব—

(২) সমাজপতি নির্ব্বাচিত হওয়া সম্বন্ধে আমি চিন্তা করি নাই—

(৩) জাতীয় উন্নতি বিষয়ক মেলা হওয়া উচিত। আমরা বিদেশাভিমুখী ছিলাম, এখন স্বদেশাভিমুখী হইব।

মনীষী হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বলেন—"মেটকাফ মেকলের কাছে ভিক্ষার ঝুলি শূন্য থাকিত না, এখন গৃহস্বামী সিংহদ্বারে অর্দ্ধচন্দ্র লইয়া রোষকষায়িত নেত্রে দৃষ্টি করেন, এখন ভিক্ষুকের আশা ত্যাগ করাই ভাল।"

৺রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা শুনিয়া বলেন, এরূপ বক্তৃতা তিনি পূর্ব্বে শোনেন নাই। পুনরায় কার্জ্জন থিয়েটারে ১৬ই শ্রাবণ সভা হয় এবং ৫টার মধ্যেই সভাগৃহ ভরিয়া যায়।

ঐ বৎসরে চৈত্রমাসে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ১১ই মার্চ্চ পুনরায় রবীন্দ্রনাথ 'সফলতার সদুপায়' প্রবন্ধে বলেন—

"গভর্ণমেণ্টের কাছে ভিক্ষাবৃত্তি করিয়া লাভ নাই।...পরেণ দেয়মিতি কাপুরুষা বদন্তি—

"আমরা যদি নিজেদের কাজ নিজেরা করিতে পারি তবে রাজপ্রতিনিধি কে আসিলেন বা গেলেন, তজ্জন্য বড় আসিবে যাইবে

না। আমরা বলিতে পারিব লর্ড রিপণের জয় হউক, লর্ড কার্জ্জনেরও জয় হউক।"

রবীন্দ্রনাথই বঙ্গভঙ্গের দিনে সকলের জন্য নিম্নলিখিত গানটি রচনা করিয়া দেন—

"বাংলার মাটী বাংলার জল
বাংলার বায়ু বাংলার ফল
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক
পুণ্য হউক হে ভগবান।
বাংলার ঘর বাংলার হাট
বাংলার বন বাংলার মাঠ
পূর্ণ হউক পূর্ণ হউক
পূর্ণ হউক হে ভগবান।
বাঙ্গলার পণ বাঙ্গালীর আশা
বাঙ্গালীর কাজ বাঙ্গালীর ভাষা
সত্য হউক, সত্য হউক
সত্য হউক হে ভগবান।
বাঙ্গালীর প্রাণ বাঙ্গালীর মন
বাঙ্গালীর ঘরে যত ভাই বোন
এক হউক এক হউক
এক হউক হে ভগবান্।"

কেবল রবীন্দ্রনাথ নয়, কবি রজনী সেনও গাহিলেন—

"মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়
মাথায় তুলে নে রে ভাই
দীন দুখিনী মা যে তোদের
তার বেশী আর সাধ্য নাই।
সেই মোটা সূতার সঙ্গে মায়ের
অপার স্নেহ দেখতে পাই
আমরা এমনি পাষাণ, তাই ফেলে ওই
পরের দোরে ভিক্ষা চাই॥"

সমাজ-জীবনে রবীন্দ্রনাথ যে আত্মনির্ভরতা মূর্ত্ত করিতে স্পষ্টভাবে নির্দ্দেশ দেন, রাজনীতিক্ষেত্রেও তাহাই হয় শ্রেষ্ঠতম নীতি।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর, ১৩১২, ৩০ আশ্বিন বাঙ্গালার ইতিহাসের এক স্মরণীয় দিন ছিল। এই দিনই আমাদের স্বর্গাদপি গরীয়সী বঙ্গমাতা দ্বিখণ্ডিত হয়। কিন্তু ইহার পর হইতেই বাঙ্গালী 'বন্দেমাতরমের' শক্তি অনুভব করিতে পারে। এইদিন হইতেই হৃদয়ে মাতৃমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার সুযোগ সে পায়। ২৯শে রাত্রিতে বাঙ্গালীর চক্ষে নিদ্রা ছিল না, নগ্নপদে দলে দলে গঙ্গাস্নান করিতে করিতে গাহিতে লাগিল "বন্দেমাতরম্।"

"সপ্তকোটি কণ্ঠ কল কল নিনাদ করালে
দ্বিসপ্তকোটিভুজৈর্ধৃত খর কর বালে
অবলা কেন মা এত বলে।"

সকলের মুখই বিষাদাচ্ছন্ন। সর্ব্বত্র প্রতিধ্বনিত হইল—

"একবার তোরা মা বলিয়ে ডাক
জগত-জনের শ্রবণ জুড়াক
বিশকোটি কণ্ঠে মা বলে ডাকিলে
মা কি রহিবেন চক্ষু কর্ণ খেয়ে?..."

সমস্ত বাঙ্গলারই এক অবস্থা। তবে জনাকীর্ণ কলিকাতার অবস্থাই বলিতেছি। ভোরে হাওড়া, বরাহনগর, শ্যামবাজার, খড়দহ, বালিগঞ্জ প্রভৃতি স্থান হইতে কত সঙ্কীর্ত্তনের দল আসিল—যেন মায়ের শোকে সকলেই আচ্ছন্ন। মাতৃহীন সন্তানে রাস্তা ভরিয়া গেল, সকলেই গভীর শোকাচ্ছন্ন; কিন্তু হৃদয়ে অটল প্রতিজ্ঞা। পূর্ব্বাকাশে তরুণ রবির কিরণরশ্মি উদ্ভাসিত হইল, আর লক্ষ বাঙ্গালী গর্জ্জিয়া উঠিল—

"শাসনে যতই ঘেরো
আছে বল দুর্ব্বলেরো,
হওনা কেন যতই বড়
আছেন ভগবান্

আমাদের ভাঙা গড়া তোমার হাতে
এমন অভিমান
তোমাদের এমন অভিমান।"

ধ্বনিত হইল জ্যোতিরিন্দ্র নাথের গান—

"চল্‌রে চল সবে ভারত সন্তান,
মাতৃভূমি করে আহ্বান।
পুত্র ভিন্ন মাতৃদৈন্য
কে করে মোচন,
সাধ রে সাধ সবে দেশের কল্যাণ

আরও গান হইত—

চল্‌রে চল্‌রে চল্‌রে ও ভাই,
জীবন আহবে চল্—চল্ চল্ চল্
বাজবে সেথা রণভেরী, আস্‌বে প্রাণে বল
চল্ চল্ চল্।*

আরও হইত—

উঠ্‌রে উঠ্‌রে উঠ্‌রে তোরা
হিন্দু-মুসলমান সকলে ভাই,
বাজিছে বিষাণ উড়িছে নিশান,
আয়রে রে সকলে ছুটিয়া যাই—

তারপরে সকলে বাংলার মাটী, বাংলার জল, গাইতে গাইতে পরস্পর পরস্পরের রাখী বন্ধন করিয়া প্রীতিবন্ধন দৃঢ় করিল—

বাঙ্গালীর ঘরে যত ভাইবোন
এক হউক এক হউক
এক হউক হে ভগবান।

* ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে ব্রাহ্মপ্রচারক ৺মনোমোহন চক্রবর্ত্তী রচিত, ইহা প্রথমে বরিশালেই বেশী গীত হইত।

প্রায় ১২টা পর্য্যন্ত এরূপ শোকোচ্ছ্বাস সঙ্গীত ও রাখীবন্ধন চলে। সকলের মুখেই—

"ভাই ভাই এক ঠাঁই
ভেদ নাই, ভেদ নাই"

সেদিন দোকান বাজার সব বন্ধ, কল-কারখানা বন্ধ। গাড়োয়ান কুলি, মুচি, মেথর সকলের কাজ বন্ধ, হোটেল বন্ধ। সর্ব্বত্র অরন্ধন—৪।৫ বৎসরের বালক পর্য্যন্ত প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, 'আমি না খাইয়া থাকিব, যদি আমার জন্য কেহ রাঁধিতে যায়, আমি চুল্লী ভাঙ্গিয়া ফেলিব'।

মিলন-মন্দিরে

অতঃপরে আপার সার্কুলার রোডে বেলা তিনটার সময়—মিলন মন্দিরের (Federation Hall) ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। সেখানকার অবস্থাও অবর্ণনীয়। দেশপ্রাণ আনন্দমোহন বসু মহাশয় এই অনুষ্ঠানের পৌরোহিত্য করেন। এক বৎসর পর্য্যন্ত রোগযন্ত্রণায় ভুগিয়া ভুগিয়া তিনি তখন জীবন-মৃত্যুর সন্ধিস্থলে। কিন্তু জীবনের মায়া বিসর্জ্জন দিয়া তিনি এই অখণ্ড মিলন-মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন এই সংবাদ শুনিয়া লোকের মধ্যে তড়িৎ সঞ্চারিত হয়। পাল্কীতে (ষ্ট্রেচারে) করিয়া তাঁহাকে আনা হইল, সঙ্গে ছিলেন ডাক্তার নীলরতন সরকার ও ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য। তিনটার সময় তিনি আসেন বিপুল জয়সূচক 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনির মধ্যে—কিন্তু একঘণ্টার ভিতরেই ভীষণ রৌদ্রতাপেও বাঙ্গালী হিন্দু, মুসলমান, মাড়োয়ারী, মারহাটি, পাঞ্জাবী ও ইংরাজ প্রায় লক্ষ লোকে রাজপথ, নিকটস্থ বাড়ী, পার্শ্বস্থ ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়, আনাচ-কানাচ সবই ভরিয়া যায়। সুরেন্দ্রনাথ, অম্বিকাচরণ, আশুতোষ চৌধুরী, যোগেশ চৌধুরী, রবীন্দ্রনাথ, বিপিন তো ছিলেনই—অবসর-

প্রাপ্ত বিচারপতি স্যার গুরুদাসও আসিয়া তাঁহাকে পৌরোহিত্যে
ণ করিতে দ্বিধা করেন নাই।

আনন্দ মোহন বলিতে লাগিলেন—

"যে দিন অনন্তের সহিত মিলিত হইব, তাহার আর বিলম্ব নাই। আজ আপনাদিগকে দেখিলাম, আর বোধ হয় এ জীবনে সাক্ষাৎ হইবে না।"

তাঁহার নয়নদ্বয় হইতে দরদর ধারে অশ্রু বিগলিত হইল। এখানে তাহার অভিভাষণটি দিলাম—

"এক অখণ্ড বঙ্গরাজ্যের অধিবাসিগণ—হিন্দু মুস্লিম সুহৃদগণ, পুরাকালের একজন ঋষি এই বলিয়া দেবতাদিগকে ধন্যবাদ অর্পণ করিয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহাদিগের কৃপায় কপিলাবস্তুর বুদ্ধদেবের ধরাগমন দেখিয়া যাইতে পারিয়াছিলেন। আমি ঋষি নহি, কোন ঋষির পদধূলি গ্রহণের উপযুক্ত নহি—তবু আজ আমি এই বলিয়া বিশ্বদেবতাকে ধন্যবাদ দিই—তিনি ইংরাজ ও ভারতবাসী সকল নরনারীর পিতা। তিনি ইংরাজ ও ভারতবাসী সকলের সম বিচার কর্ত্তা—আজ আমি তাঁহাকে এই বলিয়া ধন্যবাদ দিতেছি যে আমি এই দিন পর্য্যন্ত জীবিত থাকিয়া এক জাতির অভ্যুদয় দেখিয়া যাইতে পারিলাম, আমি যেন আজ শ্মশান হইতে উত্থিত হইয়া এই জাতীয় জাগরণ সন্দর্শন করিতে আপনাদের মধ্যে উপস্থিত হইয়াছি। বৎসরাধিক কাল যাবৎ আমি কঠিন রোগে শয্যাগত হইয়া সংসারের কার্য্যাবলী হইতে পৃথক হইয়া রহিয়াছি।

"আপনারা আজ আমাকে রোগশয্যা হইতে তুলিয়া আনিয়া বঙ্গের ইতিহাসের এই মহাস্মরণীয় মহান্ ব্যাপারের সহিত সংশ্লিষ্ট করিয়া দিলেন। আপনারা আজ আমাকে মহা সৌভাগ্যের অধিকারী করিয়াছেন। হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া সমগ্র সুহৃদগণকে নমস্কার করিতেছি।

"আজ আমাদিগের শোকের দিন। বঙ্গদেশের একতার ভাব

ক্রমে উত্তোরোত্তর বৃদ্ধি হইতেছিল, তাহাদের মধ্যে সমপ্রাণতা জন্মিতেছিল, কিন্তু রাজপুরুষদিগের হুকুমে বঙ্গদেশ আজ বিচ্ছিন্ন হইল। ইহার কুফল আজ আলোচনা করিব না। কু হইতে সু হয়। আজ যে ঐ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ভীষণ মেঘ সঞ্চার দেখা যাইতেছে, উহার মধ্যে উজ্জ্বল স্বর্ণদীপ্তিও দেখিতে পাইতেছি। আজ বঙ্গে দৃঢ়তর ও গাঢ়তর জাতীয় একতার সূচনা দেখিতে পাইতেছি। অদ্য আনন্দ ও উল্লাসের দিন। আমাদের মহাকবি গাহিয়াছেন—"এবার মরা গাঙ্গে বাণ এসেছে।" ঐ বাণের ডাক আমরা সকলেই কি শুনিতে পাই নাই? ঐ মহা গম্ভীর আহ্বান ধ্বনি আমাদের সকলেরই হৃদয় দ্বারে আসিয়া কি পৌঁছে নাই? আজ এই নবীন ও "অখণ্ড বাঙ্গালী জাতির" জন্মক্ষণে আমাদের প্রাণমন মহোল্লাসে বিশ্ব-বিধাতার মহাবিশ্বাসের পানে উত্থিত হউক। আজ সকলে স্মরণ রাখুন যে, বিস্তীর্ণক্ষেত্র হইতে পূর্ণশস্য উৎপন্ন হয়, ঘোর মেঘ হইতে জীবনপ্রদ বারি বর্ষিত হয়, ভয়ঙ্কর শীতের গর্ভে মহোজ্জ্বল বসন্তের সূচনা লুক্কায়িত থাকে। আমি বিচ্ছিন্ন পূর্ব্ববঙ্গের অধিবাসী, কিন্তু ভ্রাতৃগণ, আমার প্রাণ আপনাদিগকে আজ যে দৃঢ় প্রেমে আলিঙ্গন করিয়া ধরিয়াছে, ইতিপূর্ব্বে কখনও তেমন প্রেমভাব অনুভূত হয় নাই। সরকারী ছেদনাদেশ আমাদের মিলন ঘটাইয়াছে, আমাদিগকে পূর্ব্বাপেক্ষা আরও বহু পরিমাণে পরস্পরের নিকটবর্ত্তী করিয়াছে, আমাদিগকে এক ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে দৃঢ়তর করিয়াছে। হিন্দু মুসলমান ও খৃষ্টান পূর্ব্ব ও পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ সুদূর সাগর পর্য্যন্ত আমরা সকলে এক অখণ্ড বঙ্গমাতার সন্তান। বন্ধুগণ, আবার বলুন, হৃদয়ের গভীরতম স্থান হইতে আবার বলুন, আমরা সকলে আমাদের চিরপ্রিয় চিরগরিয়সী জননী জন্মভূমি এক অখণ্ড বঙ্গমাতার সন্তান। আমাদের সনাতন ধর্ম্ম আমাদের সকলকে নিকট হইতে আরও নিকটে আকর্ষণ করিবে—ভাইকে ভাইয়ের সহিত সম্মিলিত করিবে। আর এই অখণ্ড বঙ্গভবন, অদ্য

যাহার ভিত্তি—শুধু এই ভূমিখণ্ডের উপরে নহে, আমাদের সকলের অশ্রুধৌত হৃদয়ের উপরে—অদ্য যাহার ভিত্তি স্থাপিত হইতেছে—এই ভবন সেই জাতীয় একতার প্রতিমা বাহ্য নিদর্শন স্বরূপ আমাদিগের ভবিষ্য বংশীয়দিগের নিকট বর্ত্তমান থাকিবে। এই ভবন আমাদের সকল জাতীয় সম্মিলন, বান্ধব সম্মিলন, নানাবিধ কর্ম্ম-সম্মেলনের স্থল হইবে।

"এইস্থানে সম্ভবতঃ একটী ব্যায়ামশালা, পাঠাগার, জাতীয় সঙ্গীত ও জাতীয় ভাবোদ্দীপক আবৃত্তিভবন, বঙ্গদেশ বা ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে অভ্যাগত ব্যক্তিবর্গের জন্য পান্থশালা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হইবে। গত ২ মাস যাবৎ আলোড়িত বিশুদ্ধ পবিত্র প্রীতির সহিত আত্মোৎসর্গ যদি আমাদের সাধনা হয়, তাহা হইলে বিশ্বনিয়ন্তা নিশ্চয়ই আমাদিগকে এবং ছাত্রবন্ধুগণ আপনাদিগকে রক্ষা করিবেন এবং অক্ষয় আনন্দ ও সুখের অধিকারী করিবেন।

"বাক্য নহে, কার্য্য আমাদের জন্মভূমি পারস্পরিক সম্পর্কে ও সম্প্রীতিতে শ্রীশালিনী হইয়া উঠিবে।

"আজ আমরা প্রাণের ভিতর সন্দর্শন করি যে স্বর্গদ্বার উন্মুক্ত হইয়াছে—দেবদূতেরা অবতীর্ণ হইলে প্রাচীন গ্রন্থে এরূপ বর্ণনা আছে—দেবতারা যুদ্ধক্ষেত্রে পুষ্পবৃষ্টি করিতেন। বন্ধুগণ, আজ আমরা কি দেখিতে পাইতেছি না যে, সেই সকল দিব্য হস্ত হইতে আজ আমাদিগের উপর পুষ্পবৃষ্টি হইতেছে, স্বদেশের কল্যাণের জন্য বীরোচিত সাধনা ও কঠোর সঙ্কল্প গ্রহণে **শোণিত-হীন নবতর মহাসংগ্রামক্ষেত্রে** আমাদিগকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া লইতেছে।"

বক্তৃতা শেষ হইলে—শিখগুরু কুঁয়ার সিংহ পট-মণ্ডপের সম্মুখে উপনীত হইলেন। বীরবেশ, সর্ব্বাঙ্গে কৃষ্ণ বর্ণের পরিচ্ছদ, মস্তকে কৃষ্ণ বর্ণের দীর্ঘ উষ্ণীষ, সে উষ্ণীষে সুতীক্ষ্ণ লৌহ-চক্র লৌহ-তীর প্রভৃতি ভীষণ অস্ত্র। সঙ্গে ভীমকায় কয়জন শিখ। ৫০ হাজার লোক জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। শিখগুরু সুরেন্দ্রনাথকে সসম্মানে

রাখীবন্ধনে আবদ্ধ করিয়া বলেন, "সমস্ত পাঞ্জাব বাঙ্গালীর পশ্চাতে বিদ্যমান আছে।"

অতঃপরে রবীন্দ্রনাথ ঘোষণা পাঠ করেন—

"যেহেতু বাঙ্গালী জাতির সার্ব্বজনীন প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করিয়া গভর্ণমেণ্ট বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ কার্য্যে পরিণত করা সঙ্গত বোধ করিয়াছেন, অতএব আমরা প্রতিজ্ঞা করিতেছি, বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের কুফল নাশ করিতে এবং বাঙ্গালী জাতির একতা সংরক্ষণ করিতে আমরা সমগ্র বাঙ্গালী জাতি আমাদের শক্তিতে যাহা কিছু সম্ভব তাহার সকলই প্রয়োগ করিব। বিধাতা আমাদের সহায় হউন—"

তারপর আবার গান হইল 'বাংলার মাটি বাংলার জল'। আনন্দ মোহন যথাস্থানে ভিত্তি স্থাপন করিয়া আবার বলিলেন, "বিদায় বন্ধুগণ"। তাঁহার চক্ষু হইতে দরদরধারে অশ্রু বিগলিত হইল।

সেই মর্ম্মস্পর্শী দৃশ্যের পরে যুবকগণ আনন্দমোহনকে বহন করিয়া গৃহে পৌছাইয়া দিল।

'মিলন মন্দির' প্রতিষ্ঠার পরে সকলে যাত্রা করিল বাগবাজার পশুপতি বসু মহাশয়ের বাড়ীতে। পূর্ব্ব হইতেই সেখানে বহুলোক একত্র সম্মিলিত হইয়াছিল—এখন সকলে মিলিয়া প্রায় লক্ষাধিক লোক হইল। সেখানেই 'জাতীয় ধন ভাণ্ডার' খোলা হয়।

সেখানে মহারাজা সূর্য্যকান্ত, সতীশসিংহ, কুমার মন্মথ মিত্র, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোরঞ্জন গুহ, রসিকচন্দ্র, ললিতমোহন ঘোষাল প্রভৃতি বক্তৃতা করেন।

পঁচিশ হাজার টাকা সেইদিনই সংগৃহীত হয়। এক আনা হইতে একটাকা অনেকেই দেন। পরদিনও ১৪০০ টাকা সংগৃহীত হয়। এইরূপে ক্রমে বহুটাকা উঠান হয়!

বস্তুতঃ এই দিন হইতে নিদ্রিত বাঙ্গালী যেন জাগিয়া উঠিল। সর্ব্বত্র গান, সভা, শোভাযাত্রা, বয়কট, পিকেটিং, প্রতিজ্ঞা। থিয়েটারের ন্যায় যাত্রাও স্বদেশী প্রচারে সহায়তা করিল।

মথুরসাহা, ভূষণদাস প্রভৃতি যাত্রা-দলের অধিনায়কগণ কেহই পশ্চাদপদ রহিলেন না, আর বিখ্যাত স্বদেশী যাত্রাওয়ালা মুকুন্দ দাস যখন উদাত্ত স্বরে ৺মনোমোহন চক্রবর্ত্তীর গানটি গাহিতেন—

"কাঁপায়ে মেদিনী কর জয়ধ্বনি
জাগিয়া উঠুক মৃতপ্রাণ
জীবন-রণে জীবন দানে,
সবারে করহ আওয়ান—"

সকলের হৃদয়তন্ত্রী বাজিয়া উঠিত। আর একটী অজ্ঞাতনামা লেখকের গানে সর্ব্বত্র প্রতিধ্বনিত হইত—

"নগরে নগরে জ্বালায়ে আগুন
হৃদয়ে হৃদয়ে প্রতিজ্ঞা দারুণ
বিদেশী বাণিজ্যে কর পদাঘাত
মায়ের দুর্দ্দশা ঘুচারে ভাই।

আপনি বিধাতা সেনাপতি আজ—
ডাকিছেন সবে সাজরে সাজ,
স্বদেশী সংগ্রাম চাহে আত্মদান
"বন্দেমাতরম্" গান গাওরে ভাই।

বস্তুতঃ তখন হইতে **"বন্দেমাতরম্"**ই বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে একমাত্র মন্ত্র হইয়া উঠিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বঙ্গভঙ্গ ও তৎপরবর্ত্তী ঘটনা

১৯০৫

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে স্বদেশী গ্রহণ এবং বঙ্গভঙ্গ হয়। সেই নব-জাগরণের সময়ে বাঙ্গলার জন-নায়ক সুরেন্দ্রনাথ ভিন্ন আর কেহই নহেন। বঙ্গভঙ্গের দিন (১৬ই অক্টোবর) স্থির হয় যে নিম্নলিখিত প্রতিজ্ঞাটি*, কলিকাতা, প্রতি সহর এবং যতদূর সম্ভব গ্রামে গ্রামে আগামী ১লা নবেম্বর হইতে সর্ব্বত্র দেশবাসীকে পড়াইতে হইবে :

"যেহেতু বঙ্গবাসীর প্রতিবাদ সত্ত্বেও গভর্ণমেণ্ট বঙ্গবিভাগ করিয়াছেন, আমরা তাহার কুফল দূরীকরণার্থ সমগ্র জাতি সমষ্টিগত ভাবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতেছি ও ঘোষণা করিতেছি যে জাতির ঐক্য বন্ধনের এবং প্রাদেশিক অখণ্ডতা রক্ষাকল্পে যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। ভগবান আমাদের সহায় হউন।" স্বাক্ষর—এ, এম, বসু।

সুরেন্দ্রনাথই ছিলেন এই শপথ গ্রহণ করাইবার প্রধান পুরোহিত; কিন্তু ইহার ফলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, তাহার সহিত আর তাল রাখিয়া তিনি চলিতে পারিলেন না। সুতরাং নীতিগত মতভেদ ও দল সৃষ্টির সূত্রপাত এই সময় হইতেই আরম্ভ হইল। এই সময়কার বিস্তৃত ইতিহাস প্রদান না করিলে পাঠক তাৎকালীন অবস্থা বুঝিতে পারিবেন না।

৮ই আগষ্ট 'স্বদেশী গ্রহণ' ও বিলাতী বর্জ্জনের তারিখ হইতে

---

*Whereas the Government has thought fit to effectuate the Partition of Bengal inspite of the universal protest of the Bengali Nation, we hereby pledge and preclaim that we as a people shall do everything in our power to counteract the evil effect of the dismemberment of our province and to maintain the integrity of our race. So God help us. A. M. Bose.

১৬ অক্টোবর পর্য্যন্ত বাঙ্গলার নগরে, পল্লীতে, সহরে, গ্রামে প্রবল আন্দোলন চলিয়াছিল, ছাত্র, শিক্ষক, যুবক, বৃদ্ধ, সকলেই পিকেটিং এ যোগদান করিত, আর 'বন্দেমাতরম্' সকলের মুখেই শ্রুত হইত। ম্যানচেষ্টারের কাপড় ও লিভারপুল লবণ সর্ব্বত্র বর্জ্জিত হইতে লাগিল। কোন দেবকার্য্যে এই সমস্ত ব্যবহৃত হইত না,—এমন কি অধিকাংশ লোকের গৃহে উহা অপবিত্র বলিয়া পরিগণিত হইত। এই সমস্ত ব্যাপার বিলাতী-প্রিয় ও খয়েরখাঁগণের ভাল লাগিলনা। তখন পূজা পার্ব্বণ ও বিবাহাদি উপলক্ষে বিলাতী সাহেবগণকে ভোজ দেওয়া বড় লোকদের একটা কর্ত্তব্য মধ্যে পরিগণিত ছিল। বিলাতী আস্‌বাব এবং সম্পর্কও তাঁহারা কিছুতেই পরিত্যাগ করিতে পারিতেন না। সুতরাং এই আন্দোলন তাঁহাদের পক্ষে অত্যন্ত বিরক্তিকর হইয়া উঠিল, সাহেবগণ রুষ্ট হইলেন, গভর্ণমেণ্টও আন্দোলন বন্ধ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন।

১০ই অক্টোবরই চীফ সেক্রেটারী মিঃ কার্লাইল স্বাক্ষরিত একটী সার্কুলার প্রস্তুত হইল, কিন্তু প্রকাশ হয় ২২শে অক্টোবরের ষ্টেটসম্যান কাগজে। ইহার মর্ম্ম এই*—

"সকলের জ্ঞাতার্থ—জানাইতেছি যে, ছাত্রগণকে যে ভাবে রাজনৈতিক ব্যাপারে নিয়োজিত করা হইতেছে, তাহাতে কোনরূপ শৃঙ্খলাই রক্ষিত হইতেছেনা, আর ইহাতে তাহাদেরও স্বার্থের বড়ই ক্ষতি হইতেছে। তাই বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ ও শিক্ষকমণ্ডলী যদি তাহাদিগকে রাজনৈতিক ব্যাপারে যোগদান করিতে অথবা তথাকথিত স্বদেশী আন্দোলন সংসৃষ্ট বিদেশী বর্জ্জন ও বিদেশী ক্রয়বিক্রয় নিবারণ প্রভৃতি অপকার্য্য হইতে বিরত না করেন, তবে (১) বিদ্যালয়

*'Carlyle Circular' runs as follows—

1. The use which has been recently made of school-boys and students for political purposes is absolutely sulversive of discipline and injurious to the interests of the boys themselves. It can not be tolerated in connection with educational institutions or countenanced by Goyernment.

গভর্ণমেণ্টের সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইবে (২) তাহারা নিজেরা শাসন করিতে অপারগ হইলে জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে রিপোর্ট করিতে হইবে। (৩) যদি তথাপি কোন গোলমাল বা হাঙ্গামা হয়, তাহাদিগকে স্পেসল কনেষ্টবল নিযুক্ত করা হইবে। (৪) এই বিষয়ে জিলার পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ তাঁহার অধীনস্থ থানার দারোগাগণকে নির্দ্দেশ দিবেন—তাঁহারা যেন ছাত্রদের অপকর্ম্ম সম্বন্ধে রিপোর্ট লিখিয়া উপরে জানান।"

এই সার্কুল্যারে ছাত্রদের বিরুদ্ধে তাহাদের শিক্ষাদাতাগণের রিপোর্ট বলবৎ হওয়ার কারণ হইল।

স্বদেশী আন্দোলনের বাক্‌রোধ করিবার জন্য এই প্রথম অস্ত্রের প্রয়োগ হইল। কিন্তু জাতি জাগিয়াছে। আর কোন বাধাই তাহার জয়যাত্রা প্রতিহত করিতে পারিলনা। এই সময়ে প্রধান প্রধান নেতারা সুরেন্দ্রনাথ, ভূপেন্দ্রনাথ, ডাঃ রাসবিহারী ঘোষ প্রভৃতি কলিকাতায় ছিলেন না। ছাত্রগর পরের দিনই ২২শে অক্টোবর (৭ই কার্ত্তিক) পান্তীর মাঠে (ফিল্ড অফ একাডেমি সংলগ্ন জমিতে, বর্ত্তমানে বিদ্যাসাগর কলেজ হোষ্টেল), একটী বিরাট সভা করেন। উপরোক্ত

2. Unless school and collge authorities and teachers prevent their political activities in connection with boycotting picketing and other abuses associated with the so-called Swedeshi movement, stipends and privileges for competing, scholarships will be withdrawn. Where they are unable they are to report to District Magistrate giving a list of boys who have disregarded their authority and stating the desciplinary action taken to punish them.

3. In case of disturbance it will be necessary to call on teachers and managers of the institutions concerned in keeping peace by enrolling them as special constables.

4. D. S. P. will please instruct his thana officers to report instances of unruly conduct on the part of boys of the institution.

পরোয়ানার কথা শুনিয়া ছাত্রগণ অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। সভাপতি হইলেন মিঃ এ. রসুল। স্বর্গীয় আশুতোষ চৌধুরী (পরে হাই-কোর্টের জজ) প্রভৃতি বক্তৃতা দেন। সভাপতি মহাশয় বলেন—

"বিলাতে নয় বৎসর অধ্যয়নকালে ছাত্রদের সংসর্গে আসিয়া আমি জানি যে সেখানেও তাহারা রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দেয়। স্বদেশী আন্দোলনের মুলে কুঠারাঘাত করিবার জন্যই এই পরোয়ানার সৃষ্টি হইয়াছে। একমাত্র জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিলেই এই পরোয়ানার উদ্দেশ্য ব্যর্থ করা যাইবে। মাহেন্দ্র সুযোগ উপস্থিত। আসুন আমরা সকলে সেই মহাকার্য্যে প্রবৃত্ত হই।"

এই সভায় মাদারীপুরের ছাত্রগণের উপরে বেত্রাঘাত আদেশের সংবাদ আসিলে আরও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। ঘটনাটি এই: মিঃ ক্যাটেল নামক একজন পাটের সাহেব আশ্বিন মাসে (১৯শে সেপ্টেম্বর) রাস্তা দিয়া যাইতেছিলেন, সেই সময় একটী ছাত্র ছাতা মাথায় যাইতেছিল, সাহেবের ইহাতে রাগ হয়। তিনি বালকটিকে প্রহার করেন। আসিষ্ট্যান্ট সার্জ্জন তাহার জখম গুরুতর বলেন। ক্যাটেলের বিরুদ্ধে মামলা সদরে (ফরিদপুরে) স্থানান্তরিত হয়! মাজিষ্ট্রেট রায়ে বলেন, "বালকই ক্যাটেলকে উত্তেজিত করিয়াছে, তাই তাহাকে প্রহার করা হইয়াছে।" সুতরাং বিচারে ক্যাটেল নির্দ্দোষ সাব্যস্ত হয়।

ইঁহার পরে ক্যাটেল অনন্তমোহন দাস প্রমুখ আরও কয়েকটি ছাত্র কর্ত্তৃক প্রহৃত হইয়াছে বলিয়া নালিস করে। স্কুল সমূহের ইন্স্পেক্টর মিঃ ষ্টেপলটন তদন্ত করিতে আসেন। তিনি স্কুল সম্বন্ধে এই আদেশ দেন, যে-তিনজন ছাত্র হাঙ্গামায় নেতৃত্ব করিয়াছে, মহকুমার ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে তাহাদিগের প্রত্যেককে ২৫ ঘা বেত মারিতে হইবে, কিম্বা তাহারা প্রত্যেকে দেড় শত টাকা জরিমানা দিবে। নতুবা ঐ স্কুলে গভর্ণমেন্ট সাহায্য বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে। আরও হুকুম হয় যে, বেত মারিবেন স্কুলের হেড মাষ্টার। হেডমাষ্টার

ছিলেন স্বর্গীয় ঔপন্যাসিক কালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত মহাশয়। অবশ্য তিনি এই প্রকার ঘৃণ্য দণ্ড প্রদান করিতে রাজী হন নাই।

পান্থীর মাঠে ২৩শে অক্টোবরের ৭ই কার্ত্তিকের সভায় এই। সংবাদটিতে গভীর উত্তেজনার সৃষ্টি হয় এবং এই স্থানেই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা-সংকল্প দৃঢ় হয়।

বঙ্গভঙ্গের সঙ্কল্প প্রকাশের পরেই নানাস্থানে ছাত্ররা যে উপবাস করিয়া নগ্নপদে বিদ্যালয়ে গমন করিয়াছিল, তাহাতেও ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের এবং অন্যান্য স্থানের ছাত্রদিগকেও জরিমানা করা হয় এবং ফলে তাহারা বিদ্যালয়ে যাইতে অস্বীকার করে। জাতীয় শিক্ষা প্রবর্ত্তন ও জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা ক্রমেই অনুভূত হইতে লাগিল।

ইতিমধ্যে আরও কয়েকটি ঘটনায় দেশে তুমুল আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। একটি ঢাকায় বিপিন বাবুর বক্তৃতা, দ্বিতীয়টি লাট ফুলার সাহেবের বরিশালে আগমন। ৫ই নভেম্বর ঢাকায় বিপিন পাল যান, ফুলার সাহেবও আসাম হইতে প্রথমে সেইদিন সেখানে পদার্পণ করেন। নবপ্রতিষ্ঠিত প্রদেশের লাটসাহেবের মোট বহিবার জন্য কুলী পাওয়া গেল না, ষ্টেশনে আসিল কয়েকজন সরকারী বেতনভোগী ও খেতাবধারী লোক। আর বিপিন পালকে সমাদর করিয়া নিল ছয় হাজার দেশবাসী। তার মধ্যে ছাত্রের সংখ্যাই ছিল সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। এ দৃশ্য লাটসাহেবের অসহনীয় হইল।

অতঃপরে তিনি ১৫ই নভেম্বর বরিশালে পৌছেন। সেখানে স্বনামধন্য অশ্বিনীকুমার দত্ত জননায়ক। তাঁহার চরিত্রবল, ধর্ম্ম-প্রভাব ও সঙ্ঘশক্তিগুণে বরিশাল জেলামধ্যে একখানিও বিলাতী কাপড় পাওয়া যাইত না, বিলাতী লবণ, চিনি ও চুড়ী বিক্রয়ও বন্ধ হইল। কেহ বিলাতী মদ লইয়া বারাঙ্গণাগৃহে গেলেও সেখানে পর্য্যন্ত সম্মার্জ্জনী, অর্দ্ধচন্দ্র ও অকথ্য গালি ভিন্ন আর কিছুই জুটিত না। প্রতিযোগিতা করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট জ্যাক্ একখানি বিলাতী দোকানের

বাজার বসাইলেন, কিন্তু সেখানে একজন মাত্র দোকান-দার হয়। আক্ষেপে সে গান ধরিত—

"এ বাজারে আমি একা দোকানদার ভাই।"

'রোটাসে' করিয়া লাট ফুলার বরিশালে গেলেন। অভ্যর্থনা হইল না। পরে তিনি খবর দিয়া অশ্বিনীবাবু, মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান রজনীকান্ত দাশ, বার-লাইব্রেরীর সভাপতি দীনবন্ধু সেন, জমিদার কালীপ্রসন্ন সেন এবং উপেন্দ্রনাথ সেনকে ডাকাইয়া নিয়া একখানি বেত্র ঘুরাইতে ঘুরাইতে (যেন ছাত্রগণের প্রতি) বলিতে লাগিলেন, "সাধারণের ইচ্ছায় বিরুদ্ধে বাঙ্গলা দ্বিখণ্ডিত হইয়াছে ইহাতে আমি দুঃখিত—কিন্তু আমার প্রতি এরূপ দুর্ব্ব্যবহার কেন? আমি ত কাহারও অনিষ্ট করি নাই। ঢাকার লোক আমার প্রতি যেরূপ অশিষ্ট ব্যবহার করিয়াছে, তাহা দেবতারও অসহ্য। এখানকার লোক বিদ্রোহী হইয়াছে। এখানকার সদাশয় কালেক্‌টারকে ঢিল মারিয়াছে। লোকের উত্তেজনা বৃদ্ধি করিবার জন্য আপনারাই দায়ী। এখানে আমি সায়েস্তাখাঁর শাসন প্রবর্ত্তন করিব। ৩।৪ পুরুষ আপনারা সরকারী চাকুরী পাইবেন না। এই অবস্থা কিছুতেই চলিতে পারে না, যেমন করিয়াই হউক ইহা আমাকে দমন করিতেই হইবে (I have to crush) এইজন্যই এখানে গুরখা সৈন্য আনা হইয়াছে। যদি এখানে কোনরূপ রক্তপাত হয়, আপনারা সেজন্য দায়ী (If there is bloodshed, you are responsible)। আপনাদের লোকেরাই তো বলিয়া বেড়াইতেছে, হাড় দিয়া নুন পরিষ্কার হয়, মেলিন্সফুডে থুথু থাকে। বঙ্গভঙ্গ যাহা হইয়াছে সে ব্যবস্থার কোন পরিবর্ত্তন হইতেই পারে না। পার্লামেণ্টে ২।৪টি বক্তৃতা হইবে মাত্র। আপনাদের ঘোষণাপত্রে মনে হয় ফরাসী বিদ্রোহের সময় যেরূপ আত্মরক্ষা কমিটি (Committee of Public Safety) ছিল, আপনারাও সেইরূপ করিয়াছেন।" বরিশালে

তাঁহারা করিয়াছিলেন, গ্রামে গ্রামে সালিশী সভা Arbitration Committee। ফুলার সাহেব বলেন, "What you call Arbitration Commitee, I call Commitee of Public Safety! আপনারা লিখিয়াছেন—

'দোকানদার ও ব্যবসাদারদের ঘরে যে মাল মজুত আছে তাহা ছাড়া তাহারা যেন আর বিদেশী মালের আমদানী করিতে না পারে সে জন্য সকলেই দৃষ্টি রাখিতে হইবে।' অর্থাৎ আপনারা শান্তি ভঙ্গ করিবেন। You are playing with fire আপনারা আগুন লইয়া খেলিতেছেন। এই ঘোষণাপত্র আপনারা প্রত্যাহার করুন, নতুবা আমি শান্তিভঙ্গের জন্য আপনাদের জামিন মুচলেকা লইব, I shall bind you down for peace, আমার হুকুম শাসন সম্বন্ধীয়—হাইকোর্ট আপনাদের কোন উপায় করিতে পারিবে না, (High Court can't give redress)"।

ইহার পরে অশ্বিনীবাবু উঠিয়া বলেন, "জনসাধারণের সালিসি সভাসমিতিকে আত্মরক্ষা সমিতি বলেন কেন, আর আপনি যেরূপ অর্থ করিয়াছেন, প্রকৃতপক্ষে তাহা নয়। কথিত ঘোষণাপত্রের স্থানান্তরে বলা হইয়াছে, 'ইহার জন্য তোমরা কেহ অবৈধ বল-প্রয়োগে উদ্যত হইও না।' শেষ না হইতেই লাট সাহেব বলিলেন,"থামুন, (Hold your tongue), আমি আপনাদের জবাব বা তর্ক শুনিতে এখানে আসি নাই, এ আদালত নহে।" অতঃপরে তিনি রজনীবাবুকে বলেন—

"এ প্রদেশের লেঃ গভর্ণরকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য আপনি ঘাটে উপস্থিত ছিলেন না, এ আপনার ঔদ্ধত্য ও অসভ্যতার কাজ হইয়াছে, জানেন ?"

রজনীবাবু—তাহা ঠিক, কিন্তু আমি কি করিব! লেঃ গভর্ণরকে অভ্যর্থনা করিতে দেশের লোক প্রতিকূল।

লাট সাহেব—দেশের লোকের মতে কাজ করিয়া আপনি

দৌর্ব্বল্যের পরিচয় দিয়াছেন। বেলা ৯টা পর্য্যন্ত আপনাদিগকে সময় দিতেছি। হাঁ, কি না, বলিবেন,—এ ঘোষণাপত্র প্রত্যাহার করিবেন কিনা।

অগত্যা নেতারা সম্মত হইলেন। সম্মত না হইলে বরিশালে সেই সময়ে হয়তো রক্তগঙ্গা প্রবাহিত হইত। লাট সাহেব হঠাৎ দাঁড়াইলেন। অশ্বিনীবাবু কাগজপত্র গুছাইতেছিলেন। উঠিতে একটু দেরী হয়। লাট সাহেব বলেন, "দাঁড়ান (Stand up !) এটাও আপনার অশিষ্ট ব্যবহার !"

ইহার কিছুদিন মধ্যেই ম্যাজিষ্ট্রেট বরিশালে কারলাইল সার্কুলার অপেক্ষা এক কঠোর ঘোষণা জারী করেন—

"ছাত্ররা আর বিলাতী জিনিষের বিরুদ্ধে দালালী করিতে পারিবে না। অন্যথা হইলে গভর্ণমেন্টের কাছে রিপোর্ট করিব। ফলে এই সব বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা গভর্ণমেণ্ট-চাকুরী লাভে বঞ্চিত হইবে।"

যাহা হউক, এখন আমরা আবার সেই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে আপনাদিগকে লইয়া যাইব। অতঃপরে ১লা নভেম্বর তারিখে যে বঙ্গভঙ্গের ঘোষণাপত্র পঠিত হয়, তাহাতে অনেক সহরেই ছাত্রদের সম্বন্ধে গোলযোগ উপস্থিত হয়। রংপুরের গোলমালের কথাই আপনাদের নিকট উপস্থিত করিব—

রংপুরের বিরাট সভায় ছাত্রগণ উপস্থিত হওয়ায় জিলার ম্যাজিষ্ট্রেট টি, এমারসন সাহেব জেলা স্কুলের ৮৬জন ছাত্রকে ও টেক্‌নিক্যাল বিদ্যালয়ের ৫৭ জনকে ৫৲ করিয়া জরিমানা করেন। সমগ্র ছাত্রসমাজে বিক্ষোভ বৃদ্ধি হয় এবং কলিকাতার ছাত্রসমাজ গোলদিঘীতে ৪ঠা নভেম্বর সভা করিয়া রংপুরের ছাত্রমণ্ডলীকে সহানুভূতিসূচক বাণী প্রেরণ করেন। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অভাব ক্রমেই অনুভূত হইতে লাগিল।

৪ঠা নভেম্বর ১৮ই কার্ত্তিক লায়ন্স সার্কুলার জারী হইল। মিঃ পি, সি, লায়ন লাট ফুলারের প্রধান মন্ত্রী (চীফ সেক্রেটারী)।

তাঁহার ঘোষণায় রাস্তাঘাট এবং পার্ক প্রভৃতিতে 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনির নিষেধাজ্ঞা প্রচারিত হয়।

৫ই নভেম্বর, ১৯শে কার্ত্তিক শ্যামপুকুরে রামধন মিত্রের গলির ময়দানে একটী বিরাট সভা হয়। সভাপতি হন বগুড়ার নবাব আবদুল শোভান চৌধুরী। ব্যারিষ্টার চিত্তরঞ্জন দাশ (পরে দেশবন্ধু) খুব ওজস্বিনীভাষায় বক্তৃতা করেন। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সভায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে বুঝাইয়া বলিয়া ঔদাসীন্যের জন্য সুরেন্দ্রনাথের প্রতি বক্রোক্তি করায়, শ্রোতৃবৃন্দ তাঁহাকে বসাইয়া দেন, কারণ তখনও সুরেন্দ্রনাথের প্রতি দেশবাসীর অগাধ শ্রদ্ধা অব্যাহত ছিল। ইহার পরে প্রায়ই গোলদিঘী বা পান্তীর মাঠে সভা হয়, আর প্রায়ই অগ্রগামীদলের দলগত বৈঠক (পার্টি মিটিং) হইতে থাকে কখনও কুমার কৃষ্ণ দত্ত মহাশয়ের বাড়ী, (রামতনু বসু লেনে) কখনও চিত্তরঞ্জন দাশের বাড়ী ১৪৮ রসারোড সাউথে (বর্ত্তমান চিত্তরঞ্জন সেবাসদন গৃহে)।

৮ই নভেম্বর ২২শে কার্ত্তিক কুমার বাবুর বাড়ীতে পার্টি-মিটিংএ শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলেন যে, "মিষ্টার সুবোধ মল্লিক আমাকে বলেছেন যে, ছেলেদের জাতীয় শিক্ষা দেওয়ার এই সময়। এই রকম কলেজ করলে তিনি একলক্ষ টাকাও দিতে পারেন।"

'বলেন কি' ? বলিয়া তখনই চিত্তরঞ্জন সভার কার্য্য ফেলিয়া শ্যামবাবুর হাতে ধরিয়া গাড়ীতে ক্রীক্ রোডে সুবোধ বাবুর বাড়ী আসেন এবং দুই ঘণ্টা বসিয়া পাকা কথা লইয়া যান।

পরদিন ৯ই নভেম্বর ২৩ কার্ত্তিক পান্তীর মাঠে এক বিরাট সভা হয়। ছাত্রেরা দলে দলে "বন্দেমাতরম্" ও—

মোরা চাইনা তব শিক্ষা
মোরা পেয়েছি নব দীক্ষা

গান গাহিতে গাহিতে মাঠে সমবেত হইল। বক্তৃতার বিষয় "জাতীয় শিক্ষা।" চিত্তরঞ্জন, হীরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি বক্তৃতা করেন। পরে সভায়

অধিনায়ক সুবোধ মল্লিক বক্তব্য শেষ করিয়া একলক্ষ টাকা দান করিবেন ঘোষণা করিলেন। সমস্বরে দশ সহস্র কণ্ঠে 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনিতে আকাশ মুখরিত হইল। মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা মহাশয় সেইখানেই সুবোধবাবুকে 'রাজা' উপাধিতে ভূষিত করেন। এই সভায় আরও ১৫।২০ হাজার টাকার প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায়, এবং হীরেন্দ্র নাথ দত্ত মহাশয় এই শিক্ষার জন্য যথাসাধ্য আত্মনিয়োগ করিতে প্রতিশ্রুত হন।

ইহাই জাতীয় শিক্ষা পরিষদের সূচনা। সভা ভঙ্গ হইলে ছাত্রগণ পান্তীর মাঠ হইতে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে রাজা সুবোধ মল্লিকের গাড়ী টানিয়া লইয়া পঁহুছাইয়া দেয়। সুবোধ চন্দ্রের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া অনেকেই সহায়তা করিতে উদ্যত হইলেন। পরে বহু টাকা পাওয়া গিয়াছিল। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীও অতঃপর পাঁচ লক্ষ টাকার প্রতিশ্রুতি দেন।

কিন্তু যে নবগঠিত "অগ্রগামী দল" রাজনীতি ক্ষেত্রে গঠিত হইল, চিত্তরঞ্জন বুদ্ধি পরামর্শ, উৎসাহ এবং অর্থ সাহায্য দিয়া তাহা পুষ্ট করিতে কোনরূপ ত্রুটি করিলেন না। কিন্তু চিত্তরঞ্জনের তখন মাথার উপর বহু দায়িত্বভার একেবারে ত্যাগ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হইল না। কিন্তু তাঁহার সহযোগিতা সম্বন্ধে এই নবগঠিত দলের প্রধান প্রচারক, রচনা-কুশল ও বাগ্মী বিপিন চন্দ্রের কথাগুলি খুবই প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখিয়াছেন—

"আমি যখন প্রথমবার বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া 'New India', সম্পাদনে নিযুক্ত হই, তখন হইতেই চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কর্ম্মজীবনেও একটা ঘনিষ্ট সম্বন্ধের সূত্রপাত হয়। 'New India' যে নূতন স্বাদেশিকতার বীজ বপন করে, 'বন্দে মাতরমে' তাহাই উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠে। গত স্বদেশী আন্দোলনের সময় চিত্তরঞ্জনের দেশচর্য্যায় দীক্ষা হয়। তখন চিত্তরঞ্জন নানা কারণে আত্মগোপন করিয়া চলিতেন, কিন্তু স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে

তিনি অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন, এবং আমাদের সাহচর্য্য আরও ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠে। আমি একরূপ অনন্যকর্ম্মা হইয়া আকাশ-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া ব্রাহ্ম সমাজের ও দেশের কাজ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতাম। চিত্তরঞ্জন ব্যারিষ্টারী করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতেন। দেশচর্য্যায় আমি তাঁহার ভার বহন করিতাম। সংসার-ধর্ম্ম প্রতিপালনে তিনি আমার ভার বহন করিতেন। এইরূপে প্রায় ১০।১৫ বৎসর কাল আমার সাংসারিক দায়-অদায় কেবল প্রসন্নচিত্তে নহে, পরন্তু অনাবিল শ্রদ্ধা সহকারে চিত্তরঞ্জন বহন করিয়াছিলেন।”

দেশচর্য্যা চিত্তরঞ্জনের নিকট সংসার-ধর্ম্ম-প্রতিপালনের মতই জীবনের একটী অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিল। তাই প্রথম হইতেই তিনি শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী সর্ব্বগুণান্বিত প্রচারক ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে আচার্য্যের ন্যায় শ্রদ্ধা করিতেন। আত্মগোপন করিয়া থাকিলেও চিত্তরঞ্জন বিপিনবাবুর সহায়তায় সমগ্র আন্দোলনেই প্রাণ সঞ্চার করিতেন।

কিন্তু খাঁটি ত্যাগের সন্ধান বাঙ্গালী তখন পায় শ্রীঅরবিন্দতে। ইনিই প্রথমে রাজনীতিতে সন্ন্যাস আনিলেন। ইনি বরোদা কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। এই সময়ে শুভক্ষণে তিনি কলিকাতায় ছিলেন। পাঁচ বৎসরের মধ্যে স্বল্পকালমাত্র (দুই বৎসরের কিঞ্চিদধিক সময়) বাঙ্গালার বাহিরে থাকিলেও অরবিন্দ ছিলেন তখন একটা শক্তির উৎস। ইনিই ন্যাসনাল কলেজের অধ্যক্ষ হইলেন, ইনিই ‘বন্দে মাতরম্’ দৈনিক ইংরাজী পত্রিকা সম্পাদনা করিয়াছিলেন, ‘কর্ম্মযোগিন’ ও ‘ধর্ম্মে’—ধর্ম্মের উপর রাজনীতি প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়া বঙ্কিম, বিবেকানন্দ ও নিবেদিতা নির্দ্দেশিত পথেই চলিতে লাগিলেন। ‘বন্দেমাতরম’ হিন্দুস্থানকে তোলপাড় করিয়া ফেলিল।

যুবসম্প্রদায় ও ছাত্রগণের উপর অরবিন্দের প্রভাব ছিল অসাধারণ।

“বন্দেমাতরমের” প্রকৃত মর্ম্ম তিনিই সম্যক্ বুঝিয়াছিলেন।

সুরাট কংগ্রেসের পরেই অমরাবতীতে মহামতি তিলক, খাপর্দ্দে, মুঞ্জে প্রভৃতির সম্মুখে 'বন্দেমাতরম' কথাটির ব্যাখ্যা করিয়া শ্রীঅরবিন্দ বলেন (২৯ জানুয়ারী ১৯০৮)

"The song is not only a National anthem as the European Nations look upon their own, but one replete with mightly power, being a sacred 'mantra' revealed to us by the author of the Anandamath who might be called an inspired Rishi. The mantra is not an invention but a revivication of the old mantra which became extinct so to speak by the treachery of one Nava Kissen. The meaning of the song was not understood then because there was no patriotism except such as consisted in making India the shadow of England and other countries. The so-called patriots of that time might have been well-wishers of India but not certainly ones who loved her as Mother.

বস্তুতঃ সেই সভায় শ্রীঅরবিন্দ 'বন্দেমাতরমের' গূঢ় অর্থ এমন প্রাঞ্জলভাবে ব্যাখ্যা করেন, যে শ্রোতৃবৃন্দ চিত্রার্পিতের ন্যায় শুনিয়া মুগ্ধ হয় (Like dumb creatures did not know where they were and listened to a prophet as it were the higher mysteries of life. [Speeches of Aurobinda Ghose p. 30.]

৯ই নভেম্বর গোলদীঘিতে কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়ের বাড়ীতে 'অ্যান্টি সার্কুলার সোসাইটি গঠিত হয়। তাহাদের উদ্দেশ্য কার্লাইল সার্কুলারের আদেশ মানিয়া তাহারা চলিবে না।

১০ই নভেম্বর পান্তীর মাঠে আবার সভা হয়। ভগিনী নিবেদিতা ছাত্রগণকে জাতীয় শিক্ষার মর্ম্ম বুঝাইয়া গভর্ণমেণ্টের বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দিতে নিষেধ করেন।

২৩ই নভেম্বর ৭ই কার্ত্তিক রঙ্গপুরে জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৪ নভেম্বর ২৮শে কার্ত্তিক রঙ্গপুরে নিম্নলিখিত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে স্পেশাল কনষ্টেবল করা হয় :

উমেশচন্দ্র গুহ উকীল, রাসবিহারী মুখার্জ্জী উকীল, প্রভাতকুমার

মুখোপাধ্যায় ব্যারিষ্টার (প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক), রঙ্গপুর বার্ত্তাবহের সম্পাদক জয়চন্দ্র সরকার এবং মহামহোপাধ্যায় যাদবেশ্বর তর্করত্ন প্রমুখ ১৩ ১৪ জন। ইহাতে সমগ্র বাঙ্গালাদেশে আরও বিক্ষোভ সঞ্চার হয়।* অবশ্য ইহারা কেহই কনেষ্টবল হইতে স্বীকৃত হন নাই।

এই সব ঘটনার পরে ১৭ই নভেম্বর ১লা অগ্রহায়ণ সুরেন্দ্রনাথ পান্তীর মাঠে আসিয়া জাতীয় বিদ্যালয় সমর্থন কল্পে সভাপতিরূপে যে বক্তৃতা দেন, তাহাতে জনমত তৃপ্ত হইতে পারে নাই। তিনি জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পক্ষেও বলেন, আবার ছাত্রদিগকে এখন বিদ্যালয় ত্যাগ না করিতেও বলেন। তাঁহার বক্তৃতার শেষাংশ এই—

"আজ আমি কি স্বার্থের জন্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে প্রতিবন্ধক হইতে পারি? আজ এই কর্ম্মক্লান্ত জীবনের সন্ধ্যায় লোকান্তরের আহ্বান আমার কর্ণে আসিয়া বাজিতেছে। আজও প্রতিরাত্রে উপাধানে মাথা রাখিবার সময় আমি ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, "হে ভগবান! দুর্ভাগ্য আমার দেশ, দুর্ব্বল আমার স্বদেশবাসিগণ; তাহাদের উপর অত্যাচার হইতেছে, তুমি তাহাদিগকে রক্ষা কর।" (কম্পিত কণ্ঠে শেষের এই কথা কয়টি বলিতে বলিতে তিনি ভাবাবেগে কাঁদিয়া ফেলেন)। রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে হাত ধরিয়া বসাইয়া দেন। ডাক্তার সুন্দরীমোহন দাস মহাশয় বলেন, "একজন প্রতিপক্ষীয় নেতা আমার কানে কানে বলেন, "বুঝলে কি না? প্রিয়

* স্পেশাল কনেষ্টবল হইতে স্বীকার না হওয়ায় Police Act এর (Act V of 1861) ১৯ ও ২৯ ধারা অনুসারে শাস্তি হয়। হাইকোর্টে জষ্টিস্ ষ্টিফেন খালাস দিবার পক্ষে ছিলেন কিন্তু জষ্টিস ব্রেট ছিলেন ভিন্নমত। পরে সওয়াল জবাবের সময়ে চীফজষ্টিস স্যার চার্লস ম্যাক্‌নিল যেরূপ মত পোষণ করেন, তাহাতে Advocate General মোকদ্দমাটি উঠাইয়া (Withdraw করিয়া) লন। তাঁহারা দণ্ডমুক্ত হন।

[গণ]গণ-কলেজের ভবিষ্য বিচ্ছেদ-সম্ভাবনার কল্পনায় শোক সম্বরণ করিতে পারেন নাই, তাই এত কান্না।" †

অতঃপরে সুরেন্দ্রনাথের প্রতি ছাত্রগণের শ্রদ্ধা ক্রমে শিথিল হইয়া পড়িল।

২৪শে নভেম্বর, ৮ই অগ্রহায়ণ পান্থীর মাঠে আর এক সভায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অপর এক প্রস্তাব গৃহীত হয়।

২৬শে নভেম্বর ১০ই অগ্রহায়ণ আর একটী সভায় বরিশালে গুর্খার অত্যাচারে ছাত্রদের মধ্যে বিশেষ বিক্ষোভ হয়। তাহারা স্থির করে যতদিন বরিশালে গুর্খা থাকিবে, ততদিন তাহারা কলেজে যাইবে না। সভাপতি হন রঙ্গপুরের জমিদার সুরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী মহাশয়।

২৭শে নভেম্বর সুরেন্দ্রনাথ জাতীয় কলেজ স্থাপনের পরামর্শ অনুমোদন না করায় ২৮শে রাজা সুবোধ মল্লিকের গৃহে এক পরামর্শ-সভা হয়। পুরাতন নেতাদের ঔদাসীন্য বা মন্থর গতিতে অগ্রগামী দল ক্রমেই জনমতের সমর্থন লাভ করিতে লাগিল।

৩০শে নভেম্বর ময়মনসিংহের ছাত্র শ্রীমান খগেন্দ্রজীবন রায়, শিক্ষক সুরেন্দ্রবাবু, মেঘনাদবাবু প্রভৃতি বিলাতী কাপড়ের দোকান পিকেটিং করিবার জন্য ডিসেম্বরে গ্রেপ্তার হন এবং ৫ই ডিসেম্বর সিরাজগঞ্জের ডাক্তার শশীধর নিয়োগী গুর্খা পুলিস কর্ত্তৃক প্রহৃত হন।

৩রা ডিসেম্বর পান্থীর মাঠে জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়ের (ব্যারিষ্টার জে, এন, যায়) সভাপতিত্বে যে সভা হয়, তাহাতে বিপিন পাল, শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ প্রভৃতির বক্তৃতা হয়। সভাপতি মহাশয় বলেন, অত্যাচারে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইতে চলিয়াছে।

৮ই ডিসেম্বর ছাত্র এবং যুবক-সমিতি গঠিত হয়।

---

† শ্রীযুক্ত ডাক্তার সুন্দরীমোহন দাস মহাশয়ের পূর্ব্বস্মৃতি। আনন্দবাজার পত্রিকা ২৫শে চৈত্র ১৩৫১, ৮ এপ্রিল ১৯৪৫, "স্বদেশী তরঙ্গ"।

১০ই ডিসেম্বর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সংগঠনের সম্বন্ধে নিয়ম কানুন তৈয়ার করিবার জন্য একটি সভা হয়।

ইতিমধ্যে ঢাকা, রংপুর এবং ময়মনসিংহ প্রভৃতি স্থানে জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল। ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের প্রধান শিক্ষকের বাড়াবাড়িতে এবং ময়মনসিংহের ম্যাজিষ্ট্রেট এল, ও, ক্লার্ক, পুলিস সাহেব মিঃ রডিস্ এবং ঢাকা বিভাগের স্কুল সমূহের পরিদর্শক মিঃ ষ্টেপলটন প্রভৃতির সঙ্কীর্ণ নীতির দরুণ এই দুইস্থানে জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

রংপুরের জাতীয় বিদ্যালয়ে অধ্যাপক নৃপেন্দ্র নাথ বন্দোপাধ্যায় ও অধ্যাপক ব্রজসুন্দর রায় গিয়া সহায়তা করেন। ময়মনসিংহে মাদারীপুরের কালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত মহাশয় হেডমাষ্টার হইয়া আসেন।

১৭ই হইতে ২৩শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত অনবরত পান্তীর মাঠে ও কুমার বাবুর বাড়ী আলোচনার পরে ২৪শে ডিসেম্বর তারিখে চিত্ত-রঞ্জন দাশের গৃহে "স্বদেশী মণ্ডলীর" নিয়মাবলী গঠিত হইল। মণ্ডলীর উদ্দেশ্য স্বদেশী আন্দোলন যেন আত্ম-নির্ভরতার পথে অগ্রসর হয়, কেননা ভিক্ষানীতিতে তাহা সুসম্পন্ন হওয়ার কোন আশা নাই। গ্রামে ও সহরে পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠাও মণ্ডলীর অন্যতম উদ্দেশ্য নির্দ্ধারিত হয়।

ইহার পরেই কংগ্রেসের একবিংশতি অধিবেশন বারাণসী ধামে হয়, তাহাতে সভাপতি হন গোপালকৃষ্ণ গোখলে। এই অধিবেশন অগ্রগামীদলের আশা বা আকাঙ্ক্ষা কোনরূপে চরিতার্থ করিতে পারে নাই। তাই দুই দলের নীতি ক্রমেই স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হইতে লাগিল। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ (protest) করিলেও এবং বিদেশী দ্রব্যের বর্জ্জন সম্বন্ধে সামান্য সমর্থন থাকিলেও, তিলক এবং লাজপতরায়ের যথাসাধ্য চেষ্টাসত্ত্বেও তাঁহারা কংগ্রেসকে দিয়া বাঙ্গালার রাজনৈতিক কর্ম্মপন্থা বিদেশী বর্জ্জন Boycott গ্রহণ করাইতে সফল হন নাই। সভাপতিও বয়কট সমর্থন

করিয়া 'স্বদেশী'র প্রশংসা করিলেন মাত্র। এই সময়ে যুবরাজ ভারতে সমাগত হইয়াছেন—বাঙ্গলার কয়েকজন প্রতিনিধি বলিলেন, যদি 'বয়কট' ন্যায়সঙ্গত রাজনৈতিক আন্দোলন বলিয়া স্বীকৃত না হয়, তবে তাঁহারা সমাগত যুবরাজের (প্রিন্স অব্ ওয়েলস্ পরে সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ) অভিনন্দন সম্বন্ধে প্রস্তাবের বিরুদ্ধতা করিবেন। পরিশেষে একটা রফা হয়, প্রস্তাবে বলা হয়, বয়কট বোধ হয় "বাঙ্গালীর শেষ ও ন্যায়ানুমোদিত অস্ত্র।"

যাহা হউক, অগ্রগামী নূতন একটী দল প্রকট হইল বটে, কিন্তু মুসলমানদের দিক্ হইতে বাঙ্গলার আকাশে মেঘ সঞ্চারিত হইল। লর্ড কর্জ্জনের প্রিয় শিষ্যরূপে লাট ফুলার দিনাজপুরের অভিনন্দনের উত্তরে ২৭শে নভেম্বর মুসলমানদিগকে আখ্যা দিলেন "সুয়োরাণী"।* নানাস্থানে গিয়া তাহারা এত অবহেলিত কেন, চাকুরী কম পায় কেন, হিন্দুদের দ্বারা লাঞ্ছিত হইতেছে—এই সব কথায় উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। সাবডিভিসনের সাহেব ম্যাজিষ্ট্রেটরা চাষী মুসলমানকেও চেয়ার প্রভৃতি দিয়া সম্মানিত করিতে ব্যস্ত হয়, বর্জ্জন নীতি যাহাতে না চলিতে পারে সেজন্য স্থানে স্থানে নূতন নূতন হাট খুলিতে ব্যস্ত হয়। ফলে সহরে কতিপয় মুসলমান স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান করিলেও সাধারণ মুসলমানের মধ্যে হিন্দু-বিদ্বেষের বীজ ক্রমে ক্রমে প্রোথিত হইতে লাগিল। মুদ্রিত কাগজে বাহির হইতে লাগিল—"হিন্দুর দোকান লুঠ কর, হিন্দুকে মার, হিন্দুর বিধবাকে ধরিয়া সাদী কর"। অবশ্য অনেক মুসলমান এইরূপ অন্যায়ের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হইলেন। ঢাকার সমদর্শী ম্যাজিষ্ট্রেট ক্লুপ, ময়মনসিংহের জনপ্রিয় টমসন্, বরিশালের ষ্ট্রীটফিল্ড প্রভৃতিকে অপসারিত করিয়া আসাম হইতে ফুলার সাহেবের মনোমত ম্যাজিষ্ট্রেট জ্যাক্, এমারসন, ক্লার্ক

* "It is not true that he did not love the Bengalees but if the Hindu wife ill-treated him, he must turn his affections to the Muslim wife."

প্রভৃতিকে আমদানী করা হইল। যাহা হউক লাট সাহেব চাকুরীর আশা দিলেও, অনেকেই ব্যর্থ-মনোরথ হইল। তাহাদের আশাভঙ্গ ও অবসাদ ময়মনসিংহের একজন সুরসিক মুসলমান লেখকের গানে আত্মপ্রকাশ করিল—

"কিবা হইল ওগো নানি !
বড় আশা দিছিল লাট বাহাদুর কৈরা মেহেরবাণী

দারগগীরি চাকরি দিবে, সাথে বৈসা খানা খাইবে
ওরে বিলাতী মেম সাদি দিবে মুই দেখামু কেরদানী
হুজুরেতে আর্জ্জি দিলাম, দারগগীরি না পাইলাম,
এত আশা কৈরা শেষে নছিবে হৈল
সান্‌কী ধোয়া পানি।
কিবা কইমু নানি গো !

কংগ্রেস অধিবেশনের সভাপতি শ্রীযুক্ত গোপালকৃষ্ণ গোখ্‌লে ইউনিভার্সিটি আইন, অফিসিয়াল সিক্রেট আইন এবং লর্ড কর্জ্জেনের বঙ্গভঙ্গ প্রভৃতি কার্য্যের প্রতিবাদ করিয়া বঙ্গবাসীগণ জাতীয় মহাকার্য্যে সহায়তা করতঃ কংগ্রেসকে যে পুষ্ট করিতে সমর্থ হইয়াছে, প্রভৃতি উল্লেখ করিয়া গদ্‌গদভাবে বলেন—

"Bengal's heroic stand against the oppresive, harsh and uncontrolled bureaucracy has astonished and gratified all India and her sufferings have not been endured in vain, when they have helped to draw closer all parts of the country in sympathy and in aspiration."

"...The most astounding fact of the situation is that the public life of this country has received an accession of strength of great importance and for this All India owes a deep debt of gratitude to Bengal."

'বঙ্গভঙ্গ' সম্বন্ধে প্রস্তাব আনেন সুরেন্দ্রনাথ। অবিরত বন্দেমাতরম্ ধ্বনিতে সমস্ত কাশীধাম যেন মুখরিত হইয়া উঠে। বাঙ্গলার পীড়ন নীতি সম্বন্ধে পণ্ডিত মদন মোহন মালব্য নিম্নলিখিত প্রস্তাব আনেন—

XIII Resolved that this Congress records its earnest and emphatic protest [against the repressive measures which have been adopted by the authorities after the people there had been compelled to resort to the boycott of foreign goods as a last protest and perhaps, the only constitutional and effective means left to them of drawing the attention of the British public to the action of the Government of India in persisting in their determination to partition Bengal in utter disregard of the universal prayers and protests of Bengal.]

এই অধিবেশনে অন্যান্য প্রস্তাব প্রায়ই মামুলি, আর তাহাতে প্রতিবাদ (protest) ব্যতীত অন্য বিশেষ কিছু থাকে না। তবে XII দ্বাদশ প্রস্তাব "বঙ্গভঙ্গ" ও ত্রয়োদশ প্রস্তাব বয়কট (XIII) সম্বন্ধে কিছু বলিতে হয়। সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার জলদগম্ভীর কণ্ঠে বাগ্মিতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া বাঙ্গলার মর্ম্মবেদনা জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন—"যে পর্য্যন্ত বঙ্গভঙ্গ রদ না হয়, আমরা আন্দোলনে কখনও নিবৃত্ত হইব না।" বঙ্গভঙ্গের দিনে দোকানপাট বন্ধ ছিল, কোন গৃহে চুল্লী জ্বলে নাই, রন্ধন হয় নাই, সভাবন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে, সর্ব্বত্র সঙ্কীর্ত্তণ হইয়াছে, কত ছেলে বন্দেমাতরম শব্দ করিয়া নিপীড়িত হইয়াছে, কত ছাত্র রাজদ্বারে অভিযুক্ত হইয়াছে, জেলে প্রেরিত হইয়াছে—তিনি প্রাণস্পর্শি ভাষায় সকলের নিকট বাঙ্গলার অবস্থা বিবৃত করেন। তাঁহার ভবিষ্যৎবাণীও সফল হইয়াছে। তারপরেই আশুতোষ চৌধুরী, বৈকুণ্ঠনাথ সেন, সচ্চিদানন্দ সিংহ, রায়বাহাদুর আর, এন মুধালকার, হেদয়েত বক্সী, আবুল কাসেম নসরুদ্দিন প্রভৃতি পরপর এমনভাবে বিক্ষোভ প্রকাশ করিতে লাগিলেন যে জাতীয় মহানগরীর ইতিহাসে এরূপ দৃশ্য বিরল মনে হয় (Not often

has the National Congress witnessed such a scene excitemant).

এয়োদশ প্রস্তাবটি পণ্ডিত মালবীয়জী একটু নরম সুরে করেন। কিন্তু সমর্থন করিতে উঠিয়া লালা লাজপত রায় বাঙ্গালীর খুবই প্রশংসা করেন এবং আশা করেন যে অন্যান্য প্রদেশও বাঙ্গলার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া ঈপ্সিত ফলভোগ করিবে।

If other Provivces followed the example of Bengal, the day was not far distant when they would win. They must show they were no longer beggars."

বালগঙ্গাধর তিলক মহাশয় যখন দারিদ্র্য দূরীকরণ মূলক একটী প্রস্তাব উপস্থিত করেন, চতুর্দ্দিকে হইতে প্রতিনিধিগণ ও দর্শকবৃন্দ এত উল্লসিত হইয়া উঠে যে নরম ও গরমদল উভয়ের মধ্যেই যথেষ্ট আলোড়ন হয়। তাঁহার প্রতি প্রতিনিধিগণের অবিচলিত শ্রদ্ধা দেখিয়া নেতৃবৃন্দের বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না।

ইতিপূর্ব্বে আত্মনির্ভরতায় বিশ্বাস রাজনীতিক দলের সূচনার কথা বলিয়াছি, মহারাষ্ট্র কুলতিলক এই মহামতি তিলকের উপরেই সেই দলের নেতৃত্ব স্বতঃই আসিয়া পড়িল। অতঃপরে বহুদিন পর্য্যন্ত বাঙ্গলা ও মহারাষ্ট্রের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ বিরাজ করিত।

তৃতীয় অধ্যায়

(১৯০৬)

এই বৎসরের প্রধান ঘটনা বরিশাল প্রাদেশিক সম্মেলন। তিলকের শুভাগমন ও কলিকাতায় কংগ্রেস অধিবেশন।

১৯০৬ খৃষ্টাব্দের ১৪ই এপ্রিল তারিখে বরিশালে প্রাদেশিক সম্মিলনীর অধিবেশন এবং উহা কিরূপে যজ্ঞভঙ্গে পরিণত হয়, এবার তাহার আলোচনা করিব।

নরম দল এবং অগ্রগামী দল—যাহাদের নাম হয় মডারেট ও এক্সট্রিমিষ্ট—উভয় মতাবলম্বী প্রতিনিধি বরিশালে বিশেষ উৎসাহের সহিত সম্মিলিত হয়েন। তাঁহারা দুইটি ষ্টীমারে রওনা হন, কেহ কেহ যান খুলনা হইতে, কেহ কেহ যান ঢাকা হইতে। সুরেন্দ্রনাথ, ভূপেন্দ্রনাথ, অম্বিকাচরণ, আনন্দচন্দ্র রায়, অনাথবন্ধু গুহ, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, বিপিন পাল, চিত্তরঞ্জন দাশ প্রভৃতি যান ঢাকা হইতে। অন্যান্য প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের মধ্যেও মতিলাল ঘোষ, অরবিন্দ ঘোষ, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশ সমাজপতি, সুবোধ মল্লিক, রজত রায়, বিজয় চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। সভাপতি মনোনীত হন মিঃ আবদুল রসুল বার-এট-ল। উভয় দলই নিজ নিজ নীতি যাহাতে সমর্থিত হয়, তৎপক্ষে বিশেষ উদ্যোগী হন। কিন্তু জাহাজ দুইখানি যখন ভোরে আসিয়া বরিশাল ষ্টেশন ঘাটে ভিড়িবার উপক্রম হইল, ষ্টিমার হইতে 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি উত্থিত হইল বটে, কিন্তু তীর হইতে কোন প্রতিধ্বনির সাড়া পাওয়া গেল না। সরকারের আদেশে 'বন্দেমাতরম'

ধ্বনি সম্বন্ধে জনমণ্ডলী নিস্তব্ধ রহিল। তীরে নামিয়া সকলেই ক্ষুণ্ণ মনে স্ব স্ব স্থানে চলিয়া গেলেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে লইয়া রাজাবাহাদুর হাবেলী হইতে মিছিল করিয়া সম্মিলনী মণ্ডপে লইয়া যাওয়া হইবে এবং তখন বন্দেমাতরম ধ্বনি হইবে বলিয়া সুরেন্দ্রনাথ, অশ্বিনী বাবু প্রমুখ নেতৃবৃন্দ স্থির করেন। বরিশালে তখন অসংখ্য গুর্খা সৈন্য রহিয়াছে বন্দুক সহ তাহারা এবং রেগুলেশন লাঠি লইয়া পুলিশ হুকুম তামিল করিবার জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত রহিয়াছে। পুলিশের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টও প্রস্তুত রহিয়াছেন, ধ্বনি হইলেই বল প্রয়োগ করিতে আদেশ করিবেন। কিন্তু ইহার পূর্ব্বে কয়েকজন দেশীয় পুলিশ অফিসার আসিয়া নেতৃবৃন্দকে বলেন—

"আপনারা 'বন্দেমাতরম' চীৎকার করিয়া যাইবেন না, তাহা হইলে একটা প্রলয় কাণ্ড ঘটিবে। কারণ একটু বাধা পাইলেই পুলিশ ভয়ানক মারপিট করিবে।"

নেতৃবৃন্দ—আমরা "বন্দেমাতরম" চীৎকার করিয়া যাইব, এবং পুলিশ ধরিতে আসিলে বিনা আপত্তিতে ধরা দিব।"

উক্ত দেশীয় পুলিশ অফিসারগণ বোধ হয় সদিচ্ছাপ্রযুক্ত হইয়াই আসিয়াছিলেন; অন্যতম অগ্রগামী দল-নায়ক মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা তাঁহার পুত্র চিত্তরঞ্জনকে "বন্দেমাতরম" করিতে করিতে সকলের অগ্রগামী হইতে উৎসাহিত করেন। এন্টিসার্কুলার সোসাইটির সভ্যগণ এবং সুগায়ক ব্রজেন্দ্র গাঙ্গুলী প্রভৃতি স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দ তাহার অগ্রবর্ত্তী হয়েন। সেই অবস্থায় পুলিশ আসিয়া তাহাদিগকে ভীষণভাবে প্রহার করিতে থাকে। লাঠি খাইতে খাইতে চিত্তরঞ্জন পুকুরে পড়িয়া যায়, সেখানেও অনবরতঃ লাঠি চলিতে থাকে কিন্তু 'বন্দেমাতরম্' চীৎকার করিতে সে কিছুতেই নিবৃত্ত হয় না। সে কেবল গাহিতে থাকে—

"মাগো, যায় যাবে জীবন চলে বন্দেমাতরম্ বলে"—

পরে তাহাকে অজ্ঞান অবস্থায় জল হইতে উঠাইয়া কিছুক্ষণ বাদে সভামণ্ডপে ষ্ট্রেচারে করিয়া লইয়া যাওয়া হয়।

ঐদিকে মিছিলের সকলের পূর্ব্বে চলিতেছিলেন একখানা গাড়ীতে সস্ত্রীক সভাপতি আবহুল রসুল, তাহারই পশ্চাতে চলিয়াছেন—প্রথম সারিতে সুরেন্দ্রনাথ, ভূপেন্দ্রনাথ ও মতিলাল ঘোষ। তিনজন তিনজন করিয়া সারি বাঁধিয়া খুব শৃঙ্খলার সহিত তাঁহাদিগের অনুসরণ করিতেছিলেন। এদিকে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কেম্প আসিয়া সুরেন্দ্রনাথকে বলিলেন—

"আপনাকে গ্রেপ্তার করিবার আদেশ আছে, গ্রেপ্তার করিলাম"।

মতিবাবু বলিলেন, "আমাকেও ধরুন, (Arrest me also") ভূপেন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র প্রভৃতি অনেকেই এরূপ অগ্রসর হইলেন। কিন্তু মিঃ কেম্প বলিলেন—

"আপনাদিগকে ধরিবার আদেশ নাই।" অচিরে সুরেন্দ্রনাথকে ম্যাজিষ্ট্রেট ইমারসনের কাছে লইয়া যাওয়া হয়। সঙ্গেসঙ্গেই বিচার। ২০০ টাকা জরিমানা হয় পুলিসের হুকুম অমান্য করিবার জন্য (দণ্ডবিধি ১৮৮), আর আর ২০০৲ হয় টাকা আদালত অপমান করার জন্য (Contempt of Court).

প্রথম ধারার বিচার শেষ হইলে ম্যাজিষ্ট্রেট বলেন "লজ্জার কথা This is disgraceful".

সুরেন্দ্রনাথ—আপনার মন্তব্যের আমি প্রতিবাদ করি। বিচারাসনে বসিয়া কাহারও এরূপ উক্তি করা উচিত নয়—I protest against such a remark ; a remark of this kind ought not to come from a court of justice.

এমারসন—Keep quiet. I draw up contempt proceedings against you চুপ করুন, আপনার বিরুদ্ধে আদালত অবজ্ঞা করার অভিযোগ আনিতেছি।

সুরেন্দ্রনাথ—যাহা ইচ্ছা করুন। আমি তো কোন অন্যায় কার্য্য নাই, Do what you please. I have done nothing wrong.

অতঃপরে ম্যাজিষ্ট্রেট বলেন, "I give you an opportunity to apologise. আমি আপনাকে ক্ষমা চাইতে সময় দিলাম।

সুরেন্দ্রনাথ—I respectfully decline to apologise. আমি ক্ষমা চাইব না।

অবশ্য হাইকোর্ট এই আদেশ বাতিল করিয়া বলেন, there was no justification for contempt proceedings.

"অদৃষ্টের এমনি পরিহাস, সুরেন্দ্রনাথ বাঙ্গলার শাসন মন্ত্রী (minister) হইলে, এই এমার্সনকেই তাঁহার সেক্রেটারীর কাজ করিতে হয়।

এদিকে সকলে যখন সভামণ্ডপে উপস্থিত হইলেন, চিত্তরঞ্জন গুহ প্রভৃতির প্রতি পুলিসের ভীষণ ভাবে প্রহারের কথা পঁহুছিল। অতঃপর রক্তাক্ত কলেবরে আনীত মুমূর্ষু পুত্রকে যখন মনোরঞ্জনবাবু দেখিলেন তাঁহার কণ্ঠ হইতে অলক্ষ্যে বাহির হইল—

'যে শয্যায় আজি তুমি শুয়েছ হে কুমার
প্রিয়তম, বীরকুল সাধ এ সমরে সদা'—

আর ভূপেন্দ্রনাথ বলিয়া উঠিলেন—"আজ হইতে ব্রিটিশ রাজত্বের অবসান সুরু হইল।"

"This is the beginning of the end of the British rule in India."

বক্তৃতাদির পরে প্রতিনিধিবর্গ আবার 'বন্দেমাতরম্' করিতে করিতে স্ব-স্ব আবাসস্থানে গেলেন, কিন্তু এবার তাঁহাদিগকে কেহ বাধা দিল না। পরদিন আবার যখন সম্মিলনী বসিল, পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কেম্প সাহেব আসিয়া সম্মেলনের সভাপতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"রাস্তায় 'বন্দেমাতরম্' চীৎকার হইবে না, এরূপ প্রতিশ্রুতি কি আপনি দিতে পারেন?"

তিনি প্রতিশ্রুতি দিতে অস্বীকার করায়, কেম্প সাহেব সম্মিলনী ভাঙ্গিয়া দেন।
এইভাবে বরিশালে ১৯০৬ সালের প্রাদেশিক সম্মিলনীর অধিবেশন ছত্রভঙ্গে পরিণত হইল।

সেই সঙ্কট সময়ে সুরেন্দ্রনাথ নেতার উপযোগী প্রকৃত সাহস এবং তেজস্বিতা দেখাইয়াছিলেন। কিন্তু 'বন্দেমাতরম্'ই জয়যুক্ত হওয়ায় অগ্রগামী দলের শক্তিই ক্রমে বাড়িতে লাগিল। ইহার মধ্যেই মতিলাল ঘোষ মহাশয় প্রস্তাব করিলেন—

"গভর্ণমেণ্টের সহিত সহযোগিতার এই শেষ। আমাদের চেষ্টায় যাহা করিতে পারি, তদনুরূপ সব প্রস্তাবই হইবে।"

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় মহাশয় মতিবাবুর প্রস্তাব সমর্থন করেন।

এখানেই অসহযোগের (Non-co-operation) প্রথম সূত্রপাত।

এই বিষয়ে সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার "Nation in Making"এ লিখিয়াছেন—

"ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের বাড়ী হইতে আমি কনফারেন্স পাণ্ডেলে ফিরিয়া আসিলাম। এবং বন্ধুগণসহ কনফারেন্সে প্রবেশ করিয়া এক অপূর্ব্ব ও অতুলনীয় দৃশ্য দেখিলাম। সমগ্র জনমণ্ডলী যেন এক ব্যক্তির ন্যায় দাঁড়াইয়া উঠিয়া তাঁহাদের সর্ব্বোচ্চকণ্ঠে "বন্দেমাতরম্" ধ্বনি করিতে লাগিলেন। চিত্তরঞ্জনের কপালে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা ছিল। চিত্তরঞ্জনকে পুলিস যে রেগুলেসন লাঠির দ্বারা ক্ষতবিক্ষত করিয়াছিল তাহার বিবরণ মনোরঞ্জন বাবু তাঁহার অননুকরণীয় প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণনা করিয়া শ্রোতৃবৃন্দকে বিস্মিত ও নিস্পন্দ করিয়া রাখিয়াছিলেন।"

বস্তুতঃ ফুলার সাহেব সায়েস্তাখাঁর মত এমনি ভাবে শাসন পরিচালনা করিতে প্রয়াস পান যে কেবল কংগ্রেসই যে কেবল ঘোর আপত্তি বিজ্ঞপ্তি করিয়াছিল তাহা নয়, বিলাতের গভর্ণমেণ্টও বিচলিত হইয়া পড়েন। ইতিপূর্ব্বে (১৯০৫ নভেম্বর) কনসারভেটিভ দল

নির্ব্বাচনে পর্য্যুদস্ত হওয়ায় লিবারেল দল আবার প্রাধান্য লাভ করিতে সমর্থ হয়। প্রধান মন্ত্রী হন স্যার হেনরী কাম্পেল বেনারম্যান (Sir Henry Campbell Bannermann) আর তিনিই লর্ড মিণ্টোকে ভারতের শাসনকর্ত্তা করিয়া এদেশে পাঠান। মিঃ জন মর্লি হন ভারত সচিব। ইনিই বিখ্যাত বাগ্মী এডমাণ্ড বার্কের জীবনচরিত লিখিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। ভারতীয় নেতৃবৃন্দ মর্লির নিকট হইতে অনেকটা আশা করিয়াছিলেন; কিন্তু সেদিকে বড় সুবিধা হয় না, মর্লি বঙ্গভঙ্গ আর পুনরুত্থাপনের যোগ্য নয় বলিয়াই মনে করিলেন (Settled Fact).

তবে একটী বিষয়ে মর্লি এবং মিণ্টো খুব সুবিবেচনার কার্য করিয়াছিলেন। লাট ফুলার পূর্ব্ববঙ্গে এমন বিচারশূন্য এবং পক্ষপাত দুষ্ট শাসন পরিচালনা করিতেছিলেন যে তাহারাও ইহার অনুমোদন করিতে পারেন নাই। ফলে ফুলার কর্ম্মপরিত্যাগ করিয়া স্বদেশ প্রত্যাবৃত্ত হইতে বাধ্য হন। লাট ফুলার সিরাজগঞ্জের কয়েকটি ছেলেকে একেবারে শিক্ষাদ্বার হইতে বাহির করিয়া দিতে (Rusticate) বিশ্ববিদ্যালয়কে অনুরোধ করিয়া লেখেন। ঐরূপ কার্য্যে অনুমোদন না করিয়া, লর্ড মিণ্টো লাট ফুলারকে উক্ত চিঠিখানি প্রত্যাহার করিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু ফুলার বলেন ঐরূপ চিঠি যদি বিবেচিত না হয়, তবে তিনি পদত্যাগ করিবেন। চিঠি বিবেচিত হইল না, সুতরাং তিনিও কাজ ছাড়িয়া দেন আর ভারত সচিব মর্লি সাহেবও অবিলম্বে পদত্যাগ পত্র মঞ্জুর করিয়া লয়েন। এই সম্বন্ধে লর্ড মর্লির নিজের কথায়ই ব্যাপারটি উল্লেখ করিতেছি—

"The boys of certain schools at Serajganj had been guilty of violently unruly conduct in the town, and the Lieutenant Governor had officially applied to the Syndicate of Calcutta University to withdraw recognition from the schools. The Government of India pointed out to him that if he insisted on University taking action, result would be acrimonious

public discussion in which the Partition and the administration of the New Province would be bitterly attacked, and they thought it most desirable to avoid such a contingency, and would prefer to rely upon new Universisy regulations to deal with political movement in schools. For these reasons they suggested withdrawl of his request to University. The Lieutenant Governor asked that either these orders should be reconsidered or else that his resignation should be accepted. Lord Minto was quite alive to the objection against changing a Lieutenant Governor in face of agitation, but it became everyday more evident the administration of the new province was unreliable and might lead to further difficulties. If we persuaded him to remain we should run the risk of having to support him against ill criticism. So resignation was accepted. I telegraphed concurrence without delay".

আন্দোলন (Agitation) এই সময়ের রাজনীতির প্রধান আয়ুধ, সুতরাং এই পদত্যাগে আন্দোলনকারীগণ খুবই খুসী হইলেন। তবে একথাও সত্য যে পূর্ব্ববঙ্গবাসীগণের হাড় জুড়াইল।

যাহা হউক বরিশালের সংবাদ সমগ্র বাঙ্গলায় প্রচারিত হইলে আত্মশক্তির প্রতি লোকের আরও আস্থা বাড়িল। ১৮ এপ্রিল, ২০শে, ও ২৮শে প্রভৃতি তারিখে কলিকাতার গোলদিঘী, মিলনমন্দিরে, বাগবাজারে প্রকাশ্যে এবং অগ্রগামীদলের মধ্যে ঘরাওভাবে প্রায় প্রতিদিনই সভা, প্রতিবাদ ও কর্ম্মপন্থা-নির্দ্ধারণ হইতে লাগিল।

এই সময়ে কালীপ্রসন্ন কাব্য বিশারদের নিম্ন সঙ্গীতটি লোকে বেশ গাহিত—

"আজ বরিশাল পুণ্যে বিশাল হলো লাঠির ঘায়
ঐ, যে মায়ের জয় গেয়ে যায় (বলে বন্দেমাতরম)
রক্ত বইছে শতধার
নাইকো শক্তি চলিবার
এরা, মার খেয়ে কেউ মা ভোলে না সহে অত্যাচার।
এত পড়ছে লাঠি ঝরছে রুধির
তবু হাত তোলেনা কারো গায়।"

ইহার পরের ঘটনাই বাঙ্গালায় শিবাজী-উৎসব। বাঙ্গলা যঁ অত্যাচারে উত্যক্ত ও উদ্বেলিত, মহামতি তিলকের শুভাগমনে দেশবাসী যেন নূতন আলোকরশ্মি দেখিতে পাইল। অগ্রগামীদলের সহিত তিলকের সম্মিলন মণিকাঞ্চনের যোগ হইল। তাহারা কর্ণধার খুঁজিয়া পাইল। পান্তীর মাঠে উৎসব ও প্রদর্শনীয় ব্যবস্থা হয়। আয়োজন করেন নবদলের পূর্ব্বোক্ত নবগঠিত "স্বদেশমণ্ডলী"।

১৯০৬ ৪ঠা জুন খাপর্দ্দে ও মুঞ্জে সমভিব্যাহারে লোকমান্য তিলক কলিকাতা পৌঁছেন এবং ৬ই জুন তিলক যে প্রাণস্পর্শী বক্তৃতা করেন তাহাতে অগ্রগামীদলের জয়যাত্রা আরও সহজ ও সুগম হয়।

তিলকের বক্তৃতায় সর্ব্বত্র পরিস্ফুট হয়—"বাঙ্গলায় একজন সর্ব্বত্যাগী স্বদেশপ্রেমিক নেতার অভাব কবে পূর্ণ হইবে?"

তদানীন্তন রচিত গিরিশচন্দ্রের 'মিরকাসিম' নাটকেও এইরূপ ভবিষ্য নেতার সমস্ত গুণ ও কর্ত্তব্য পরিস্ফুট হয়। ৯ই জুন তারিখে তিলক প্রভৃতি মহারাষ্ট্র নেতৃবৃন্দ মিনার্ভা থিয়েটারে "সিরাজউদ্দৌলা" নাটকের অভিনয় দেখিতে অনুরুদ্ধ হন। বাঙ্গলা থিয়েটার যে জাতীয়তা ও দেশপ্রীতি বৃদ্ধি করিতেছে, তাহা দেখিয়া তাঁহারা বিস্মিত হন। নাট্যকার গিরিশ ঘোষ করিমচাচা বেশে নতজানু হইয়া ইংরাজীতে তিলক প্রভৃতিকে সম্বর্দ্ধনা করেন। তাঁহার মূল্যবান বাক্যগুলিতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ হইল—

"আপনার দেশবাসী বর্গীদের অত্যাচারে বাঙ্গলা সমধিক প্রপীড়িত হয় বলিয়াই ইংরাজের শক্তি বৃদ্ধি পাইয়াছিল, আজ তাই মনে হয় প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ আপনি যেন দেবদূতের মত বাঙ্গলার হিতসাধনে প্রবৃত্ত হইয়া বাঙ্গলার এই বিপদ-সমুদ্রে কাণ্ডারী হইয়াছেন।"

মহামান্য তিলক ইঙ্গিত বুঝিলেন—অতঃপরে বাঙ্গালীদের সেই দুঃসময়ে একেবারে প্রাণের নেতা হইয়া পড়িলেন। বাঙ্গালীরাও তিলকের নেতৃত্ব অবনত মস্তকে গ্রহণ করিল। তিলক নবশক্তির উন্মেষ দেখিলেন, আবার সুরেন্দ্র বাবুদের একটি সভায় (৮ই জুন)

প্রাণহীনতা দেখিয়া ক্ষুণ্ণও হইলেন। ১০ই জুন অগ্রগামীদল যখন তিলক প্রভৃতিকে পুরোভাগে লইয়া শোভাযাত্রা করিয়া গঙ্গাস্নানে যান, সে দৃশ্য দেখিয়া নরম দল অত্যন্ত বিচলিত হইলেন, তাহারাও মিঃ হিউম ও লর্ড কর্জ্জনের মতই মনে করিলেন, "If it is real, what does it mean ?—"

১১ই জুন রাজা সুবোধ মল্লিক মহাশয় তিলক প্রভৃতি এবং নূতন দলের লোকদিগকে একটী প্রীতিভোজে আপ্যায়িত করেন। স্বেচ্ছাসেবকগণকে উৎসাহিত করিয়া মহারাষ্ট্র নেতৃবৃন্দ ১২ই জুন তারিখে পুনরায় স্বস্থানে প্রত্যাগমন করেন।

মহামতি তিলক স্বদেশী মেলায়, রাজনৈতিক সভায় ও অভিনয়ক্ষেত্রে বাঙ্গালীর সঙ্গে এত একাত্মতা অনুভব করিলেন যে অতঃপরে অগ্রগামীদল ১৯০৬ সনের কংগ্রেসে দ্বাবিংশ অধিবেশনে তাঁহাকেই সভাপতি করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

২৯শে জুন কলিকাতার প্রধান প্রধান ব্যক্তি জাহাজে চড়িয়া 'বন্দেমাতরমের' ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মভূমিতে গমন করিয়া নূতন উদ্দীপনা লইয়া আসেন।

ইতিপূর্ব্বে তিলক ঘোষণা করিয়াছেন "স্বরাজ ভারতবাসীর জন্মগত অধিকার Swaraj is the birth right of India" তাঁহাকে সভাপতি করিতে নরম দল প্রমাদ গণিলেন।* স্থানীয় কংগ্রেসের কলকাঠি স্যর সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ পুরাতন বা নরম দলের হাতে। তাঁহারা বিলাত হইতে টেলিগ্রাফ করিয়া দাদাভাই নৌরজীকে সভাপতি করিবেন স্থির করিলেন। সেইবারের মত চাঞ্চল্য দূর হইল। সেই পক্ককেশ বৃদ্ধ পিতামহও সেই সময়ে সকলেরই মন ও মান রক্ষা করিলেন। তাঁহার অভিভাষণের যুক্তিতে এবং কার্য্য-দক্ষতায় অগ্রগামী দলও

* ১৮৯৭ সালে তিলকের ১৮ মাস জেল হইয়াছিল, ইহাতে আপত্তি হয়। মূল আপত্তি ছিল নীতি-মূলক পার্থক্যে।

সন্তুষ্টই হইয়াছিলেন। তিনি প্রায় তিলকের সঙ্গে সমানে সমানে জোরগলায় বলেন—

"Swaraj is the goal of the Congress. It is Self Government as in the Colonies or in the United Kingdom. কংগ্রেসের উদ্দেশ্য স্বরাজ, অন্যান্য উপনিবেশ বা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে যেমন স্বায়ত্তশাসন রহিয়াছে, ইহাও ঠিক সেইরূপ হইবে।

ইহাতে কোন দলেরই আপত্তির কোন কারণ হইল না। এই সম্বন্ধে কংগ্রেসের নিম্ন প্রস্তাবটিও* হয় বেশ স্পষ্ট—

(১) ইংলণ্ড ও ভারতে চাকুরীর জন্য দুই স্থানেই সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষা গৃহীত হইবে, Simultaneous Examinations.

(২) ভারত সচিব ও ভাইসরয়ের এবং মান্দ্রাজ ও বোম্বাই

---

* Resolued that the Congress is of opinion that the system of Government obtaining in the self-governing British Colonies should be extended to India and that as steps leading to it, urges that the following reforms should be immediately carried out :

(a) All examinations held in England only shuold be simultaneously held in India and that all higher appointments which are made in India should be by competitive examination only,

(b) The Adequate representation of Indians in the Council of the Secretary of state and the Executive councils of the Secretary of State and the Executive Councils of the Viceroy and of the Governors of Madras and Bombay.

(c) The expansion of the Supreme and Provincial Legislative Councils allowing a larger and truly effective representation of the people and a larger control over the financial and executive administration of this country.

(d) The powers of Local and Municipal bodies should be extended and official control over them should not be more than what is exercised by Local Government Board over similar bodies.

র্নরের পরিষদে Executive Councils যথাসম্ভব ভারতীয়গণকে রাখিতে হইবে, Adequate Indian representation.

(৩) আইনসভার যথাসাধ্য নির্ব্বাচনপ্রথা প্রবর্ত্তিত করিতে হইবে এবং শাসন ও অর্থ সম্বন্ধীয় অধিকার বাড়াইতে হইবে। Expansion of Legislative Councll and larger control over administration and finances.

(৪) মিউনিসিপ্যালিটী ও বোর্ডের (জিলাবোর্ড, লোকাল বোর্ড) ক্ষমতা বাড়াইতে হইবে Power of Local and Municipal bodies should be extended.

স্বরাজ প্রস্তাব ছাড়া আরও তিনটি প্রস্তাবে বিশেষ জোর দেওয়া হয়। একটি বয়কট, দ্বিতীয়টি স্বদেশী ও আর একটি জাতীয় শিক্ষা।

Boycott.

VII. That having regard to the fact that the people of this country have little or no voice in its administratian and that their representations to the Government do not receive due consideration, this Congress is of opinion that the *Boycott Movement* inaugurated in Bengal by way of protest against the Partition of that Province was and is legitimate,

এই প্রস্তাবটি কাশীর অধিবেশনের প্রস্তাব অপেক্ষা একটু স্বতন্ত্র। ইহার সঙ্গে স্বদেশী প্রস্তাবটিতে যে লোকসান হইলেও বা ত্যাগস্বীকার করিতে হইলেও স্বদেশীর পোষকতা করিতে হইবে, সেই কথা থাকায় বয়কট প্রস্তাব আরও জোরালো হইয়াছে—

—স্বদেশী—

VIII. That this Congress accords its most cordial support to the Swadeshi movement and calls upon the people of the country to labour for its success, by making earnest and sustained efforts to promote the growth of indigenous industries and to stimulate the production of indigenous articles by giving them preponderance over imported commodities even at some sacrifice.

জাতীয় শিক্ষা সম্বন্ধেও প্রস্তাব হয়—

XI That in the opinion of this Congress the time has arrived for the people all over the country earnestly to take up the question of national education both for boys and girls and organise a system of education, (Literery, Scientific and Technical) suited to the requirements of the country on National lines and Under National control.

এই চারিটি প্রস্তাবে অগ্রগামী দল কথঞ্চিত সন্তুষ্ট হয় বটে। মহামতি তিলকই উহার নেতা, সঙ্গে ছিঙ্গে ছিলেন লালা লাজপতরায়, বিপিন পাল, অশ্বিনী দত্ত, অরবিন্দ ঘোষ, প্রমুখ মনীষিগণ। বৃদ্ধ নৌরজীর প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব এবং দৃঢ়তায়ই উভয় দলে কোন গোলমাল হয় না। এই সভার দুই একটি বিষয়ের একটু পরিচয় দিই। প্রস্তাবে 'স্বরাজ' কথা রাখিবার জন্য তিলক যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু শেষাশেষি পারেন নাই। অম্বিকাচরণ মজুমদার প্রস্তাবিত 'বয়কট' সমর্থন কালে বিপিনপাল মহাশয় বয়কটের আরও প্রসারতার কথা বুঝাইয়া পূর্ব্ববঙ্গে গভর্ণমেণ্টে সমস্ত অবৈতনিক চাকুরী ছাড়িয়া দিতে ও লাট সাহেবের অধীনস্থ যাবতীয় চাকুরীতে ইস্তফা দিতে অনুরোধ করেন।

পণ্ডিত মদন মোহন আপত্তি করিয়া বলেন—

Congress could never be committed to the view of Mr. Pal and the extension of Boycott as he described it. He hoped the other provinces would never be driven to the necessity of using it, but the reforms would be gained without it.

উদারমতি গোখেল বলেন "প্রস্তাবটিতে আমরা স্বীকৃত, হইতে অন্য অবান্তর কথার আবশ্যক কি ?"

যাহা হউক প্রস্তাবটি গৃহীত হয়।

সভাপতিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন প্রসিদ্ধ বাগ্মী লালমোহন ঘোষ মহাশয়। সাধারণ কথায় অথচ ওজস্বিনী ভাষায় যে কয়টী কথা তিনি

ান, মনে হইল এতাবৎ এরূপ স্পষ্ট, নির্ভীক, তীব্র অথচ সুললিত বক্তৃতা জীবনে কখনও শুনি নাই।

যাবতীয় বিষয় বিবেচনা করিলে এ পর্য্যন্ত এরূপ উদ্দীপনাদায়ক কংগ্রেস অধিবেশন আর পূর্ব্বে কখনও হয় নাই।

এই দ্বাবিংশতি অধিবেশনের পরে বিপিনবাবু চারিদিক ঘুরিয়া 'স্বরাজ' এর অর্থ বুঝাইতে থাকেন। সেই সময় বিপিনবাবু এতই সমাদৃত হন যে, ছবি পর্য্যন্ত বাহির হইত,—'লাল, বাল, পাল' ভারতের তিন প্রধান নায়ক।

"জাতীয় সংবাদ পত্র"

ইতিমধ্যে ১৯০৬ আগষ্ট হইতে নব-প্রকাশিত সংবাদ পত্র 'বন্দেমাতরম'ই জাতীয় দলের মুখপত্ররূপে সকলের উপর প্রভাব বিস্তার করে। ইহার ইতিহাস এইরূপ—

প্রথমে হরিদাস হালদার মহাশয় ৩০০৲ সংগ্রহ করিয়া চিত্তরঞ্জন দাশের হাতে দেন। সেই টাকায় ৫।৬ দিন মাত্র চলিয়া বন্ধ হইবে বলিয়া একটী জয়েন্ট-ষ্টক কোম্পানী করা হয়। অর্থ সাহায্য করেন চিত্তরঞ্জন দাশ, কুমারকৃষ্ণ দত্ত, সুবোধ মল্লিক, রজতরায় ও শরৎসেন। বিপিন বাবু হন প্রধান সম্পাদক—আর আর লেখকদের মধ্যে ছিলেন শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ, শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ, বিজয় চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি।

"India for Indians" ভারতবাসীর জন্যই ভারত এই আদর্শলিপি মস্তকে ধারণ করিয়াই "বন্দেমাতরম্" বাহির হয়।

'বন্দেমাতরম' ব্যতীত বাঙ্গলা 'সন্ধ্যা' যেমন সাধারণ লোকের মধ্যে স্বদেশী ভাব প্রচার করে, সে সময়ে এরূপ কাগজ একখানিও ছিল না। ইহার ভাষা ছিল অতি সরস ও কৌতুকপুর্ণ ; ছাত্র, কেরাণী, গৃহস্থ, দোকানদার সন্ধ্যাকালে গল্পগুজব করিতে করিতে পড়িতে যেন আমোদ পাইত। সাধারণ লোকদিগকে রহস্য-জড়িত অতি সহজ কথায় রাজনীতি শিক্ষা দিতে উপাধ্যায় মহাশয়ের 'সন্ধ্যার' সহিত কিছুরই

তুলনা হয় না। ইহার অবদান ছিল অসাধারণ। ইহার দুই একটি কথা নমুনা দিই—

"যুগান্তরের রক্তারক্তি, টিকৃটিকির ফাটিল পিত্তি,"
"আমি ঠেকে গেছি প্রেমের দায়ে" ইত্যাদি।

মনোরঞ্জন গুহ সম্পাদিত 'নবশক্তি' ও এই সময়ে নূতন ভাব প্রচারে সহায়তা করে। সুরেশ সমাজপতি সম্পাদিত 'বসুমতী'তেও জাতীয়তার প্রচার হয়। 'যুগান্তর'ও এই সময় যুবকদের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। 'যুগান্তর' সম্পাদনা করিতেন শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত (বিবেকানন্দ-সহোদর)। জাতীয় আন্দোলন যতই দমিত হইতে লাগিল, কতিপয় যুবকের মধ্যে গুপ্ত সমিতি গঠন করিবার প্রবৃত্তি ততই দুর্ব্বার হইয়া উঠিল। এইরূপ পরিণাম সম্বন্ধে নরমপন্থী সম্প্রদায়ের অন্যতম নেতা 'মিরার' সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় তখনই ভবিষ্যৎবাণী করিয়াছিলেন।

কার্য্যতও আমরা তাহাই দেখিলাম যে, জলন্ত দেশভক্তি হৃদয়ে টগবগ করিতে করিতে একদল যুবককে সত্যই বিপথ চালিত করিয়াছে। 'বন্দেমাতরম' 'যুগান্তর' প্রভৃতি কাগজের প্রতি রাজরোষ নিপতিত দেখিয়াই অনেকেই বোধ হয় এরূপ গুপ্ত পথ অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

যাহা হউক ১৯০৬ সালের কংগ্রেসে অসাধারণ উদ্দীপনার সঞ্চার হয়। দেশের সমস্ত প্রধান লোক সমবেত হন। আর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হন স্যার রাসবিহারী ঘোষ। তাঁহার অভিভাষণও খুব জোরালো ও তেজস্বিতাপূর্ণ হইয়াছিল। কয়েকটী মহিলা সমস্বরে যে "বন্দেমাতরম" গান করেন, তাহাতে সমগ্র জনমণ্ডলীর হৃদয়ে এক অপূর্ব্ব ভাবধারা প্রবাহিত হয়। এই কংগ্রেসের অধিবেশন হয় ভবানীপুরে, পোড়াবাজারের নিকট। সঙ্গে একটি শিল্প-প্রদর্শনীও হইয়াছিল। গভর্ণর জেনারেল লর্ড মিণ্টো উহার উদ্বোধন করেন। Honest স্বদেশী ও উগ্র স্বদেশীর মধ্যে পার্থক্য করায় অগ্রগামীগণের মধ্যে বিশেষ চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়।

চতুর্থ অধ্যায়

১৯০৭ সালের প্রধান ঘটনা সংবাদপত্র সম্পাদকগণের প্রতি রুদ্র-নীতি প্রয়োগ, মেদিনীপুরের জিলা সম্মিলনী ও সুরাটে যজ্ঞভঙ্গ।

১৯০৬ সালের কংগ্রেসের অধিবেশন শেষ হইতে না হইতেই দেশে তিনটি দলের স্পষ্টতা প্রতীয়মান হইল। একটি নরম দল, তখন পর্য্যন্ত সেই দলই বড়, অন্যটি আত্মনির্ভরতা-নীতিমূলক দল। দলে কম হইলেও, ইহার প্রতিষ্ঠাই ক্রমে সকলকে স্তম্ভিত করে। বিপ্লবপন্থী একটি ক্ষুদ্র দলেরও এখন হইতে কিছু সাড়া পাওয়া গেল।

১৯০৭ সনের কতকগুলি মাম্‌লাই চাঞ্চল্যকর, তন্মধ্যে দুইটী প্রধান। একটী 'সন্ধ্যা' সম্পাদক ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে আর একটী শ্রীঅরবিন্দের বিরুদ্ধে এবং সেই প্রসঙ্গে স্বর্গীয় বিপিন পালের বিরুদ্ধে। উপাধ্যায় জবাবে বলেন—

"I accept the entire responsibility of the paper. I dont want to take any part in the trial, because I don't believe that in carrying out my humble share of the God-appointed mission of Swaraj. I am in way acountable to the alien people who happen to rule over us and whose interest is and must necessarily be in the way of over national development.—"

রায় বাহির হইবার পূর্ব্বেই উপাধ্যায় মহাশয় হাসপাতালে প্রাণত্যাগ করেন।

ব্যারিষ্টার চিত্তরঞ্জন দাশ তাঁহার পক্ষে মোকদ্দমা পরিচালনা করেন। এখানেও সম্পূর্ণ অসহযোগের জলন্ত দৃষ্টান্ত পাই।

দ্বিতীয় মোকদ্দমা হয় অরবিন্দের বিরুদ্ধে। ১৯০৭ সনের ২৭শে জুন তারিখে লিখিত Politics for Indins and ২৮শে জুলাই লিখিত

Jugantar Case—ছুইটী প্রবন্ধের জন্য রাজদ্রোহের অপরাধে অরবিন্দ অভিযুক্ত হন। ম্যানেজিং ডিরেক্টার স্থবোধ মল্লিকের সাক্ষ্য হওয়ার পরে সাক্ষীরূপে বিপিনবাবুরও তলব হয়।

এই সময়ে বিপিনবাবু ও তাঁহার অন্তরঙ্গ কয়েকজনের সঙ্গে অরবিন্দ বাবুদের একটু মতপার্থক্য দেখা দিয়াছিল বলিয়া অনুমান হয়। এ সম্বন্ধে বিপিনবাবু 'লিবার্টি' কাগজে যে স্মৃতিকথা লিখিয়াছেন তাহার সারমর্ম্ম এই :—

"সোণার বাঙ্গালা" নামক একখানি পুস্তকে গুপ্ত-হত্যাদির সমর্থন আছে। বিপিনবাবু তাহার তীব্র প্রতিবাদ 'বন্দেমাতরমে' করেন। এই প্রতিবাদে নাকি কর্ত্তৃপক্ষের অনেকেই বিপিনবাবুকে সমর্থন করে নাই! ইহার পরে তাঁহার নাম আর সম্পাদক হিসাবে কাগজে স্থান পায় না, তবে তাঁহার প্রবন্ধ গৃহীত হইত। সকলে অরবিন্দ বাবুকেই সম্পাদক বলিয়া জানিতেন। তবে কাগজে তাঁহারও নাম থাকিত না।

আর একটী বিষয় উল্লেখযোগ্য। Capital-এর Max-এর কাছে কোন পদস্থ ব্যক্তি না কি বলিয়া আসিয়াছিলেন, "গরম গরম লেখা হয় পয়সা পাইবার জন্য।" তাই বিপিনবাবু অরবিন্দ প্রমুখ সমস্ত সম্পাদকগণের নিকট পত্র লিখিয়াছিলেন। 'বন্দেমাতরম' আফিসে তল্লাসীতে বিপিনবাবু লিখিত অরবিন্দ বাবুর নাম বরাবর, এই পত্রখানিতে পাওয়া যায়। পত্রখানি প্রমাণিত হইলে অরবিন্দবাবু সম্পাদক সাব্যস্ত হইতেন। স্থতরাং বিপিনবাবুর সাক্ষ্য হইলে সম্পাদক অরবিন্দবাবু জেলে যাইবেন, কাগজখানি উঠিয়া যাইবে এবং তাহাতে অগ্রগামী দল অত্যন্ত হীনবল হইয়া পড়িবে—এই আশঙ্কায় চিত্তরঞ্জনই বিপিন বাবুকে সাক্ষী স্বরূপে দণ্ডায়মান হইয়া হলপ লইতে নিষেধ করেন এবং দীর্ঘ যুক্তি-তর্কে ইহাও সাব্যস্ত হয় যে, যদি এই প্রথাবলম্বনে বিপিন বাবুর জেল হয়, দায়দাবী সমস্ত চিত্তরঞ্জনের।

আদালতের সাক্ষী দেওয়ার সময়ে (২৬শে আগষ্ট ১৯০৭) বিপিন পাল মহাশয়ের নির্ভীক উক্তিতে—I have conscientious objections to take part or swear in these proceedings and I refuse to answer any question in connection with the case "ধর্ম্মতঃ এই মোকদ্দমার সাক্ষ্য দিতে আমার ঘোর আপত্তি আছে এবং এই মোকদ্দমায় আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেও আমি প্রশ্নের কোন উত্তর দিব না।"—

আদালতের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত সকলে নির্ব্বাক বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া রহিল। সাক্ষী না দেওয়ায় অরবিন্দ বাবু খালাস পান। কিন্তু আদালৎ অবমাননার মোকদ্দমায় বিপিন বাবুর ছয় মাস বিনাশ্রমে জেল হয়।

এই ব্যাপারেও সমগ্র প্রদেশে নূতন একটা ভাবধারা সঞ্চারিত হয়।

বিপিনবাবুর যেদিন জেলের হুকুম হয়, আদালতে অসম্ভব ভিড় হইয়াছিল। একজন শ্বেতাঙ্গ পুলিশ আসিয়া কয়েক জনকে ধাক্কা দিয়া ঘুষি মারে। সুশীলসেন নামে একটি পঞ্চদশবর্ষীয় বালক ঘুষি খাইয়া সেই মুহূর্ত্তেই তাহাকে ঘুষিটি ফিরাইয়া দেয়, মাজিষ্ট্রেট কিংসফোর্ডের আদেশে তাহারও শাস্তি হয় পোনরটি বেত্রা দণ্ড। সে হাসিতে হাসিতে বেত্রাঘাত দেহ পাতিয়া লয়—

আমায় বেত মেরে
কি মা ভুলাবে?
আমি কি মার সেই ছেলে?
আমার মান অপমান সবই সমান
দলুক না মোরে চরণ তলে।

এদিকে ১৯০৭ সনে রাওলপিণ্ডিতে দাঙ্গা হওয়ার দরুণ লালা লাজপতরায় এবং সর্দ্দার অজিৎ সিংহকে স্থানান্তরিত করা হয়

(deported) লালাজি রাওলপিণ্ডিতে যে বক্তৃতা দেন, তাহাতেই নাকি উৎসাহ পাইয়া দাঙ্গাকারীগণ অনর্থোৎপাদন করে। তাঁহারা ১৮ সালের তিন রেগুলেসনে (Regulation III of 1818) বহু পুরাতন মরীচা পড়া জরুরী আইনেই দেশান্তরিত হন্।

দেশের ভাবধারা যখন খুবই প্রচণ্ড, মডারেটরা নাগপুর হইতে * সরাইয়া সুদূর সুরাটে অধিবেশনের স্থান নির্দ্ধারিত করিলেন, কেননা নাগপুরে তিলকের দল খুবই প্রবল। সুতরাং অগ্রগামী দলের ক্ষোভ ও উদ্দীপনা আরও বাড়িল। ইহার পরে জনশ্রুতিতে প্রকাশ পাইল কলিকাতা কংগ্রেসের 'স্বায়ত্ত শাসন, বয়কট, স্বদেশী ও জাতীয় শিক্ষা মূলক প্রস্তাব সেখানে উপস্থিত করিতে দেওয়া হইবেনা। ইতিমধ্যে সুরাটে যে স্থানীয় সম্মিলনীর অধিবেশন হয় তাহাতে বয়কট, স্বদেশী, জাতীয় শিক্ষা প্রভৃতি কোন প্রস্তাব উত্থাপিত হয় না, আর সেই সম্মেলন স্যার ফেরোজ মেটার নেতৃত্বেই পরিচালিত হয়। বাঙ্গলার একদল লোক চাহেন একটি আলাদা কংগ্রেস করিতে, মান্দ্রাজের টিগেভেলি হাঙ্গামার নায়ক স্বনামখ্যাত চিদম্বরম পিলে খরচ বহন করিতেও প্রস্তুত' হইলেন কিন্তু তিলক কলিকাতাস্থ অগ্রগামীদলকে টেলিগ্রাম করিয়া শান্ত করিলেন "For Heaven's sake, no split ভাঙ্গাভাঙ্গির কোন কাজ করিলে সর্ব্বনাশ হইবে।

যথা সময়ে অগ্রগামী দল সুরাটে গেলেন। অশ্বিনী দত্ত, অরবিন্দ ঘোষ, সুবোধ মল্লিক. সুরেন্দ্রনাথ, কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রভৃতিও রওনা হইলেন।

দুর্ভাগ্যক্রমে কংগ্রেসের সুরাট অধিবেশন পণ্ড হইয়া যায়। এই সম্বন্ধে একটু বিবরণ আবশ্যক।

৪ঠা ডিসেম্বর কলিকাতার জাতীয় দলের নেতাদের মধ্যে তিলকের উপদেশের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে একটী সভা হইল। চিত্তরঞ্জন. অরবিন্দ,

---

* গত কলিকাতা অধিবেশনের শেষ দিনে অনারেবল চীটনবিশ দ্বাত্রিংশ অধিবেশন নাগপুরে আহ্বান করিয়াছিলেন।

ামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, প্রভৃতি তিলকের মতেই মত দিলেন। মফঃস্বলের সর্ব্বত্র কংগ্রেসে যাইতে অনুরোধ করিয়া চিত্তরঞ্জন, অরবিন্দ, কৃষ্ণকান্ত বসু, কামিনীচন্দ ও সুন্দরী মোহন দাস-স্বাক্ষরিত পত্র প্রেরিত হইল।

ইহার পরের ঘটনা মেদিনীপুরের জিলা সম্মিলন। ইহার সভাপতি হন মেদিনীপুরের স্বনামখ্যাত কৌন্সিলি মিঃ কে, বি, দত্ত, আর কলিকাতা হইতে মাননীয় সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়' অরবিন্দ ঘোষ, শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি উপস্থিত হন। কিন্তু সভায় বিশেষ গোলমাল হয়। সুরেন্দ্রনাথ বরাবরের ন্যায় এবারেও দত্ত সাহেবের বাড়ীতে অতিথিরূপে অবস্থান করেন।

প্রথম গোলমাল হয় ভলান্টিয়ারগণের লাঠি ব্যবহার সম্বন্ধে। ক্যাপ্‌টেন ছিলেন সত্যেন্দ্র নাথ বসু,—রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র ইনিই পরে নরেস্‌ গোঁসাইকে হত্যা করিয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। দত্ত সাহেব আদেশ দেন যে ভলান্টিয়াররা লাঠি ব্যবহার করিতে পারিবেনা। প্রতিবাদকল্পে সত্যেন্‌ প্রধানত্ব পরিত্যাগ করিয়া সন্তোষ দাসের উপর ভারার্পণ করিয়া ছাড়িয়া দেন। ফলে যুবকবৃন্দ পুরাতন দলের উপর অত্যন্ত চটিয়া যায়। দ্বিতীয় কারণ হয়—সভাতে দত্ত সাহেব সাহেবী পোষাক পরিয়াই উপস্থিত হন, ইহাতেও অনেকে ক্ষুণ্ণ হন। আর তিনি 'স্বরাজ' সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করিতে না দেওয়ায় অগ্রগামী দল ব্যথিত হইয়া সম্মেলন ছাড়িয়া চলিয়া যায় ও অন্যত্র একটী স্বতন্ত্র সম্মেলনের ব্যবস্থা করেন। পাঠকের অবগতির জন্য বলিতেছি গত কংগ্রেস অধিবেশনে দাদাভাই নৌরজী বিদায় লইবার সময়ও যুবকগণকে উৎসাহিত করিয়া বলিয়াছিলেন,—"স্ব-রাজই যেন তোমাদের একমাত্র লক্ষ্য হয়, এবং এই উদ্দেশ্য সাধন করিবার ভার তোমাদের হাতে—

"Our definite goal is—Self-Government—*Swaraj* and it is for the younger generation to reach it."

এই পথে কাজ করিতে দৃঢ় মনোরথ হইয়া অগ্রগামী দল যখন

মেদিনীপুরে আহত হইয়া ফিরিয়া আসিল, সুরাটের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনেকের মনেই আশঙ্কা জন্মিল। সুরেন্দ্রনাথ পরে বলেন "লোকের মনে গভর্ণমেণ্টের কার্য্যে যে অসন্তোষ উৎপাদিত হইয়াছে, তাহাতে তাহারা আর নিয়মতান্ত্রিক উপায়ের পক্ষপাতী হইতে চায়না তাহারা দেশের সেবায় অনুরাগী বটে, কিন্তু উপর্য্যুপরি নৈরাশ্যে এখন হাঙ্গাম-হুজ্জতি এবং বেআইনী কাজ করিতে তৎপর হইয়াছে। বয়স্ক উপরওয়ালাদের কথা শুনিতে আর তারা প্রস্তুত নয়—"

২৩শে ডিসেম্বর তিলক সুরাট পৌঁছিয়াই একটী বিরাট সভায়-জাতীয় দলের প্রতিনিধিগণকে লইয়া একটী পরামর্শ সভা করেন। অরবিন্দ ঘোষ হন সভাপতি। স্থির হয় যেন প্রস্তাব এমন না হয় যাহাতে কংগ্রেস অগ্রগামী না হইয়া পশ্চাদপদ হইয়া পড়ে এবং আবশ্যক হইলে, সভাপতি নির্ব্বাচনের প্রস্তাবও প্রতিবাদ করিতে পারে। ২৫শে ডিসেম্বর তিলক সকলের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া স্থির করেন, যদি পূর্ব্ববৎসরের মত স্বরাজ, স্বদেশী, বয়কট ও জাতীয় শিক্ষা বিষয়ে প্রস্তাব এবার হয় অর্থাৎ কংগ্রেসকে পশ্চাদ্‌গামী করা না হয় তবে সভাপতি নির্ব্বাচনে তাঁহারা বাধা দিবেন না। আর যদি তাহা না হয়, তবে দিবেন। এই বিষয়ে লালা লাজপতরায় বিসম্বাদ মিটাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু কোন খবর না পাইয়া এবং প্রস্তাবের খসড়া কোনরূপে না পাইয়া ২৬শে প্রাতে তিলক, মতিলাল ঘোষ, অরবিন্দ প্রভৃতি সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করিলেন, তাঁহার অসম্মতি না থাকিলেও তিনি মালভী (অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি) ও গোখেলের সঙ্গে দেখা করিতে বলেন। কিন্তু তাঁহারা মালভীর সঙ্গে কিছুতেই দেখা করিতে পারিলেন না। মালভী নানা অজুহাতে তাঁহাদের সহিত দেখা করিতে বিরত রহিলেন। ২৬শে ডিসেম্বর কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। ৭০০০ লোকে (ডেলিগেট ১৬০০) মণ্ডপটি কানায় কানায় ভরিয়া গিয়াছিল। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ত্রিভুবনদাস মালভী সকলকে অভিনন্দিত করিলে দেওয়ান

হুর আম্বালাল সাকেরলাল দেশাই ডাক্তার রাষবিহারী ঘোষকে সভাপতির আসন গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তাব করেন। মান্দ্রাজের ডেলিগেটদের কেহ কেহ 'না, না' বলিলেও বিশেষ গোলমাল হয় না। অতঃপরে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সমর্থন করিতে যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে জন ত্রিশেক লোক অত্যন্ত গোলমাল করিতে থাকে এবং অধিকাংশ লোক 'Order, Order' করিতে থাকায়, এত কোলাহল ও গোলমাল হয় যে সেদিনের মত অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি অধিবেশন বন্ধ করিয়া দেন এদিকে ২৬শে ডিসেম্বরই বৈকালে বেঙ্গলীর বিশেষ সংখ্যায় সভাপতির বক্তৃতা বাহির হয়। ইহাতে জাতীয় দলের আদর্শ সম্বন্ধে অনেক নিন্দাবাদ ছিল। কলিকাতা হইতে টেলিগ্রাফে সুরাটে সেই কথা পৌছিলে অগ্রগামী-দল আরও রুষ্ট ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া উঠে।

এদিকে উভয় পক্ষের মধ্যে আপোষের চেষ্টা থাকিলেও, কার্য্যতঃ কিছুই হয় না। সুতরাং জাতীয়দলের নেতা তিলকই সভাপতি বরণে আপত্তি করিবেন স্থির হইল।

২৭শে ডিসেম্বর ১টার সময় আবার অধিবেশন আরম্ভ হইল। সুরেন্দ্রনাথ বিনা বাধায় বক্তৃতা করিলেন, পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু সমর্থন করিলেন, কিন্তু যেই ডাক্তার রাসবিহারী সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন, তিলকজী অমনি প্লাটফরমের উপরে আসিয়া একটী সংশোধন প্রস্তাব (amendment to the presidential election) করিবেন বলিয়া বক্তৃতা করিতে লাগিলেন।

তিলক যতবারই কিছু বলিতে চান, মালভী ও ডক্টর ঘোষ তাঁহাকে ততবারই বসিতে বলেন। অতঃপরে তাঁহাকে চলিয়া যাইতে বলা হয়, তিনি উত্তর করেন, "আমার বলিবার অধিকার আছে। আমাকে জোর পুর্ব্বক সরাইয়া না দিলে আমি যাইব না" I wont, move unless I am bodily removed" সেই সময় চারিদিক হইতে ভয়ানক গোলমাল সুরু হয়। তিলক যেখানে দাঁড়াইয়াছিলেন তাঁহার

নিকটেই উপবিষ্ট ছিলেন, স্যার ফেরজশা মেটা ও সুরেন্দ্রনাথ। এই সময়ে দূর হইতে একখানি পাদুকা নিক্ষিপ্ত হয়, উহা সুরেন্দ্রনাথকে ঘেঁসাইয়া মেটাজীর উপরে গিয়া পড়ে। কে মারিল, কোথা হইতে আসিল নির্দ্ধারণ করা কঠিন, অগ্রগামী দলবলে "প্রতিপক্ষ তিলকের দিকে উহা নিক্ষেপ করে। তাঁহার উপরে না পড়িয়া ঐ দুইজনের উপরে পড়িয়াছে।" মডারেটরা বলেন "ইচ্ছা করিয়া সুরেন্দ্রনাথের উদ্দেশে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে।" যে দলই করুক, কাজটি সমর্থনযোগ্য মোটেই নয়। তখন ভয়ানক গোলমাল হইতে লাগিল। চারিদিক হইতে চেয়ার নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল, এবং কংগ্রেসের সভায় সর্ব্বত্র কলহ, কোলাহল, হাতাহাতি চীৎকার বিরাজ করিতে লাগিল। সে সময়ে বহু পুলিশ উপস্থিত ছিল। শান্তি ভঙ্গের কারণ দেখিয়া তাহারা অধিবেশন বন্ধ করিয়া দেয়।

এইভাবে সুরাটে কংগ্রেস-যজ্ঞ পণ্ড হইয়া যায়।

তিলক যে পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা কংগ্রেসের ইতিহাসে অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু অন্য কোন উপায় আর ছিলনা। তবে সে সমস্ত বিশ্রী কাণ্ড অতঃপর অনুষ্ঠিত হয়, সে জন্য দুইদলই দায়ী, কিন্তু তিলকের উদ্দেশ্য ও কার্য্যে কোনরূপ দোষ দেওয়া যায় না। অতঃপর ১৯১৬ হইতে ১৯২১ পর্য্যন্ত যাবতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে তিলকই যে প্রধান ব্যক্তি ছিলেন তাহাতে মনে হয় ঐরূপ পন্থা অবলম্বিত না হইলে কংগ্রেসের পতাকা অবনমিত হইত। আর এত বড় প্রচণ্ড হানাহানি না হইলে, কংগ্রেসের প্রকৃত লক্ষ্য নির্দ্ধারিত হইতে বহু যুগ কাটিয়া যাইত।

সমস্ত ঘটনা সুপ্রসিদ্ধ মতিলাল, ঘোষ মহাশয়ের বিবৃতি হইতে পাঠকের সুস্পষ্ট ধারণা হইবে—

"The blame of the break-up of the Congress at Surat in December 1907 has been sought to be fastened on Mr. Tilak by his political opponents. But in this matter he did not take one step without consulting me. All that the

5nalists wanted the moderate leaders to do was either withdraw some offensive expressions which the president elect had used towards them in one of his speeches at a meeting of the Viceregal Council * or to permit them to enter a protest against the same in the Congress. When this was propoecd the moderate leaders were furious. Sir Pherozeshah Mehta was specially intolerant in his tone and behaviour when we made an attempt to compromise the matter and later on he refused to see Mr. Tilak when by appointment he went over to his place to have a further talk in this connection. The only course now left to the Nationalists was to record a formal protest against the election of a president who was not friendly to them at the time when he would be proposed to be elected. And Mr. Tilak gave a notice to the Chairman of the Reception Committee that he would move such a resolution.

If the legitimate request of the Nationalists were acceded to, everything could have passed peacefully for they were in a minority and the motion was bound to be defeated. Bnt both party then lost the balance of their minds. Mr. Tilak was not permitted to move the resolution and he on his part was determined to do it and and refused to leave the platform unless he was permitted to speak or removed by physical force. A number of men belonging to the Moderate Camp now lost all control over themselves, fell upon Mr. Tilak and began dragging him when a Marathi shoe meant some say for Mr. Tilak, while others aver, it was aimed at his enemies, struck Sir Phorozshah Metha aud brushed Babu Surendranath Banerjee's face and added confusion to the scene. The more excited partisans of the rival parties then commenced to throw chairs at one another and the sitting of the Congress was suspended. The disturbance was over in ten or fifteen minutes.

Accompanied by Ray Yatindra Choudhury of Taki I then

* Memoirs of Motilal Ghose by Mr. Prama-ananda Dutt M.A., B.L. Page 17.

went to Tilak and made a request to take the whole responsibility on his shoulders. There was a sad smile in his face and he wrote a few lines to the effect, 'I undertake to take the responsibility of this unfortunate incident upon myself if the other party would agree to continue the Congress .Ponder the magnanimity and self-abnegation of the man. He cheerfully consented to humiliate himself between relentless enemies who would tear him to pieces if they could, though sincerely believing himself to be innocent.

With this we ran to the moderate camp with a view to bring about a reconciliation, but we were simply howled out by the moderate leaders headed by Sir P. Mehta. They were all in high temper and it was impossible to reason with them.

কংগ্রেসের এই অধিবেশন ভাঙ্গিয়া যাইবার পরে শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ মহাশয় যে একটী বিবৃতি দিয়াছেন তাহাও বিশেষ প্রনিধান যোগ্য। তিনি ১৯০৮ সালের ১০ই এপ্রিল তারিখে পান্তীর মাঠের সভায় নিম্নলিখিত কয়টী সারগর্ভ কথা বলেন—

"The Congress broke up not for the personality but for certain definite issues which were "(1) irregularities in the election of the president (2) attempt from certain quarters to take advantage of the local majority to recede from the four Calcutta resolutions (3) an attempt to impose a '*creed*' with the help of a local majority with a view to exclude a large and growing party."

ইহার নয় দশ বৎসর মধ্যেই তিলকের চেষ্টায়ই আবার উভয় দলের মিলন সম্ভব হয়। কিন্তু সেই মিলনের অল্পদিন মধ্যেই আবার, পুরাতন দলের নেতাগণ যেন আপনাআপনিই কংগ্রেস হইতে সরিয়া পড়িলেন। অগ্রগামী দলই প্রবল হইল।

রবীন্দ্রনাথ "যজ্ঞভঙ্গ" প্রবন্ধে দুইপক্ষেরই দোষ সাব্যস্ত করিলেও বারবার বলিয়াছেন "বিরুদ্ধ পক্ষের সত্তাকে যথেষ্ট সত্য বলিয়া স্বীকার না করিবার চেষ্টাতেই এবার কংগ্রেস ভাঙ্গিয়াছে।······ চরমপন্থী বলিয়া যে একটা দল যে কারণেই হোক দেশে জাগিয়া

আছে একথা লইয়া আক্ষেপ করিতে পার কিন্তু উহাকে অস্বীকার করিতে পারনা। এই দলের ওজন কতটা তাহা বুঝিয়া তোমাকে চলিতেই হইবে কিন্তু যখন স্বয়ং সভাপতি মহাশয়ের মন্তব্যেও এই দলের প্রতি কটাক্ষপাত করা হইয়াছিল তখন স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে তিনি নিজের বিরক্তি প্রকাশকেই অধিকতর প্রয়োজনীয় মনে করিয়াছিলেন।*······

বঙ্গভঙ্গ, বাঙ্গলার স্বদেশী বয়কট, বাঙ্গলার জাতীয় শিক্ষা ও বাঙ্গলার সভাসমিতি সমগ্র ভারতবর্ষের উপরে কিরূপ প্রভাব প্রস্তাব করিয়াছিল, শ্রীগোপালকৃষ্ণ গোখেলের কথায় স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। তিনি বলেন :—

"With Bengal unconciliated, there will be no real peace not only in Bengal, but in any other province in India. The whole current of public life in the Country in being poisoned by the bitterness engendered in Bengal. Indeed what Bengal thinks to-day, India thinks tomorrow."

"The Bengalees form the most emotional people in all India and they will far sooner forget a material injury than one to their feelings."

"বাঙ্গলাকে প্রশমিত করুন। বাঙ্গলা শান্ত না হইলে, সমস্ত ভারতে সেই অশান্তির বিষ ছড়াইয়া পড়িবে। আজ বাঙ্গলা যাহা ভাবে, কাল ভারতও তাহাই করিয়া থাকে। তাহারা অন্যভাবে অনেক ক্ষতি স্বীকার করিতে পারে, কিন্তু আত্মসম্মানে আঘাত লাগিলে সে ক্ষত শীঘ্র শুকাইবার নয়।"

* ১৩১৪ প্রবাসী ১০ সংখ্যা মাঘ পৃঃ ৫৭৯।
[Debates in the Indian Legislative Council about Seditious Meetings Act. in 1907.]

পঞ্চম অধ্যায়

সুরাটে কংগ্রেস ভাঙ্গিয়া যাইবার পরে সভাপতি ডাঃ রাসবিহারী ঘোষ, শ্রীযুক্ত মেটা, ওয়াচা, গোখেল, সুরেন্দ্রনাথ, নরেন্দ্র নাথ, মালভী, আম্বালাল, এস, দেশাই, পণ্ডিত মালব্যজী ও কৃষ্ণস্বামী আয়ার প্রভৃতির স্বাক্ষরে ২৮শে ডিসেম্বর, ১৯০৭, একটী সভা আহুত হয়, এবং কংগ্রেসের জন্য নিম্নলিখিত বিধি নির্দ্দেশ হয়—

(১) কংগ্রেসের উদ্দেশ্য উপনিবেশগুলির ন্যায় স্বায়ত্তশাসন লাভ —Self-Government similar to that enjoyed by the Self-Governing members of the British Empire.

(২) আর উহা লাভ হইবে—আইন সঙ্গত উপায়ে অর্থাৎ বর্ত্তমান শাসনে বাধ্য থাকিয়া ক্রমিক সংস্কারের সহায়তায় (Strictly constitutional means), ইহাকেই কংগ্রেস্ ক্রীড্ নামে অভিহিত।

(৩) সভাসমিতির কার্য্য যেন খুব সংযতভাবে সম্পন্ন হয়।

এই 'কনভেনসনে' স্যার ফেরজসা মেটার প্রস্তাবে ও সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সমর্থনে ডক্টর রাসবিহারী ঘোষই সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। প্রায় ৯০০ ডেলিগেট উপস্থিত হইয়া এই নিয়মগুলির যৌক্তিকতা মানিয়া লয়। স্থানীয় অধিবাসীগণের তৃপ্ত্যর্থে কয়েকজন বক্তাও বেশ সরস বক্তৃতা দেন। এপ্রিল মাসে উপরোক্ত স্বাক্ষরকারীগণ কংগ্রেসের উক্ত সর্ত্তগুলিসহ এক নিয়মকানুন (Constitution) গঠন করেন।

১৯০৮ হইতে ১৯১৬ পর্য্যন্ত এইভাবে কংগ্রেসের অস্তিত্বটুকু মাত্র বজায় থাকে। তথাপি স্বীকার করিতেই হইবে কংগ্রেসকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য নরম দল সমগ্র জাতির কৃতজ্ঞতার পাত্র।

১৯০৮-এ ২৮, (২৯ ও ৩০ ডিসেম্বর) কংগ্রেস অধিবেশন হয় মাদ্রাজে এবং ডাঃ রাসবিহারী ঘোষই সভাপতি হন। সুরাটের অধিবেশন হয় নাই বলিয়া ইহাই কংগ্রেসের ত্রয়োবিংশতি অধিবেশন। আর নরমপন্থীদের অধিবেশন বলিয়া জাতীয় শিক্ষা ও বয়কট সম্বন্ধে কোন প্রস্তাবই হয় নাই। বঙ্গভঙ্গ বন্ধ হইলেই লোকের সন্তোষ ফিরিয়া আসিবে, আর ত্যাগ স্বীকার ও বিলাতী অপেক্ষা স্বদেশী দ্রব্যেই অনুরাগ প্রদর্শন কর্ত্তব্য—খুব নরমভাবে এই দুইটী প্রস্তাব গৃহীত হয়।

ডেলিগেট হয় ৬২৬ জন, এবং দেওয়ান বাহাদুর কৃষ্ণস্বামী রাও অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হন্। কংগ্রেসের নিয়ম এবারেই প্রথম বিধিবদ্ধ হয়।

১৯০৮ সালেই মুরারী পুকুর উদ্যান খানাতল্লাস করিয়া বারীন্দ্র প্রভৃতিকে বিচারার্থ পাঠানো হয়। মজঃফরপুরে মিসেস্ কেনেডি, মিস্ কেনেডি নিহত হন। জেল থানায় নরেন গোঁসাইকে খুন করা হয়। বার্‌রা ডাকাতি, এবং চব্বিশ পরগণা, হাওড়া, খুলনা প্রভৃতি জিলায়ও বহু ডাকাতি অনুষ্ঠিত হয়, দারোগা নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতিও নিহত হয়। এই শ্রেণীস্থ ব্যাপার সম্বন্ধে কংগ্রেস নিম্নলিখিত প্রস্তাব করে—

"Resolved that this Congress places on "record its emphatic and unqualified condemnation of the detestable outrages and deeds of violence which have been committed recently in some parts of the country and which are abhorant to the loyal, human and peace-loving natnre of His Majestys Indian subjects of every denomination."

এই সময়ে গভর্ণমেণ্টের রুদ্রনীতি প্রচণ্ডভাবে ইহাকে ক্ষতবিক্ষত করে। অনেক লোক গ্রেপ্তার হন, মনীষী শ্রীঅশ্বিনী কুমার দত্ত, রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিক মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা, শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণকুমার মিত্র, (সঞ্জীবনী সম্পাদক)

শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু, পুলীন বিহারী দাস, ভূপেশচন্দ্র নাগ, ১৮শ সালের তিন রেগুলেসনে গ্রেপ্তার হইয়া দেশান্তরিত হন, এবং ১৯০৮ সালের ৭ ও ১৪ আইন অনুসারে অনুশীলন সমিতি, সাধনা সমিতি, সুহৃদ সমিতি, ব্রতী সমিতি প্রভৃতি সমিতি বিপ্লবী সন্দেহে বেআইনী ঘোষণা করা হয়।

এই কংগ্রেসে এই নীতির প্রতিবাদ করিয়া নিম্নলিখিত প্রস্তাব পাশ হয়—

X That having regard to the recent deportations and the grave risk of injustice involved in Government action based upon exparte and untested information and having regard to the penal laws of the country, this Congress strongly urges upon the Government the repeal of the Bengal Regulation III of 1818 and similar regulations in other provinces of India, and it respectfully prays that the persons recently deported in Bengal be given an oppertunity of exculpating themselves or for meeting any charges that may be against them, or be set at liberty.

Acts of 1908.

XI That this Congress deplores the circumstances which have led to the passing of Act VII of 1908 and Act XIV of 1908, but having regard to their drastic character and to the fact that a sudden emergency alone can afford any justification for such exceptional legislation, this Congress expresses its earnest hope that the enactments will only have temporary existence in the Indian Statute Book.

এই রেগুলেশন (তিন) সম্বন্ধে প্রেসিডেন্ট Dr. Ghose বলেন a barbarous relic from the past এবং এ সম্বন্ধে মিঃ সৈয়দ হাসান ইমাম অশ্বিনী বাবুদের গ্রেপ্তারে ব্যথিত হইয়া খুব স্পষ্টভাবে বলেন যে এইরূপ আদেশেই রাজভক্তগণের মনও তিক্ততায় ভরিয়া যায়।

"Unexplained deportations shook the faith of the

most loyal in the justice of a law that hides its proceedings from public gaze." মাননীয় ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ও প্রস্তাবটি সমর্থন করেন।

কংগ্রেসের চতুর্ব্বিংশতি অধিবেশন হয় লাহোরে ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে। স্যার ফিরোজ শা মেটার সভাপতি হওয়ার কথা ছিল। অধিবেশনের ছয়দিন পূর্ব্বে তিনি অক্ষমতা জ্ঞাপন করেন বলিয়া পণ্ডিত মদন মোহন মালব্যকে সভাপতি পদে বৃত করা হয়। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হন লালা হরকিশন লাল। তিনি তাঁহার অভিভাষণে, সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান—হিন্দু সম্মিলনী ও মুসলীম লীগের প্রতি কটাক্ষ করেন। স্বর্গীয় লালমোহন ঘোষ, রমেশ দত্ত এবং মার্কুইস অব রীপনের মৃত্যুতে শোক করা প্রকাশ হয়।

এই অধিবেশনের অপর নাম "রিফর্মস্ অধিবেশন।" বঙ্গভঙ্গের পরেই লর্ড মলি হন ভারত সচিব আর লর্ড মিণ্টো ভাইসরয় হইয়া এদেশে আসেন। উভয়ের চেষ্টায় কতকগুলি সংস্কার প্রবর্ত্তিত হয়। এই সংস্কারই মলি মিণ্টো রিফর্ম্মস্ নামে অভিহিত (Morely-Minto Reforms of 1909,)

এই রিফর্মস্ সম্বন্ধে সম্যক বুঝিতে হইলে একটু পূর্ব্ব ইতিহাস প্রয়োজন। এবং তাহার বিস্তারিত বিবরণ পাঠক প্রথমখণ্ডে ১৪০পৃঃ পাইবেন।

আমরা সেখানে ১৭৭৩এর রোডলেটিং য়্যাক্ট, ১৭৪ সালের পিটের গভর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া য়্যাক্ট ও ১৮১৩, ১৮৩৩, ১৮৫৩ সালের চার্টার য়্যাক্ট, ১৮৬১ সনের ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল য়্যাক্ট ও ১৮৯২ সালের ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল য়্যাক্ট সম্বন্ধে সবিস্তারভাবে আলোচনা করিয়াছি। ১৮৯২ সালের কাউন্সিল য়্যাক্টে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য পূর্ব্বের ১২ জনের স্থানে ১৬ জন করা হয়। সদস্যগণ ইচ্ছা করিলে প্রশ্নাদিও করিতে পারিতেন।

প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার সদস্য সংখ্যা বাড়ানো হয়।

কয়েকজন নির্ব্বাচিত হইতেন, তবে সে নির্ব্বাচন সরকারের অনুমোদন-সাপেক্ষ ছিল। এই অনুমোদিত সদস্যগণ একজনকে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় পাঠাইতে পারিতেন, আবার মনোনীত বেসরকারী সভ্যগণও একজন ভারতবাসীকে তথায় পাঠাইতে পারিতেন। কিন্তু সংস্কারেও নির্ব্বাচন প্রথা প্রবর্ত্তিত হয় নাই।

অতঃপরে যে শাসন সংস্কার হয় তাহাই এখন আমাদের বর্ত্তমান অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়। ইহাই মর্লিমিন্টো সংস্কার। ইহার ধারাগুলি এই :—

(১) কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের কার্য্যকরী পরিষদে (Executive Council) একজন ভারতবাসী নিযুক্ত হইল। [লর্ড সিংহ প্রথম ভারতীয় সভ্য নিযুক্ত হইলেন]।

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় সভ্য-সংখ্যা পূর্ব্বে ছিল ১৬ জন, এখন হইল ৬০ জন। কিন্তু সরকারী কর্ম্মচারীর সংখ্যাই হয় বেশী। মনোনীত ও নির্ব্বাচিত হইবেন ৫২ জন আর ৮ জন নিযুক্ত হইবেন পদাধিকার বলে (ex-officio)—৬ জন কার্য্যকরী পরিষদের সভ্য, একজন সর্ব্বপ্রধান সেনাপতি, একজন প্রদেশ বিশেষের শাসনকর্ত্তা।

(৩) কার্য্যকরী পরিষদের সভ্য-সংখ্যা বৃদ্ধি হয়। পূর্ব্বে কেবল বোম্বাই ও মাদ্রাজের কার্য্যকরী পরিষদের পরিষদ ছিল, এখন বাংলা এবং অন্যান্য প্রদেশও একটী করিয়া কার্য্যকরী পরিষদ হইল। সভ্য নির্দ্ধারিত হয় ৪ জন, তম্মধ্যে একজন হইবেন ভারতবাসী।

(৪) প্রদেশিক ব্যবস্থাপক সভার সভ্য সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। বাংলা বোম্বাই, মান্দ্রাজ, যুক্তপ্রদেশের ৫০, আর পাঞ্জাব ও ব্রহ্মদেশের ৩০ জন। তাহার মধ্যে কতক হইল মনোনীত বে-সরকারী আর কতক হইল নির্ব্বাচিত।

সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন পদ্ধতি (Separate Electorate) প্রবর্ত্তিত হইল। অ-মুসলমান প্রতিনিধিরা ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটি কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হয়, আর মুসলমান প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইবার

হয় কয়েকটি মুসলমান প্রতিষ্ঠান কর্ত্তৃক। নির্ব্বাচন তিন বছরের জন্য বহাল থাকিবে। এবং সদস্যগণের অতিরিক্ত ক্ষমতা লাভ হইল—

(১) গভর্ণমেণ্টকে শাসন কার্য্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে পারিবে।

(২) বাজেট সম্বন্ধে প্রশ্ন করা ও মন্তব্য পাশ করিবার অধিকার থাকিবে।

(৩) প্রস্তাব বিশেষে ভোট হইতে পারিবে, তবে গভর্ণমেণ্ট কোন সিদ্ধান্তে বাধ্য হইবে না।

সম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন পদ্ধতির প্রবর্ত্তনের বিষময় ফলে নবসংস্কার হিত না করিয়া বরং অহিতই করিল বেশী। এই সংস্কারে কেবল আলোচনা ও মতামত প্রকাশেরই সুবিধা হইল. কিন্তু কোন সুফল হইল না। গভর্ণর জেনারেল এবং প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাদের উপরেই সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব রহিল। কেবল আলোচনার ক্ষমতা ছাড়া জনসাধারণের হাতে প্রকৃত কোন ক্ষমতা প্রদান মর্লির উদ্দেশ্য ছিল না। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন :—

If it could be said that this chapter of reforms led directly or indirectly to the establishment of a parliamentary system in india. I, for one would have nothing at all to do with it.

এই রিফরম্‌স সম্বন্ধে কংগ্রেসের চতুর্বিংশতি অধিবেশনের সভাপতি পণ্ডিত মদন মোহন মালব্য বলেন—

"এই অধিবেশনের পাঁচ সপ্তাহ পূর্ব্বে শাসন সংস্কার প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে আমাদের আনন্দ করিবার কিছুই নাই। ভাইসরয়ের কাউন্সিলে এবং মান্দ্রাজ এবং বোম্বাই গভর্ণরের পরিষদে ভারতীয়গণের নির্ব্বাচনের কথা থাকিলেও নির্ব্বাচনক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্রয় দেওয়া হইয়াছে। মুসলমানদিগকে স্বতন্ত্র নির্ব্বাচনে (Separate Electorates) সুবিধা দিয়াও আবার সাধারণ নির্ব্বাচন কেন্দ্রেও দাঁড়াইবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে। পাঞ্জাব ও "পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ" এই দুই প্রদেশে হিন্দুর সংখ্যা কম থাকিলেও

তাহাকে সেরূপ সুবিধা দেওয়া হয় নাই। তিন হাজার টাকা বার্ষিক আয়ের উপর যে মুসলমান আয়কর (Income-tax) দেয়, তারই ভোট দেওয়ার ক্ষমতা আছে, কিন্তু অ-মুসলমান ত্রিশলক্ষ টাকার উপর ট্যাক্স দিলেও তাহার সে অধিকার নাই। পাঁচবৎসর পূর্ব্বে যে মুসলমান ছাত্র গ্রেজুয়েট হইয়াছে, তাহার ভোট আছে, ত্রিশবৎসরেরও অমুসলমানের তাহা নাই। মনোনয়নের (Nomination)-এর উপরই বেশী জোর দেওয়া হইয়াছে। কেবল মিউনিসিপ্যালিটী ও ডিষ্ট্রিক্ট-বোর্ডের মেম্বারদিগকে নির্ব্বাচিত হইবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে।"

পাটনার সৈয়দ হাসান ইমাম সাহেব স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন প্রথার বিরুদ্ধে বিশেষ সুচিন্তিত যুক্তি উপস্থিত করেন।

পাঞ্জাবের সুন্দর সিং ভাটিয়া বলেন—

"For the first time a barrier was raised between Mohomedans and Non-Mohomedans. Under Mohomedan rule the highest offices were open to Hindus. Now they were sent to a back seat."

বঙ্গভঙ্গ, কর্জ্জন-নীতি, ফুলারের প্রকাশ্যোক্তির পরে এইরূপ পরিণতি অপ্রত্যাশিত ছিল না। ১৯০৪ হইতেই হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতিতে বিধাতাই বাধ সাধেন। কবে আবার ভারতবাসী সেই পার্থক্য ভুলিয়া 'ভাই ভাই' এক হইবে—তিনিই জানেন।

এই মিণ্টো মর্লি সম্বন্ধে (India Councils Act of 1909) কংগ্রেসের চতুর্ব্বিংশতি অধিবেশনে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি পাশ হয়:—

স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন পদ্ধতিতে কংগ্রেস বিশেষ অসম্মতি (dis approval) প্রকাশ করিতেছে এবং নিম্নলিখিত কারণে সমস্ত দেশেই বিশেষ অশান্তি উৎপাদিত হইয়াছে—

(1) The excessive and unfairly preponderent share of representation given to the followers of one particular religion."

নির্ব্বাচনে এক সম্প্রদায়কে অন্যায় অধিকার দেওয়া হইয়াছে।

(2) The unjust, invidious and humiliating distinctions made between Muslim and Non-Muslim subjects of His Majesty মুসলিম ও অ-মুসলমানের মধ্যে খুব অন্যায়, অসঙ্গত ও অবজ্ঞার্হ পার্থক্য উৎপাদন করা হইয়াছে।

(৩) বহু গুণী এবং জ্ঞানী ব্যক্তিকে নির্ব্বাচন অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে।

১৯০৯ সালে সুরেন্দ্রনাথ ইংলণ্ডে দেশে বেড়াইতে যান। তাহার অবস্থান কালে সেখানে ইণ্ডিয়া অফিসের সম্মুখে Major Curzon wyllie কে ডিন্‌ঙগ্রা নামক একব্যক্তি খুন করে। এসম্বন্ধে কংগ্রেসের সভাপতি মহাশয় বিশেষ ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

পঞ্চবিংশতি অধিবেশন হয় এলাহাবাদে ১৯১০-এর ২৬শে হইতে ২৯শে ডিসেম্বর। সভাপতি হন স্যার উইলিয়ম ওয়েডারবার্ণ।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হন পণ্ডিত সুন্দর লাল।

সম্রাট ৭ম এডওয়ার্ডের মৃত্যুতে গভীর বেদনা প্রকাশ এবং সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের সিংহাসনারোহণে তাহাকে বিনীত অভিবাদন জ্ঞাপন করা হয়। ভারতের পরবর্ত্তী ভাইসরয় লর্ড হার্ডিংকেও সাদর অভ্যর্থনা* জ্ঞাপন করা হয়।

বঙ্গভঙ্গ সম্বন্ধে পূর্ব্বের ন্যায় প্রস্তাব হয়। সভাপতি মহাশয় শ্বেতাঙ্গ রাজকর্ম্মচারীগণ ও শিক্ষিত ভারতবাসীর মধ্যে, নির্ব্বাচন ব্যাপারে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে এবং মডারেট (নরম পন্থী) ও এক্‌স্‌ট্রিমিষ্ট (গরমপন্থী) এর মধ্যে পার্থক্য সম্বন্ধে বিশ্লেষণ করিয়া বলেন, "আত্মনির্ভরতা ভাল সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহা যেন অন্য দেশবাসীর উপর ঘৃণায় না পর্য্যবসিত হয়। তিনি আশা করেন যে ভারতের যুক্ত রাজ্য United States of India অদূর ভবিষ্যতে গঠিত হইবে।"

* Begs to convey to H. E. an earliest assurance of its desire to co-operate loyally with the Government in promoting the welfare of the people of the country.

পঞ্চদশ প্রস্তাবটিতে আবার ১৯০৯ ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল সম্বন্ধে আলোচনা হইয়া ইহার সংশোধনকল্পে গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করা হয়, নতুবা লর্ড মিণ্টো অনুষ্ঠিত অসমাঞ্জস্য ও অসমদর্শিতা থাকার দরুণ সাম্প্রদায়িক সমস্যা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইবে। ডাক্তার সতীশ বন্দোপাধ্যায় বলেন—

এই ধারাগুলিতে সংস্কারের উপকারিতা ব্যর্থ হইয়াছে। তেজ বাহাদুর সাপ্রু বলেন: "সকল সম্প্রদায়কে সমভাবে দেখা কর্ত্তব্য। নবাব সাদিক আলি সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে তীব্র মত প্রকাশ করিয়া সমগ্র মুসলমান সম্প্রদায়কে ইহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মানের জন্য অনুরোধ করেন—

Made a strong appeal to his fellow Muslims to be united and patriotic. He said; "for the sake of certain paltry gains in the Services or in the Councils, do not sacrifice the larger hopes of an ampler day."

সেইখ ফইজ এবং ইউসুফ হোসেন তাঁহাকে সমর্থন করেন। মিঃ হোসেন স্পষ্টভাবে বলেন, "It was not honest of the Muslim League to demand an unfair amount of representation."

"মুসলিম লীগ যে এরূপ অসমান নির্ব্বাচন সুবিধার জন্য চেষ্টা করিয়াছিল, তাহা তাহাদের পক্ষে খুবই অন্যায় হইয়াছে।"

অবশ্য প্রেসিডেণ্ট তাঁহাকে এইরূপ উক্তিতে বাধা দেন এবং সুরেন্দ্রনাথ এই কথা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত এবং কংগ্রেসের সহিত ইহার বিন্দুমাত্র সম্বন্ধ নাই বলিয়া ওজস্বিনী ভাষায় এইভাবে বুঝাইয়া দেন।

কংগ্রেসের এই পঞ্চবিংশতি অধিবেশন হয় ১৯১০ সনের ২৬শে ডিসেম্বর হইতে ২৯শে তারিখ পর্য্যন্ত। সভাপতি স্যার উইলিয়াম ওয়েডারবার্ণ মহাশয় রিফর্ম্ম সম্বন্ধে ও হিন্দু মুসলমানের বৈষম্যের একটা মীমাংসা করিতে ইংলণ্ড হইতে ভারতে আসিয়াছিলেন। অবশ্য তাঁহার চেষ্টায় কোন ফল হয় নাই।

এই সময় সাধারণ সভাসমিতি প্রায় বন্ধই থাকে। তাই সিডিসাস্

মিটিংস্ য়্যাক্টের কার্য্যকাল ফুরাইলে আর যেন উহার পুনঃপ্রবর্ত্তন না হয়, সে সম্বন্ধে মিঃ যোগেশ চৌধুরী প্রস্তাব করেন। ১৯১০ সনের এই প্রেস আইন প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, বৈপ্লবিক আন্দোলনের দমন-কল্পে।* প্রারম্ভে ইহার ধারাগুলি এত কঠোর ছিল যে লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্নও (তখন স্যার) পদত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। পরে কিছু অদল বদল হয়।

ইতিমধ্যে ১৯০৮ সনের শেষ দিকে স্বর্গীয় অশ্বিনীকুমার দত্ত, কৃষ্ণকুমার মিত্র, রাজা সুবোধ মল্লিক, শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা, সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু, পুলিন বিহারী দাস ও ভূপেশচন্দ্র নাগকে ১৯০৮ সনের সংশোধিত আইন অনুসারে যে আটক করা হয়, ১৯১০ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে পুনরায় তাঁহাদিগকে মুক্তিপ্রদান করা হয়।

কংগ্রেসের ষড়বিংশতি অধিবেশন হয় কলিকাতায় ১৯১১ খৃষ্টাব্দে। লক্ষ্ণৌর উকীল পণ্ডিত বিষেণনারায়ণ দর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এইবারে প্রথমে ইংলণ্ডের শ্রমিক সভ্য মিঃ রামজে ম্যাকডোনাল্ডকে [পরবর্ত্তী প্রধান মন্ত্রী (Prime Minster)] সভাপতি করিবার কথা হয়। কিন্তু স্ত্রীবিয়োগে কাতর থাকায় তিনি আসিতে সক্ষম হন নাই।

এই সময় সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ ও সম্রাজ্ঞী মেরী দিল্লী হইয়া (১৯১১ ডিসেম্বর) কলিকাতায় শুভাগমন করেন। ভারতের প্রদেশগুলির শাসন সংক্রান্ত ব্যবস্থা সম্বন্ধে তিনি ১২ ডিসেম্বর কতকগুলি ঘোষণা করেন—

† পরবর্ত্তী রৌলট বা সিডিসাস কমিটির রিপোর্ট হইতে পাওয়া যায় যে ১৯০৬ সন হইতে ১৯১৬ সন পর্য্যন্ত এক বাঙ্গলা দেশেই ২১০টি বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা হয়। প্রায় দেড় হাজার লোক এই প্রচেষ্টায় সংশ্লিষ্ট বলিয়া অনুমিত হয়। মামলা হয় ৩৯টি এবং ৮৪ জন অপরাধী প্রমানিত হয়। দশটি যুদ্ধ-ষড়যন্ত্রের (ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ১২১ক ধারা) মোকদ্দমা হয়, তাহাতে অভিযুক্ত হয় ১৯২ জন, দণ্ড পায় ৬৩ জন। অস্ত্র ও বিস্ফোরক আইন অনুসারেও (Arms Act and Explosgive Substances Act ৫৯টি মোকদ্দমা হয়।

(১) ভারতের রাজধানী কলিকাতা হইতে দিল্লীতে স্থানান্তরি হইল ; [এই সময় স্যার আলি ইমাম আইন সদস্য ছিলেন]

(২) বঙ্গভঙ্গ রহিত হইয়া যুক্ত বাঙ্গালা গঠিত হয়। এবং একজন গভর্ণরের দ্বারা শাসিত হইবে স্থির হয় ;

(৩) আসাম প্রদেশের চীফ কমিশনারের স্থানে একজন লেফটেনাণ্ট গভর্ণর নিযুক্ত হন।

(৪) বিহার ও উড়িষ্যা একটি স্বতন্ত্র প্রদেশে পরিণত হয়।

দিল্লী দরবারে সম্রাটের উপরোক্ত ঘোষণা সম্বন্ধে কংগ্রেসের অধিবেশনে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি পাশ হয়—

"That this Congress respectfully begs leave to tender to His Imperial Majesty the King Emperor an honourable expression of its profound gratitude for his gracious announce ment modifying the Partition of Bengal. The Congress also places on record its sense of gratitude to the Government of of India for recommending the modification and to the Secretary of State for sanctioning it. In the opinfon of this Session of the Congress, this administrative measure will have a far reaching effect in helping forward the policy of concilia-tion with which the honoured names of Lord Hardinge and Lord Crew will ever be associated in the public mind.

"That this Congress desires to place on record its sense of profound gratitude to his Majesty the King Emperor for the creation of separate province of Behar and Orissa under a Lieutenant Governor jn Council and prays that in re-adjusting the provincial boundaries, the Government will be pleased to place *all the Bengali speaking districts under one* and the same admini stration."

যুক্তপ্রদেশ ও পাঞ্জাবে কার্য্যকরী পরিষদ এবং মধ্যপ্রদেশ ও বেরারে যেন ব্যবস্থাপক সভা হয়—এই সম্বন্ধে প্রস্তাব হয়। মাননীয় ভূপেন্দ্রনাথ বসু ছিলেন অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি। তিনি বলিলেন, "সম্রাট এখন ভারতে রহিয়াছেন, তাঁহাকে আমরা সাদরাভ্যর্থনা করি

কেবল সম্রাট বলিয়া নহে, আমাদের ত্রাণকর্ত্তারূপেও—"Not only as our King and Emperor but our deliverer।" ভারতসচিব লর্ড ক্রুকেও অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করা হয় ও লর্ড হার্ডিঞ্জকে প্রশংসাবাদ করা হয়—That statesman lonely and serene who saw the wrong and did the right.

সাম্প্রদায়িক সমস্যা সম্বন্ধে গত বৎসরের প্রস্তাবটি রাখা হয়—এবং প্রস্তাব হয়—That the Congress strongly deprecates the Extension of the principle of Separate Communal electorates to Municipalitiees, District Boards or other Local Bodies.

বঙ্গভঙ্গ রদ হওয়ায় বাঙ্গালার ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের আন্দোলন শেষ পর্যন্ত জয় যুক্ত হইয়াছে সন্দেহ নাই, তবে ভারতের রাজধানী পরিবর্ত্তিত হইয়া দিল্লীতে স্থানান্তরিত হওয়ায় যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহার পূরণ হয় নাই। পূর্ব্বে বাঙ্গলা বলিতে ভারতের সর্ব্বপ্রধান প্রদেশ (Premier Province) বুঝাইত, এখন সেই বৈশিষ্ট্য ক্ষুণ্ণ হইল। তথাপি আমরা সভাপতি পণ্ডিত বিষেণ নারায়ণের কথার প্রতিধ্বনি করিতেছি—"ঘোরতর অন্যায়ের প্রতিকার কল্পে বাঙ্গালাদেশ যে বিরাট সংগ্রামে বদ্ধপরিকর হইয়াছিল, তাহা জয়যুক্ত হইয়া বাঙ্গালীকে আরও গৌরবান্বিত করিয়াছে।"

দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীজির নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধে কংগ্রেসের সমর্থন ছিল এবং তাহাতে ফলও হইয়াছিল।

১৯১২ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বরের শেষ দিকে একটী দুর্ঘটনা ঘটে। অজ্ঞাত ব্যক্তির* নিক্ষিপ্ত বোমায় ভাইসরয় আহত হন। ইহাতে দেশবাসী বিশেষ দুঃখিত ও মর্ম্মাহত হয়।

সপ্তবিংশতি অধিবেশন হয় বাঁকীপুরে ১৯১২ খৃষ্টাব্দে। সভাপতি

* রাসবিহারী বসু নাকি ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন বলিয়া অনেকে মনে করেন।

হন, আর, এন, মুধলকার ও অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হন মৌলবী মজরুল হক। বেহারে হিন্দু-মুসলমানে যে কখনও কোন ঝগড়া ছিলনা, তিনি তাহা উল্লেখ করেন এবং দিল্লীতে ভাইসরয়ের উপর যে আক্রমণ হইয়াছে সে সম্বন্ধেও তিনি গভীর বিক্ষোভ প্রকাশ করেন।

জেনারেল সেক্রেটারী ও কংগ্রেসের সৃষ্টি ও গঠনকর্ত্তা (Father of the Congress) **এ, ও, হিউমের** মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা হয়।

এইবার প্রতিনিধি-সংখ্যা কমিয়া ২০০তে নামে।

অষ্টবিংশতি অধিবেশন হয় করাচীতে (সিন্ধুদেশে) ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে। কংগ্রেসের অন্যতম কর্ণধার, জেনারেল সেক্রেটারী মিঃ জে ঘোষালের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ হয়। অঃ সঃ সভাপতি হন এচ্ বিষেণদাস।

এই সময়ে কংগ্রেস মুসলমানদের সহানুভূতি লাভে সমর্থ হয়। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের অধিবেশনে নবাব সৈয়দ মহম্মদ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তুরস্ক সম্বন্ধে ব্রিটিশের রাজনীতি মুসলমানদিগকে যে সন্তুষ্ট করিতে পারে নাই, পাটনা অধিবেশনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মৌলনা মজরুলহক তাহা প্রকাশ করিতে দ্বিধা করেন নাই। এবারকার সভাপতিও 'অটোমান' শক্তি ইউরোপ হইতে বিতাড়িত হওয়ায় গভীর অসন্তোষ প্রকাশ করেন। পারস্যের ব্যাপারেও মুসলমানরা তৃপ্ত হইতে পারে নাই।

অধিবেশনে হিন্দু মুসলমান একসঙ্গে যাহাতে স্বায়ত্তশাসন লাভে সমর্থ হয়, এই রকমের প্রস্তাব পাশ হয়। মুসলীম লীগও এবারকার অধিবেশনে স্বায়ত্তশাসনই উদ্দেশ্য বলিয়া মন্তব্য পাশ করেন।

এইবার ডিনশা ওয়াচা কংগ্রেসের সেক্রেটারীর পদে ইস্তফা দেন। তিনি ১৮ বৎসর সেক্রেটারীর কাজ করিয়াছিলেন।

ইহার পরেই ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে ইউরোপের মহাসমর আরম্ভ হয় এবং ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের নভেম্বরে ইহার অবসান ঘটে।

ঊনত্রিংশতি অধিবেশন হয় ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে আবার মান্দ্রাজে; ।পতি হন ভূপেন্দ্র নাথ বসু মহাশয়, আর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি স্যার এস্ সুব্রহ্মণ্য আয়ার। মিসেস বেসাণ্টও অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। এতদিন তিনি 'থিয়োজফি' ধর্ম্মপ্রচারেই বিশেষ ব্যস্ত ছিলেন। তাঁহার রাজনীতিক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়ায় কংগ্রেস আবার পুষ্টিলাভে সহায়তা পাইল। তাঁহার সঙ্গে অধিকাংশ থিওজোফিষ্টই কংগ্রেসের কাজে যোগদান করিতে লাগিলেন। বেসাণ্ট এই বৎসরে কংগ্রেসে যোগদান করেন এবং উভয় দল সম্মিলিত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন। মহামতি তিলকও জুন মাসে (১৯১৪) মুক্তিলাভ করিয়া সম্মানজনক সর্ত্তে মিটমাটের জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন, কিন্তু সফলকাম হইতে পারেন না—স্যার ফিরোজশা মেটা এবং মিঃ গোখেলের আপত্তির জন্য। তিলক আসিলেই আবার কংগ্রেসের একচ্ছত্রতা গ্রহণ করিবেন, এ ভয় তাঁহাদের ছিল। সুতরাং উভয় দলের সম্মিলনের জন্য ডক্টর আনি বেসাণ্ট যে সংশোধন প্রস্তাব আনিয়াছিলেন, তাহা গৃহীত হয় নাই।

সভাপতি মহাশয় এবং গান্ধীজী প্রমুখ অনেকেই ইংলণ্ডের এই দুর্য্যোগের সময় সংস্কার সম্বন্ধে দেশীয় লোকের তরফ হইতে যাহাতে পীড়াপীড়ি করা না হয়, সেরূপ মন্তব্য করেন। সভাপতি মহাশয় সম্মানজনক সর্ত্তে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন লাভ যেন হয়, ভারতীয়দিগকে যুদ্ধে যেন সৈন্য শ্রেণীভুক্ত করা হয় এবং দেশরক্ষা কল্পে স্বেচ্ছাসেবক (ভলাণ্টিয়ার) করা হয়, এই ভাবের বক্তৃতাই দিয়াছিলেন। ভূপেন্দ্রনাথ রাজভক্তির এমন গভীর উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন যে লোকে আশ্চর্য্য হয় যে, ইনি কি বরিশাল কনফারেন্সের (১৯০৬) সময়কার সেই ভূপেন্দ্রনাথ! মান্দ্রাজের গভর্ণর বাহাদুরও কংগ্রেস মণ্ডপ পরিদর্শন করিয়া তৃপ্ত হন। সর্ব্বোপরি মুসলিম লীগের সহিত একটা বুঝাপড়ার ভাব্ বেশ স্পষ্ট হইয়া উঠে। এবার অস্ত্র আইন সম্বন্ধে প্রস্তাব আনেন, লাক্ষ্ণৌর ব্যারিষ্টার অতুলপ্রসাদ সেন এবং

সমর্থন করেন সি, পি, রামস্বামী আয়ার। মিঃ সেন অস্ত্র উঠাইবার পক্ষে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়া বলেন—

"দেখুন, লাক্ষ্ণৌর একজন প্রসিদ্ধ জমিদার গভর্ণমেণ্টের পক্ষে সাক্ষী দিতে অস্বীকৃত হওয়ায়, তাহার বন্দুকের পাশ (license) বাতিল করা হয়, আর একটি স্থানে সম্প্রতি অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত ১০ জন ডাকাইত বাড়ী চড়াও করিয়া ২ জনকে মারিয়া ফেলে। বাড়ীতে যে সাতজন লোক ছিল, তাহাদের আত্মরক্ষার কোন অস্ত্রই ছিল না।"

মিঃ সেনের বক্তৃতাটি বড় হৃদয়গ্রাহী হয়।

রামস্বামী আয়ার (পরে স্যার) বলেন "কবি মিলটন বলেছেন অস্ত্র না থাক্‌লে কোন জাতিই স্বাধীন নয়—No Nation was a Free Nation unless its citizens were trained to the use of arms." Lord রবার্টসও বলেন, "A man was not fully a citizen if he was unable to defend himself, his home, his liberties."

ত্রিংশ অধিবেশন হয় ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে। লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ সভাপতি বরিত হন, আর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি থাকেন মিঃ ভিনসা ওয়াচা। লর্ড সিংহ পূর্ব্বে বড়লাটের সদস্যরূপে তিন বৎসর কার্য্য করেন, উহা ছাড়িয়া আবার ব্যারিষ্টারি করিতে প্রবৃত্ত হন। পরেও আবার বেহার প্রদেশের গভর্ণর হইয়া পাটনা যান। রাজনৈতিক ব্যাপারের সহিত তাঁহার সংশ্রবও ছিলনা। তবে একজন গভর্ণমেণ্টের বিশ্বস্ত লোক যদি স্বায়ত্তশাসন সম্বন্ধে কিছু মতামত প্রকাশ করেন, গভর্ণমেণ্ট তাহা শুনিতে পারে, এই জন্যই নাকি তাঁহাকে সভাপতি মনোনীত করা হয়। চীফ জাষ্টিস স্যার লরেন্স জেঙ্কিন্‌স্‌ও নাকি সত্যেন্দ্র প্রসন্নকে সভাপতি হইতে অনুরোধ করেন, তবে নর্টন সাহেব মনে করেন—'ইহাতে কংগ্রেসের আদর্শ খুবই ক্ষুণ্ণ হইবে'। আইনজ্ঞোর বিশ্লেষণে লর্ড সিংহ স্বায়ত্তশাসন সম্বন্ধে Lincoln-এর সংজ্ঞা উদ্ধৃত করিয়া বলেন, "Self-Government-এর অর্থ Govern-

the people,. by the people, for the peoples তবে"
কতায় রাজভক্তির বড় বেশী বাড়া-বাড়ি হইয়াছিল।

যেমন তিনি বলেন—

"ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট আমাদিগকে যে-সব সুখসচ্ছন্দে অনুগৃহীত করিয়াছেন তার তুলনা নাই, তবে তাহা তো স্বায়ত্তশাসনের কাছে কিছুই নয়। তবে সেই শাসন আমরা তিন রকমে পেতে পারি— (১) গভর্ণমেণ্টের স্বেচ্ছাকৃত দানে (২) জোর পূর্ব্বক আদায় করিয়া, wresting it from them, অথবা (৩) আস্তে আস্তে মানসিক, নৈতিক ও অর্থসম্বন্ধীয় বিষয়ে উন্নতি করিয়া, By such progressive improvement in their mental moral and material condition as would render the Indians worthy of it and make it impossible for their rulers to withold it. "প্রথমটি দিলেও নোব না, দ্বিতীয়টি অগ্রাহ্য, তৃতীয় উপায়ে হ'তে পারে যদি বৃটেনের অভিভাবকত্বে থাকি। শীঘ্র হয় তো তা হবে না, তবে কল্পনাতীত কাল পর্য্যন্তও অপেক্ষা ক'রতে হবে না।" আর এরূপ উক্তি—লর্ড কর্জ্জন যে মহারাণীর ঘোষণার অর্থে ভারতবাসীর যোগ্য হওয়ার উপযুক্ততা বুঝাইয়া দিয়াছিলেন এই বক্তৃতাও তাহারই পুনরাবৃত্তি ভিন্ন আর কিছুই নয়।

মানসিক উপায়ে সংস্কার-অর্জ্জন আমাদের শতবর্ষেও সম্ভব হয় কি না সন্দেহ। সুতরাং তাহার অভিভাষণ অতিশয় নৈরাশ্যব্যঞ্জক হইয়াছিল। যাহা হউক এইরূপ বক্তৃতার এই শেষ।

এই অধিবেশনে মিসেস্ আনি বেসাণ্ট্ উপস্থিত ছিলেন। স্বায়ত্তশাসন প্রস্তাব সমর্থন করিয়া তিনি যে ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা দেন, তখন সেই মন্থরগতি সম্মিলনেও যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে যেন বিদ্যুৎ সঞ্চার হইয়াছিল। তিনি বলেন—

"স্বায়ত্তশাসনই একমাত্র আলোচনা করিবার বিষয়। ইহা পাইলে অস্ত্র আইন অন্তর্হিত হইবে, রাজদ্রোহ অপরাধে সভা সমিতি বন্ধ

হইবে না, বিনা বিচারে কাহাকেও আটক করিবার ভয় থাকিবে না। ভারত রুগ্ন ব্যক্তির মত অকর্ম্মণ্য নয়, তার শক্তি অসীম, বীরোচিত এতদিন সে নিদ্রাভিভূত ছিল, কিন্তু এখন সে জাগ্রত। তোমরা সেই সব বীরের সন্তান, যদি আত্মবিশ্বাস থাকে, তবে তোমরা যাহা চাহিবে তাহাই পাইবে।"

"This is the largest and most momentous step, the Congress had over taken. If they had self-Government, it would sweep away the Arms Act, the Press and Seditious Meedings Act and get rid of the right to intern without trial. India was not a sick man but was a giant who had hitherto been asleep but was now awake. India claims the right as a Nation, to justice, among the peoples of the Empire. They, the children of the warriors were worthy to govern the country and if they believed more in their power they would get what they wanted."

এখন পণ্ডিত জওহরলালের বক্তৃতায় যেরূপ প্রাণসঞ্চার হয়, তখন আনি বেসাণ্টের বক্তৃতায়ও সেরূপ হইত। বোম্বাইতে এই সময় মুসলীমও লীগের অধিবেশন হয়। উহার সভাপতি হন মৌলনা মজরুল হক সাহেব। আন্তর্জ্জাতিক কারণের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আরও একটী আকস্মিক কারণে মুসলমানগণ কংগ্রেসের সহিত সম্মিলিত হইতে প্রবৃত্ত হন। বোম্বাই গভর্ণমেণ্ট মুসলিম লীগের কার্য্যাবলীর উপর হস্তক্ষেপ করায় উহার সভ্যগণ উত্তেজিত হন, আর ইহাতেই কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মিলনের পথ সুগম হইয়া উঠে।

ত্রিংশ অধিবেশনেই সেই সম্মেলনীতে মডারেট দল কি আর তেমনি শক্তিশালী দেখা গেল না। ইতিমধ্যে গোখেল ১৯১৫-এর ১৫ই ফেব্রুয়ারী এবং মেটা ইহারই কয়েক মাস পরে নবেম্বর মাসে মানবলীলা সম্বরণ করেন। ওয়াচারও পূর্ব্বশক্তি ছিল না, বিশেষতঃ তিনি তো রাজনৈতিক সংস্রব এক রকম পরিত্যাগই করিয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বে তিলক একটী হোমরুল লীগ দল গঠন করিয়া অগ্রগামি-

.কে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া ফেলিতে লাগিলেন। পুণা প্রাদেশিক সম্মেলনীতে (৪ঠা মে, ১৯১৫) তিনি অনেকটা কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন। ইহারই কয়েকমাস পরে ডিসেম্বর মাসে বোম্বাই নগরীতে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। আর তাহাতে প্রায় আড়াই হাজার প্রতিনিধি উপস্থিত থাকেন। পূর্ব্বোক্ত প্রাদেশিক সম্মেলনীর সভায় মিটমাটের কোন সূত্র না থাকিলেও দুইটী মন্তব্য বেশ আশাপ্রদ ও সুবিধাজনক হয়ঃ—

(১) এই কংগ্রেসের অধিবেশনে XIX Resolutionএ নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি (অল্ ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটী)-কে মুসলিম লীগের কর্ম্মকর্ত্তৃগণের (Executive)-এর সহিত স্বায়ত্তশাসনের একটী গঠন প্রণালী (Scheme) নির্দ্ধারণ করিতে নির্দ্দেশ দেওয়া হয়।

(২) এই অধিবেশনে কংগ্রেস গঠনপ্রণালীর (Constitution) নিয়মাবলী একটু সংশোধিত হয়। যেমন—

"১৯১৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বরের অন্ততঃ দুই বৎসর পূর্ব্বে যে সমস্ত সমিতি গঠিত হইয়াছে আর সে সমস্ত সমিতির উদ্দেশ্য যদি কংগ্রেসের উদ্দেশ্যানুরূপ হয় (Attainment of Self Government within the British Empire by constitutional means), তবে এই সব সমিতি কর্ত্তৃক মনোনীত সাধারণ সভ্য কংগ্রেসের প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত করিতে পারিবে।"

এই পরিবর্ত্তনেই জাতীয় বা অগ্রগামী দলের কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগদানের পথ সুগম হয়। এই নিয়মটি প্রবর্ত্তিত হওয়ায় তিলক যে খুবই আনন্দিত হইলেন, তাহা বলাই বাহুল্য।

গান্ধীজীও অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন।

সংস্কার সম্বন্ধে এই অধিবেশনে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি পাশ হয়—

"That this Congress is of opinion that the time has arrived to introduce further substantial measures of reform towards the attainment of Self-Government as defined in Article I of Constitution. namely. reforming and liberalising the system

of Government in this country so as to secure to the people an effective control of it amongst others by—

(a) The introduction of Provincial Autonomy including financial independence.

(b) Expansion and Reform in the Legislative Councils so as to make them truly and adequately representative of all sections of the people and to give them an effective control over the acts of the Executive Government.

(c) The re-construction of the various existing Executive Councils and the establishment of similar Executive Councils in provinces where they do not exist.

(d) The reform or the abolition of the Council of the Secretary of State for India.

(e) Establishment of Legislative Councils in provinces where they do not now exist.

(f) The re-adjustment of the relation between the Secretary of State for India and the Government of India.

(g) A liberal measure of Self-Government.

That this Congress authorises A. I. C. C. (All India Congress Commetee) to frame a scheme of reform and a programme of continuous work educative and propagandistic having regard to the principles embodied in this resolution and further authorises the said Committee to confer with the Committee that may be appointed by the All India Moslem League to the same purpose and to take further measures as may be necessary; the said Committee to submit its report on or before the 1st, September to the General Secretaries who shall circulate to the different Provincial Congress Comittees as early as possible.

অতঃপর দেশবাসীও কংগ্রেসকে আর সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যে রাখিতে ইচ্ছুক রহিল না। নূতন পুরাতন, নরম গরম, ধীরপন্থী অগ্রগামী সকলে সম্মিলিত হইয়া ১৯১৬ সন হইতে আবার তথাকথিত কংগ্রেসকে জাতীয় কংগ্রেসে পরিণত করে। হিন্দু মুসলমানও সম্মিলিত হয়। এই ঐতিহ্যের গৌরব লক্ষ্ণৌ সহরের। সেখানেই

একত্রিংশতি অধিবেশন হয়, আর সভাপতি হন বৃদ্ধ নেতা অম্বিকাচরণ মজুমদার মহাশয়। এখানেই "কংগ্রেস-লীগ-স্কীম" নির্দ্ধারিত হয়। ইতিপূর্ব্বে কমিটী গঠিত হইয়া লীগ ও কংগ্রেসের মধ্যে সাধারণ নিয়মগুলি সব ঠিক হয়।

কংগ্রেসের উভয় পক্ষের মিলনের জন্য ১৯০৮ সন হইতেই বাঙ্গলা হইতে চেষ্টা হয় আর সেই মিলনের সুর বাজিয়া উঠে পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনীর সভাপতিরূপে রবীন্দ্রনাথের মাতৃভাষায় পঠিত অভিভাষণে। তিনি স্পষ্টই বলেন*—

"কংগ্রেস কন্‌ফারেন্‌সের কার্য্যপ্রণালীরও বিধি সুনির্দ্দিষ্ট হওয়ার সময় আসিয়াছে। এমন না করিয়া কেবল বিপদ বাঁচাইয়া চলিবার জন্য দেশের এক এক দল যদি এক একটী সাম্প্রদায়িক কংগ্রেসের সৃষ্টি করেন, তবে কংগ্রেসের কোন অর্থই থাকিবেনা। কংগ্রেস সমগ্র দেশের 'অখণ্ড সভা'—বিঘ্ন ঘটিবামাত্রই সেই সমগ্রতাকেই যদি বিসর্জ্জন দিতে উদ্যত হই, তবে কেবলমাত্র সভার সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া আমাদের এমন কি লাভ হইবে?"

কিন্তু অগ্রগামী দল মিলিত হইতে চাহিলেও নরমদল চাহিবে কেন? বৎসরান্তে তাহাদের একটী যেমন সভা হইত, এখন হইতেই তাহা হইবে। আর সেই সভার মারফতে দেশে নেতৃত্ব সমভাবে চালিত হইবে। তাই ১৯১৪ সন পর্য্যন্ত সেদিক হইতে বিশেষ কোনরূপ চেষ্টা হয় নাই। বাঙ্গলার নেতৃবৃন্দকে জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন—মেটার অমত, মেটাই যেন একচ্ছত্র সম্রাট! ১৯১৪ সনের অধিবেশনে ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় চেষ্টা করিবেন বলিয়াছিলেন। কিন্তু একখানি চিঠি লেখা ছাড়া খুব যে চেষ্টা করিয়াছিলেন, ইহার প্রমাণ নাই। আর মিঃ গোখেলতো শেষ পর্য্যন্ত প্রতিবন্ধকই হইয়াছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ, ভূপেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সকলেই অতঃপরে সরকারী

* প্রবাসী ১১ সংখ্যা ১৩১৪ ফাল্গুন, পৃঃ ৬৪২।

চাকুরীতে নিযুক্ত হন, তাঁহারা নবোদ্ভূত নবশক্তি সম্বন্ধে খুব জাগ্রত ছিলেন কিনা সন্দেহ, আর থাকিলেও উহার পরিপুষ্টি সম্বন্ধে খুব আগ্রহশীল ছিলেন না। বিশেষতঃ সাহেবদিগকে সভাপতি করিবার আগ্রহও তাহাদের কম নয়, তাঁহাদের মত চলিলে সাতমণ তেল পুড়িবার আর সম্ভাবনাও ছিল না। তথাপি কংগ্রেসের দ্বার কাহারও নিকট রুদ্ধ থাকা উচিত নয়। আর অগ্রগামী দলের মধ্যে অনেকেই ছিলেন ত্যাগী, কর্ম্মী, বিপদের সম্মুখে অটল—কাজ হইলে তাঁহাদের দ্বারাই কাজ হওয়া সম্ভব। এদিকে তাঁহাদের নেতা মহামান্য তিলক ১৯০৮ সালে কেশরীতে বাঙ্গলা দেশের বোমা সম্বন্ধে প্রবন্ধের জন্য আবার ছয় বৎসরের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। অরবিন্দ প্রথমে কাররুদ্ধ, পরে দেশত্যাগী। চিত্তরঞ্জন দাশ, অরবিন্দ, বারীন্দ্র প্রভৃতি বিপ্লবিগণের আদালতে পক্ষ সমর্থনে ব্যস্ত, বিপিন পাল দেশ ছাড়িয়াছেন, অশ্বিনীবাবু, মনোরঞ্জনবাবু, শ্যামসুন্দর, সুবোধ মল্লিক প্রভৃতি অন্তরীণাবদ্ধ হইয়াছিলেন। অগ্রগামীদলের তরুণগণ কর্ণধারবিহীন—কিন্তু তথাপি যে নবশক্তির সঞ্চার হইয়াছে, তাহা কিছুতেই ধ্বংসের দিকে যায় নাই। তাই একজন পরিচালকেরই অভাব হইয়াছিল। সেই সময়ে আনি বেটান্টই যেন পরিচালনার ভার গ্রহণ করিলেন। শুভক্ষণে তিনি "হোমরুল লীগ" গঠন করিলেন। পন্থা পূর্ব্ববৎ হইলেও (constitutional means) তাঁহার বক্তৃতায় যেন আগুন ছুটিত। তিনি হোমরুলের জন্য এত বেশী উদ্দীপনা সঞ্চার করিতে লাগিলেন, তখন ইহাই হইল সংঘর্ষের প্রধান অস্ত্র fighting programme। আর বেরার ও বোম্বাই প্রদেশে প্রবেশ সরকার কর্ত্তৃক নিষেধাজ্ঞা হওয়ায় সকলে আরও তাঁহার পক্ষপাতী হইয়া উঠিল। তরুণ যাহা চাহিয়াছিল তাহা তখনকার মত তাঁহার নিকট পাইল আর সাগ্রহে সকলে তাঁহার নেতৃত্ব গ্রহণ করিল। সেই মিলনের আগ্রহ সে দিন তরুণগণের মধ্যে মডারেট কংগ্রেসেও এত পরিলক্ষিত হইল যে পুরাতন

রেন্দ্রবাবুই হৌন, ভূপেনবাবুই হৌন, কাহারও সেই জলতরঙ্গ রোধ করিবার সাধ্য রহিল না। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে যে মিলন সম্ভব হইয়াছিল এই নব শক্তির প্রভাবই তাহার একমাত্র কারণ। আর বেসাণ্টই তাহার মূলে। ইতিমধ্যে ইংলণ্ডে গিয়াও তিনি তাহার নবভাব প্রচার করিয়া আসিয়াছেন। ১৯১০ সনে বেসাণ্ট যখন ভারতের হোমরুল লীগ করেন, দাদাভাই নৌরজী তাঁহার সহিত একমত হন। বাঙ্গলা হইতে মতিলাল ঘোষ, আবদুল রসুল হীরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি অনেকে যোগদান করেন। ইতিপূর্ব্বে তিলকও একটি হোমরুল লীগ গঠন করিয়াছেন। এখন উভয়েই কংগ্রেসের সহিত এক সঙ্গে কাজ করিয়া হোমরুলের প্রচার করিতে অগ্রসর হইলে সমগ্র কংগ্রেসই এক রকম তাঁহার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল। বেশান্ত ও তিলক এক উদ্দেশ্যে কাজ করিতে লাগিলেন। নূতন দল সকলেই তাঁহাদের পক্ষপাতী হইতে লাগিল। লক্ষ্ণৌতে মডারেট অগ্রগামী সকলেই গেলেন। রাসবিহারী, ভূপেন্দ্রনাথ প্রভৃতি ছিলেন, তিলক, খাপর্দ্দে বেসাণ্ট, গান্ধী ও পোলক ও ছিলেন, আবার রাজা অব মাহমুদাবাদ, মজরুল হক, জিন্না, রসুল প্রভৃতিও ছিলেন। আবার তিলকও ২০০ শত সেচ্ছাসেবকসহ সেখানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। রাসবিহারী ও তিলক পরস্পর করমর্দ্দন ও প্রীতিবন্ধনে সেইখানেই মিলিত হন। কংগ্রেসের পদ্ধতি মুসলিমলীগও মানিয়া লইল। অধিবেশনে প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভা, প্রাদেশিক সরকার, ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা প্রভৃতি সম্বন্ধে নানারূপ নিয়ম কানুনের খসড়া গঠিত হয়। ইতিপূর্ব্বে কংগ্রেস কমিটী এবং মুসলীম লীগের কার্য্যকরী সভা ও একসঙ্গে বসিয়া সমস্ত বিষয়ে একমত হইয়াছিলেন—

সেই মহতী সভায় সভাপতি অম্বিকাবাবু বলেন—

"After nearly ten years of painful separation and wanderings through the wilderness of misunderstanding and the mazes

of unpleasant controversies both the wings of the N National Party have come to realise the fact that united they stand but divided they fall and brothers have at last met brothers and embraced each other with the gush and ardour, peculiar to reconciliaton after a long long separation. Blesed are the peace-makers.

"দশ বৎসর বিচ্ছেদের পরে আবার আমাদের মিলন হইল। ভাই ভাই-এর হাতে হাত মিলাইল। শান্তিপ্রয়াসীরা দীর্ঘজীবী হউন।"

এই সভায় অম্বিকাচরণ অপেক্ষা যোগ্যতর সভাপতি কেহ ছিলেন না বলিয়াই প্রতীতি হয়। কারণ নবভাবধারার গতি তিনি যেরূপ লক্ষ্য করিয়াছিলেন, অন্য কোন নরম পন্থী নেতারা সেরূপ করিয়াছিলেন কিনা সন্দেহ। তিনি সত্যই বলেন, "দেশে এক নবজীবনের উন্মেষ হইয়াছে, তাহা আকাশ-কুসুম নয়, হুজুগও নয়, ইহার মূলে রহিয়াছে গণতান্ত্রিক অনুপ্রেরণা। ইহা উপেক্ষা করিবার উপায় নাই। আর ইহারই প্রভাবে পুরাতন ও জীর্ণ ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, আর নূতন ফলফুলে গড়িয়া উঠে।"

কংগ্রেস-লীগ স্কীম

১৯১৬ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেসের অধিবেশনে অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস অল ইণ্ডিয়া মুসলীম লীগের সহিত একত্র হইয়া যে, একটী খসড়া করেন তাহাতে কংগ্রেস আশা করেন যে সরকার আমাদিগকে নিম্নলিখিত সংস্কার (Reforms) দিয়া স্বায়ত্বশাসনের দিকে লইয়া যাইবেন।*— বিশেষ বিশেষ বিষয়গুলি নিম্নে দেওয়া হইল—

* Resolution "that the Congress demands that a definites tep should be taken towards Self-government by granting the reform contained in the scheme prepared by All India Congress Committee in concert with the Reform Committee appointed by the All India Moslem League."

প্রাদেশিক আইন-সংসদ

(Provincial Legislative Councils,)

(১) ইহার ৫ ভাগের চারিভাগ হইবে নির্ব্বাচিত, একভাগ মনোনীত। বৃহদায়তন প্রদেশে ১২৫ এর কম সভ্য থাকিবে না, আর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুলিতে ৫০ হইতে ৭৫ জন নির্ব্বাচিত হইবে; বিস্তৃত (Broad franchise) নির্ব্বাচনের দ্বারা মাইনরিটিও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের অধিকার থাকিবে।

মুসলমানদের স্বতন্ত্র নির্ব্বাচনের অধিকার থাকিবে। নিম্নলিখিত ভাবে তাহারা নির্ব্বাচন করিবে—

পাঞ্জাবে, নির্ব্বাচিত মধ্যে অর্দ্ধেক থাকিবে মুসলমান—

বাঙ্গালায়	শতকরা	৪০	জন
বোম্বাই	"	৩৩⅓	"
যুক্ত-প্রদেশ	"	৩০	"
বেহারে	"	২৫	"
মান্দ্রাজে ও মধ্যপ্রদেশে	"	১৫	

কোন সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন উঠিলে, সেই সম্প্রদায়ের ৩।৪ চতুর্থাংশ মত লইতে হইবে। প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা পরিষদের সভাপতি হইতে পারিবেন না, ভিন্ন একজন নির্ব্বাচিত হইবেন। পরিষদের স্থায়ীকাল ৫ বৎসর। কোন বিল পাশ হইলে গভর্ণর জেনারেলের সম্মতি ছাড়া হইবেনা। তিনি উহা নাকচ করিতেও পারেন। সম্মতিদানের পর সরকারের কার্য্যকরী কমিটি Executive Goverment তাহা মানিতে বাধ্য হইবে।

ভারত সাম্রাজ্য (India and the Empire) সমগ্র সাম্রাজ্য সম্পর্কে অন্যান্য উপনিবেশের যেরূপ প্রতিনিধি থাকে, ভারতেরও সেইরূপ থাকিবে। অন্যান্য উপনিবেশের প্রজা যেমন সুখ ও সুবিধা পায়, ভারতীয়গণও তাহা পাইবে।

সামরিক ও অন্যান্য বিষয় (Military and other mat...) উচ্চ বা নিম্ন পদে সামরিক ও নৌবিভাগে প্রবেশের অধিকার থাকিবে, স্বেচ্ছাসেবক সৈন্য শ্রেণীতে প্রবেশ করিতে দেওয়ার শিক্ষার বন্দোবস্ত ভারতেই থাকিবে।

২। প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট

প্রাদেশিক সরকারের কর্ত্তা গভর্ণর। তাহার একটী শাসন পরিষদ থাকিবে (Executive Government) সেই পরিষদের অন্ততঃ অর্দ্ধেক সভ্য ব্যবস্থাপক সভা কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত সভ্যের দ্বারা নির্ব্বাচিত হইবে। এই গভর্ণমেণ্ট ৫ বৎসর স্থায়ী থাকিবে। এবং তাহারা ভারতবাসী হইবেন।

৩। ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার (Imperial Legislative Council) ১৫০ জন সভ্য থাকিবে। তন্মধ্যে ১২০ জন নির্ব্বাচিত থাকিবে। নির্ব্বাচিত ভারতীয়দের মধ্যে ১/৩ থাকিবে মুসলমান। প্রেসিডেণ্ট হইবেন স্বতন্ত্র একজন নির্ব্বাচিত সভ্য। মেম্বরদের কার্য্যকাল পাঁচ বৎসর হইবে। বিল পাশ হইতে গভর্ণর জেনারেলের অনুমোদন আবশ্যক। গভর্ণর নাকচ না করিয়া অনুমোদন করিলে Executive Government প্রস্তাবে বাধ্য হইবে।

৪। Government of India : ভারত সরকার

গভর্ণর জেনারেলই প্রধান। তাঁহার একটী শাসন পরিষদ হইবে, অর্দ্ধেক হইবে ভারতবাসী, তাহারা ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার নির্ব্বাচিত সভ্যগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইবেন। সাধারণতঃ সিভিল সার্ভিসের লোক শাসন পরিষদে আসিবেন না, সাধারণতঃ প্রাদেশিক ব্যাপারে ভারত সরকার হস্তক্ষেপ করিবেন না। আইন ও শাসন কার্য্য বিষয়ে গভর্ণর জেনারেল ভারত সচিবের অধীন থাকিবেন না।

৫। ভারত সচিব

ভারত সচিবের কাউন্সিল উঠাইয়া দেওয়া হইবে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পক্ষ হইতে তাহার বেতন দিতে হইবে। উপনিবেশ সচিবের উপনিবেশের সহিত যে সম্বন্ধ, তাহারও ভারত সম্বন্ধে সেই সম্বন্ধ থাকিবে। তাহার দুইজন সহকর্ম্মী থাকিবে, উহার অন্ততঃ একজন ভারতবাসী হইবেন।

উপরোক্ত প্রস্তাব কংগ্রেস এবং মুসলীম লীগ কর্ত্তৃক সর্ব্বসম্মতি ক্রমে গৃহীত হয়।

১৯১৬ সালের কংগ্রেস অধিবেশনের পূর্ব্বে কংগ্রেস-লীগ স্কীম বিশেষ ভাবে অম্বিকাবাবু সুরেনবাবু, মৌঃ মজরুল হক, মহম্মদআলি জিন্না, প্রমুখ উনিশ জন ব্যক্তি যে সহি করিয়া বিলাতে পার্লেমেণ্টের নিকট পাঠান, তাহার উল্লেখ করিয়া লর্ডসভায় সিডেনহাম বলেন যে, "ভারতীয়রা বোধহয় জার্ম্মাণীর প্রভাব এড়াইতে পারে নাই। সুতরাং সেখানে দমননীতির একান্ত প্রয়োজন।" Self Government এর জন্য আন্দোলন সম্বন্ধে কিরূপ নীতি অবলম্বিত হওয়া উচিত, তাহাও একখানি সার্কুলারের সহায়তায় গভর্ণর জেনারেল লর্ড চেমস্‌ফোর্ড জানাইয়া দেন। ইতিমধ্যে ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী ১২ই মে তারিখে (১৯১৭) ঘোষণা করেন: "Empire is founded not only upon the freedom of the individal but upon the autonomy of its parts. বিভিন্ন অংশের স্ব-নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতার উপরেই সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা।"

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বেসান্তের হোমরুল লীগই তখন বিশেষ অগ্রগামী দল। তাহাদের স্বায়ত্তশাসনের উদ্দেশ্য কেবল কাগজপত্রেই নিবদ্ধ নয়, মাদ্রাজে বিশেষ জাগরণের সাড়া পড়িয়া গেল। শ্রীমতী বেসান্ত হিন্দুধর্ম্মানুরাগিণী মহিলা, তাঁহার অদ্ভুত বক্তৃতাপ্রবাহ, কর্ম্মশক্তি এবং ইতিহাস ও পুরাণ বর্ণিত মহিলাগণের উজ্জ্বলদৃষ্টান্তে

মাদ্রাজের মহিলারা হোমরুল লীগে দলে দলে যোগ দিতে লাে সাধু সন্ন্যাসীরাও তাঁহার উদ্দেশ্য বর্ণনা করিতে আরম্ভ করেন, গ্রাম্যনেতাগণের মধ্যে ভাব ছড়াইয়া পড়ে এবং ভাষাগত ও সংস্কৃতিমূলক নীতিতে প্রদেশ গঠিত হউক এই ভাব প্রচারে—কংগ্রেস অপেক্ষাও তাঁহার হোম-রুল লীগ অধিক জনপ্রিয় হইয়া উঠে। তাঁহার বক্তৃতার তীব্রভাষায় গভর্ণমেণ্টও তাঁহার প্রতি রুষ্ট হইয়া উঠিল।

মাদ্রাজের হোমরুল লীগের অনারেরী প্রেসিডেণ্ট হ'ন স্যার সুব্রহ্মণ্য আয়ার।* এবং সি,পি, রামস্বামী আয়র, আরণ্ডেল, ওয়াডিয়া প্রভৃতি ইহার জন্য বিশেষ পরিশ্রম করেন। সংবাদপত্রের সহায়তায়ও লীগের কার্য্য বেশ প্রসার লাভ করে। মাদ্রাজের গভর্ণর লড পেটলাণ্ড প্রথমেই ছাত্রদিগকে রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করিতে বাধা দেওয়ার জন্য আদেশ প্রচার করেন এবং তৎপরেই মিসেস্ বেসান্ত প্রতিষ্ঠিত 'নিউ ইণ্ডিয়া' এবং 'কমন উইল' (Common Weal) কাগজ দুইখানির জন্য জমানত (security) স্বরূপ ২০০,০০৲কুড়ি হাজার টাকা দাখিল করিতে (deposit) বাধ্য করেন এবং পরে উহা বাজেয়াপ্ত করেন ও বক্তৃতা সম্বন্ধে মিসেস্ বেসান্তকে সতর্ক করিয়া দেন। কেবল তাহাই নহে, ১৯১৭ সনের ১৬ই জুন তারিখে গভর্ণমেণ্ট মিসেস্ বেসান্ত ও তাঁহার দুই জন সহকর্ম্মী ওয়াডিয়া ও আরণ্ডেলকে (B.P. Wadia & G. S. Arundale) মাদ্রাজের উটকামণ্ডে অন্তরীণাবদ্ধ করেন। ইহাতে মাদ্রাজে ভয়ানক বিক্ষোভ প্রদর্শিত হয় "হিন্দু প্রমুখ যাবতীয় সংবাদপত্র প্রতিবাদ করিতে আরম্ভ করে এবং স্যার সুব্রহ্মণ্য আয়ার ২৪শে জুন তারিখে মার্কিন যুক্তরাজ্যের রাষ্ট্রপতি মিষ্টার উডরো উইলসনকে একখানি দীর্ঘপত্র লিখিয়া এ্যানি বেসান্তের অন্তরীণ, দেশের অবস্থা

* প্রারম্ভ হইতে কংগ্রেস সেবক এবং ভূতপূর্ব্ব মাদ্রাজ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি।

বিং স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠিত হইলে বহু ভারতবাসী স্বেচ্ছায় যুদ্ধে যাইতে অগ্রসর হইতে পারে ইত্যাদি বিষয়ের অবতারণা করিয়া একটী স্পষ্ট ছবি দেন।

মাদ্রাজ প্রদেশে যখন বিক্ষোভ এবং ঐরূপ জাগরণ, বাঙ্গালায়ও সু-পবন প্রবাহিত হয়। বাঙ্গলার নেতৃত্ব তখনও সুরেন্দ্রনাথের হাতে। বাঙ্গলার কেন, সুরেন্দ্রনাথ তখন ভারতেরও অবিসম্বাদী নেতা। ইতিপূর্ব্বে তিনি দুইবার কংগ্রেসের সভাপতি হইয়াছেন। কংগ্রেস কার্য্যের জন্য বার বার বিলাত গিয়াছেন, বরিশালে নির্য্যাতন ভোগ করিয়াছেন বঙ্গভঙ্গ যখন রহিত হয়, তিনিই নেতা, আর তাঁহার বক্তৃতা শুনিতে আগ্রহে লোক ছুটিয়া আসে। কিন্তু তিনি এবং তাঁহার সহকর্ম্মিগণ যতবড় নেতাই হৌন, সময়ের সহিত তাল রাখিয়া চলিতে সমর্থ না হওয়ায় ক্রমেই পুরাতন ও নরমপন্থী হইতে লাগিলেন। এদিকে নূতন দলেও তেমন লোক তখন কেহ উদ্ভূত হন নাই, যিনি এই নবপ্রবাহ নিয়ন্ত্রিত করিয়া নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু কোন দেশেই নেতা তৈয়ার হয় না. নেতা ভগবানের দান (Leaders are born, not made), তাই ভগবানের কৃপায় শীঘ্রই এক সর্ব্বগুণসম্পন্ন অপূর্ব্ব নেতার আবির্ভাব হইল। সেই সর্ব্ব-জনপ্রিয় নেতাই বাঙ্গলার চিত্তরঞ্জন দাশ।

চিত্তরঞ্জন সিভিল সার্ভিস পড়িতে পড়িতে জাতীয় সম্মান রক্ষা করিবার জন্য Exterএ বক্তৃতা দিয়া যে 'হেভেনবর্ণ সার্ভিস' লাভে বঞ্চিত হন, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সেবাব্রতপরায়ণা নিবেদিতার সহিত তাঁহার সদ্ভাবের কথাও পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। বঙ্গভঙ্গের দিনে চিত্তরঞ্জনই বঙ্কিমের "আত্মনির্ভর" নীতি প্রচার করিয়া বাঙ্গলাকে নূতন বাণী প্রদান করেন। বরিশাল কনফারেন্সে ও জাতীয় শিক্ষাপরিষদে তাঁহার সহযোগিতাও কম নয়। কিন্তু অতঃপরে ১৯১৬ পর্য্যন্ত তাঁহার রাজনীতির সহিত কাহারও সাক্ষাৎসম্বন্ধে পরিচিত হইবার বড় সুযোগ

হয় নাই। তবে তিনি নিশ্চেষ্ট ছিলেন না, অন্যদিকে জাতীয়তা-মূলক ব্যাপারেই লিপ্ত ছিলেন।

১৯০৭ সনে কংগ্রেস ভাঙ্গিয়া যাওয়ার পরে ১৯১৬ সন পর্য্যন্ত, কংগ্রেসে কিছু করিবারও ছিল না। তবে তাঁহার দেশ-ভক্তির পরিচয় বাঙ্গালী পাইয়াছে। ১৯০৮ সনে অরবিন্দের মোকদ্দমায় যে ঐকান্তিক সাধনায় তিনি অরবিন্দকে রাজদ্বার হইতে মুক্ত করিয়া আনেন, তাহাতে তাঁহার জাতীয়তা ও স্বদেশ-প্রীতির পরিচয় দেশবাসী সম্যক্‌ভাবে পায়। অরবিন্দ সম্বন্ধে আদালতে চিত্তরঞ্জনের উক্তি "Long after he is dead and gone, he will be looked upon as the poet of patriotism, as the prophet of nationalism and the lover of humanity*, তখন সকলের মুখে প্রতিধ্বনিত হইত। ১৯১১ সনে ঢাকা ষড়যন্ত্রের মোকদ্দমায় আবার যে বঙ্কিমের 'অনুশীলন' বিশ্লেষণ করেন, তাহাতেও তাঁহার গভীর রাজনীতির জ্ঞান সম্যক্ উপলব্ধি হয়। ১৯১৪তে দিল্লী ষড়যন্ত্রে যে অকুতোভয়ের পরিচয় দিয়া আসিয়াছেন তাহাও দুর্লভ বলা যায়। এইরূপ কত মোকদ্দমার পরিচয় দিব?—সর্ব্বত্র তাঁহার স্বদেশপ্রীতি, সাহস ও জাতীয়তাবোধ সম্যক্ ফুটিয়া উঠিত এবং তাহাতেই দেশবাসীর হৃদয়ে তাঁহার আসন দৃঢ়ীভূত হয়। গভীর দেশাত্মবোধ লইয়াই তিনি অসংখ্য ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা পরিচালনা করিয়াছিলেন এবং ব্যারিষ্টার চিত্তরঞ্জনের স্বদেশপ্রেম, সাহস, অক্লান্ত খাটুনি ও জাতীয়তা বোধ রাজনৈতিক চিত্তরঞ্জনের কর্ম্মপটুতা ও দুর্ব্বার নির্ভীকতায় পরিণত চিত্তরঞ্জনেরই পূর্ব্বাধ্যায়। তাই স্বদেশ প্রেমিক, অকুতোভয়, স্বাধীনচেতাকর্ম্মী চিত্তরঞ্জন রাজনীতিক্ষেত্রে আসিবামাত্রই প্রথমে বাঙ্গালার পরে ভারতের অবিসম্বাদী নেতা হইয়া পড়েন আর

* সুভাষচন্দ্র বলেন—
এই কথাগুলি আজ দেশবন্ধু সম্বন্ধেই কি প্রযোজ্য নয়?

ন্তায় মহাসভার ইতিহাসে তাহাই এক উজ্জ্বলতম ও গৌরবময় ইতিহাস। কিন্তু উভয়ের মূলেই ছিল দেশাত্মবোধ। যে দেশপ্রেম এতদিন সাহিত্য ও আইন ব্যবসায়ে আত্মপ্রকাশ করিত, তাহাই এখন রাজনৈতিক চিত্তরঞ্জনকে সর্ব্বাগ্রগণ্য করিয়া ফেলিল। তাই আবির্ভাব মাত্রেই তাঁহার গভীর দেশপ্রেম সর্ব্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, আর প্রদীপ্ত ভাস্করের তেজোপ্রভায় সমগ্র গ্রহনক্ষত্রতারকারাজি নিষ্প্রভ হইয়া যায়।

১৯১৭ খৃষ্টাব্দের ২১শে এপ্রিল বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলন হয় কলিকাতার দক্ষিণাংশে ভবানীপুরে, আর তাহার সভাপতি হন, চিত্তরঞ্জন। তিনি বলিলেন, "আমার বাঙ্গালা আমি আশৈশব সমস্ত প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়াছি, যৌবনে সকল চেষ্টার মধ্যে আমার সকল দৈন্য সকল অযোগ্যতা, অক্ষমতা, সত্ত্বেও আমার বাঙ্গালার যে মূর্ত্তি প্রাণে প্রাণে জাগাইয়া রাখিয়াছি, আজ এই পরিণত বয়সে আমার মানসমন্দিরে সেই মহান্ মূর্ত্তি আরও জাগ্রত জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে।" সকলের হৃদয় পুলকে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তাঁহার প্রথমোক্তি—"বঙ্কিম সর্ব্বপ্রথম মাতৃমূর্ত্তি, গড়িলেন, প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিলেন; মাকে চিনিলেন, বঙ্কিমের গান কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল", লোকেরও কানের ভিতর দিয়া মরমেই পশিয়াছিল। বাঙ্গলার সেই সম্মিলনক্ষেত্রে—সমগ্র বাঙ্গলার সেই রাজনীতিমূলক বিরাট সভার পুরোভাগে চিত্তরঞ্জন আসিয়া দাঁড়াইলেন বাঙ্গালীর বেশে, কথা কহিলেন বাঙ্গালীর ভাষায়—তাঁহার প্রশান্ত মুখমণ্ডলে উদ্ভাসিত হইল বাঙ্গালার প্রাণের খাঁটি কথা, বাঙ্গলার পল্লীর ব্যথার কথা, বাঙ্গলার কৃষক, মজুর মুটে ভৃত্যের সুখদুঃখের কথা। বাঙ্গালী সসম্ভ্রমে মস্তক নত করিয়া সেই দিন হইতেই তাঁহাদের প্রাণের দেশবন্ধুকে হৃদয়-সিংহাসনে চিরপ্রতিষ্ঠ করিয়া রাখিল।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বাঙ্গলার বিপ্লবী আন্দোলন

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে কংগ্রেস আন্দোলন ব্যতীত আরেকটি আন্দোলনের ইতিহাস আলোচনা করাও বিশেষ প্রয়োজনীয়। প্রথমে কংগ্রেস নীতিতে আস্থা না থাকিলেও পরিশেষে কিরূপে তাহারা কংগ্রেসের বিশ্বস্ত সৈন্যদলভুক্ত হয় সেই কাহিনী, এই গ্রন্থের অন্তর্গত বলিয়া এখানে সেই ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিতেছি।

১৯০২ সাল হইতেই শ্রীযুক্ত বারীন্দ্র ঘোষ মহাশয় একটি বৈপ্লবিক দল গঠন করিতে প্রয়াস পান। ইহার উদ্দেশ্য ছিল বর্ত্তমান শাসন প্রণালীর উচ্ছেদ সাধন এবং তাহা যেন দেশীয়গণের হাতে আসিয়া পড়ে তজ্জন্য প্রচেষ্টা। সনিতির কেন্দ্র ছিল মাণিকতলা মুরারিপুকুর উদ্যানে। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র দাস কাননগু, দেবব্রত বসু, উল্লাসকর দত্ত, হৃষিকেশ কাঞ্জিলাল, প্রভৃতি উহার সভ্য ছিলেন। চরমপন্থী ছাড়া নরমপন্থীও এই সমিতির সভ্য ছিলেন। হেমবাবু ইউরোপ হইতে বোমা তৈয়ার করিবার প্রণালী শিখিয়া আসেন এবং এই উদ্যানে গুপ্তভাবে বোমা তৈয়ার হইত।

বারীন্দ্রবাবু, ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, দেবব্রত বসু, উপেন্দ্র বাবু প্রভৃতি "যুগান্তর" কাগজের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এই কাগজখানি ছিল বিপ্লবীগণের মুখপত্র। ইহাতে খুব জোর প্রবন্ধ থাকিত। ইহার রচনায় আগুন ছুটিত। আর গ্রাহক সংখ্যাও হু হু করিয়া বাড়িয়াছিল—অল্পদিনের মধ্যে পাঁচ হাজার হইতে বিশ হাজারে পরিণত হয়। যত পীড়ননীতি বাড়িত, যুবকগণ ধরা পড়িত, আরও নূতন নূতন আইনের কথা হইত—যুগান্তরে খুব জোর প্রবন্ধ চলিত। আর সেইরূপ প্রবন্ধে যুবকশ্রেণী উদ্দীপিত হইয়া উঠিত, এবং স্বাধীনতার আশায় তাহাদের প্রাণ ভরপুর হইত।

মুরারীপুকুর উদ্যানের সমিতির নির্দ্দেশে ক্ষুদিরাম বসু এবং প্রফুল্ল চাকীকে মজঃফরপুরের জজ কিংস্‌ফোর্ডকে বোমার আঘাতে হত্যা করিবার জন্য সেখানে পাঠানো হয়। এই কিংস্‌ফোর্ড সাহেব কলিকাতার চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট থাকার সময়ে যুগান্তর, বন্দেমাতরম এবং সন্ধ্যা প্রভৃতি মোকদ্দমার বিচার করেন এবং পঞ্চদশ বর্ষীয় বালক সুশীল সেনকে বেত্রদণ্ডে দণ্ডিত করেন। তাহার উদ্দেশে নিক্ষিপ্ত বোমা ভ্রমক্রমে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। কিংসফোর্ডের গাড়ী মনে করিয়া বোমা নিক্ষিপ্ত হওয়ায় মিসেস্ কেনেডি এবং মিস্ কেনেডির গায়ে পড়ায় তাহারাই নিহত হন। উভয় বিপ্লবী পলাইয়া যায় এবং ক্ষুদিরাম কয়েক মাইল দূরে ধৃত হয়, আর প্রফুল্ল চাকী দারোগা নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মোকামা ষ্টেশনে ধৃত হইয়া নিজেই রিভলভারের গুলির আঘাতে আত্মহত্যা করে। বিচারে ক্ষুদিরামের প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়। নিরীহ নির্দ্দোষী স্ত্রীলোকদ্বয় হত হওয়া সত্ত্বেও, তখন দেখিতাম—দেশের আবালবৃদ্ধবণিতার সহানুভূতি যুবকদের উপরেই পড়িত। ইহার পরেই মুরারীপকুর উদ্যানের খানাতল্লাস হয় এবং ইহার সভ্যবৃন্দ ধৃত হন।

ইতিপূর্ব্বে নারায়ণগড়ে (মেদিনীপুর জিলায়) ছোট লাটের গাড়ী উল্টাইবার চেষ্টাও ইহাদের অন্যতম কার্য্য। কিন্তু ঐ চেষ্টাও ব্যর্থ হয়। গাড়ী চলিয়া যাইবার পরে বোমাটি ফাটে।

ধৃত আসামীগণের মধ্যে শ্রীরামপুরের নরেন গোঁসাই নামে একটী যুবক স্বীকারোক্তি করে এবং তাহাতে অরবিন্দ ঘোষ মহাশয়কেও সংশ্লিষ্ট করে। মোকদ্দমার অপর আসামী কানাইলাল দত্ত ও সত্যেন্দ্রনাথ বসু কোন অছিলায় হাসপাতালে যায়। নরেন গোঁসাইও তখন হাসপাতালে ছিল। তাহারা সেখানে 'একরার' করিবে অজুহাতে নরেন গোঁসাইর সঙ্গে পরামর্শ করিবে বলিয়া তাহাকে নিকটে ডাকাইয়া গুলি করিয়া মারিয়া ফেলে।

বিচারে কানাই ও সত্যেন্দ্র উভয়েরই প্রাণদণ্ডের আদেশ হয় উভয়েই নির্ভীকভাবে মৃত্যুবরণ করিয়া লয়। কানাই-এর ফাঁসি হইবার পরে তাহার দেহ কেওড়াতলায় সৎকার করা হয় এবং কলিকাতা ও নিকটবর্ত্তী স্থানের লোকের মধ্যে একটা তুমুল আন্দোলনও উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। অতঃপরে আর সত্যেনের দেহ জেলখানার বাইরে আনিবার আদেশ মঞ্জুর করা হয় না। সেই খানেই দাহ করা হয়।

প্রাণদণ্ডের আদেশ পাইবার পরেও কানাই-এর চিত্তের প্রসন্নতা কোনরূপ হ্রাস পায় নাই। তাহার ওজন বাড়িয়া গিয়াছে এবং সুনিদ্রার কোনরূপ ব্যাঘাত হয় নাই। বিচারের সময়ে জিজ্ঞাসিত হইয়া একই উত্তর প্রদান করে—

"Spirit of Khudiram supplied me with the revolver."

হাসিতে হাসিতে কানাই ফাঁসিমঞ্চে আরোহণ করে এবং তাহার নির্ব্বিকার হৃদয়াবেগ ও নির্ভীক বিচিত্ততায় সে দেশ দিদেশে শত্রু মিত্রের হৃদয় জয় করিয়া ফেলে। বহুলোকে কানাইয়ের চিতাভস্ম বহন করিয়া নিজ নিজ নিজ গৃহে সঞ্চিত রাখিয়াছিল। এই সমস্ত আত্মভোলা যুবকবৃন্দ কংগ্রেসের বিপরীত পথে চালিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু দেশের জন্য আত্মদান করিতে ইহারাই প্রথমে অগ্রসর হইয়াছিল।

অনেক পুস্তক ও প্রবন্ধ পাঠ করিয়া মনে হয় গুপ্ত সমিতির সহিত অরবিন্দবাবুর সংশ্রব ছিল। তাঁহাকে নরেন গোঁসাই তাহার স্বীকারোক্তিতে সংশ্লিষ্ট করে। অন্যান্য প্রমাণও ছিল। কিন্তু এদিকে আবার তিনি আদালত কর্ত্তৃক নির্দ্দোষ প্রমাণিত হইয়াছেন। সুতরাং তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন না—এই সিদ্ধান্তই সকলের মানিয়া লওয়া উচিত। অরবিন্দবাবু এখন পণ্ডিচারী আশ্রমে ধর্ম্মচর্চ্চা করিতেছেন। বারীনও অনেক দিন সেখানে ছিলেন।

কিন্তু সে সময়ে অরবিন্দবাবুর দেশের লোকের প্রতি প্রভাব ছিল অতিশয় বেশী। একে তিনি যে ৭০০৲ বেতনের অধ্যাপনার কার্য্য ছাড়িয়া মাত্র একশত টাকা বেতনে আসিয়া জাতীয় বিদ্যালয়ের ভার লইয়াছেন, ইহাতে লোকে তাঁহার প্রতি স্বভাবতঃই শ্রদ্ধানত হইয়া উঠিয়াছিল। তারপরে তিনি ছিলেন খুব বিজ্ঞ, স্বল্পভাষী এবং ধর্ম্মনিষ্ঠ। তৃতীয়তঃ "বন্দেমাতরমে" যে সমস্ত প্রবন্ধ লিখিতেন তাহার অর্থ ছিল বৃটিশ আয়ত্তহীন পূর্ণ-স্বায়ত্ত শাসন—'absolute' autonomy free from British control"—সুতরাং তিনি যাহা করিতেন বলিয়া লোকের ধারণা হইত, তাহাতেই লোকের সহানুভূতি আসিয়া পড়িত। তাই কার্য্যতঃ না থাকিলেও তিনি গুপ্ত সমিতির প্রকৃত নেতা, লোকের এরূপ বিশ্বাস হওয়ায় গুপ্ত সমিতি তখন সাধারণের আরও জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। শুনিতে পাওয়া যায়, ১৯০২।১৯০৩ হইতেই গুপ্ত সমিতি গঠনের চেষ্টা হয়। বঙ্গবিভাগ, বরিশালের সম্মিলনী বন্ধ করণ, মেদিনীপুর জেলার সম্মিলনীতে ভলান্টিয়ারগণকে লাঠি ব্যবহার করিতে ও সভায় স্বরাজের প্রশ্ন উত্থাপন করিতে না দেওয়ায় চরমপন্থিগণের পৃথক সম্মিলনীকরণ, সুরাটে দক্ষযজ্ঞ ব্যাপারের সুবিধা লইয়া গুপ্ত সমিতি আরও প্রতিষ্ঠা লাভ করে। মেদিনীপুরে এবং সুরাটে যাহারা বিঘ্ন ঘটাইয়াছিল, তাহাদের কেহ কেহও এই গুপ্ত সমিতির সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। মেদিনীপুরের জিলা কনফারেন্সে (১৯০৭ ডিসেম্বর) সত্যেন বসু প্রধান ছিলেন, আর সুরাটে অরবিন্দ ও বারীনবাবু উভয়েই গিয়াছিলেন আর মজঃফরপুর হত্যা মামলার মেদিনীপুরে আসামী ক্ষুদিরাম বসুও অন্যতম ভলান্টিয়ার ছিল। ১৯০৭ সালের রাজদ্রোহসূচক সভা বিষয়ক আইন (Sedition Meetings' Act) এবং ১৯০৮ সালের সমিতি বন্ধ করিবার আইন গুলি (Act of 1908 ও Act of 1908) পাশ হওয়ায় গুপ্ত সমিতি প্রচারে সহায়তা হয়। সুরাট হইতে আসিয়া বারীন নাকি অন্যান্য

স্থানের গুপ্ত সমিতি সম্বন্ধে নিরাশ হন এবং কলিকাতায়ই স্থায়ী সমিতি করিতে সঙ্কল্প করেন। তবে মজঃফরপুরের ব্যাপার ইহাদের পক্ষ সমর্থন কালে সওয়াল জবাবে চিত্তরঞ্জন দাশ যে বলিতেন—ইহা একটী খেলনা বিদ্রোহ মাত্র—It is a toy revolution, তাহাই ঠিক বলিয়া মনে হয়। তবে গুপ্ত সমিতির কার্য্য কতিপয় চরমপন্থীর লোকের মধ্যে প্রসার লাভ করিলেও সমগ্র দেশের অন্যান্য অগ্রগামী বা চরমপন্থী ব্যক্তিগণের উহার সহিত সংস্রব বা সহানুভূতি ছিল বলিলে সত্যের অপলাপ হইবে। গুপ্ত সমিতির পন্থা অনেক সময়েই যে কার্য্যহন্তারক তাহা বুঝিতে কাহারও বাকী নাই। অনেকেই বুঝিয়াছেন—এবঃ চিত্তরঞ্জন দাস বরাবর বলিতেন, Non-violence may, but violence will never bring about Swaraj—অহিংসায় স্বরাজ হইতে পারে, কিন্তু হিংসায় উহা কখনও সম্ভব নয়। বস্তুতঃ ক্ষাত্রশক্তি বা রজোশক্তিতে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট অপরাজেয়, এই যুদ্ধেও সকলে তাহা বুঝিয়াছে। এমতাবস্থায় হিংসার ফল যে খুবই মারাত্মক, তাহা বুঝিতে আর কাহারও বাকি নাই। কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির গত অগ্রহায়ণের (১৩৫২) কলিকাতার অধিবেশনেও নেতৃবৃন্দ আরও দৃঢ়ভাবে বলিয়াছেন। তথাপি এই যুবকদের অনেকেরই দেশপ্রীতি যে প্রবল ছিল এবং এবং মুক্তির জন্যই যে আত্মত্যাগে পরাঙ্মুখ হয় নাই, এই দৃষ্টান্তও দেশের কর্ম্মপ্রাণ যুবকের পক্ষে কম প্রতিক্রিয়া করে নাই। যুবকগণ ইতিপূর্ব্বেই বিবেকানন্দের কথা শুনিয়াছে. এবং গিরিশন্দ্রের 'ভ্রান্তি'তে পড়িয়াছিল—"এক মৃত্যুভয় গেলেই সব গেল।" বস্তুতঃ এই যুবকগণের দেশভক্তি এবং আত্মত্যাগ সহায় করিয়া দেশের মুক্তির জন্য বহু যুবক অতঃপরে ছুটিয়া গিয়া **কংগ্রেসের অহিংস-নীতি** গ্রহণ করিয়াছে, তখনই মনে হয়, ভ্রান্তপথে চালিত হইয়াও এই মরণভোলা যুবকগণ কি রত্ন দেশকে দিয়া গিয়াছেন! স্বাধীনতালাভই তাহাদের কাম্য ছিল। স্বাধীনতার জন্যই তাহারা ভ্রান্তপথ গ্রহণ করিয়াছিল।

এতদিনে আবার প্রকৃষ্ট পন্থা খুঁজিয়া পাইয়াছে, সে-পন্থা নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।

ঢাকায় অনুশীলন সমিতির কার্য্য কলিকাতা হইতেও অনেক বেশী ব্যাপক। ইহার প্রথম প্রতিষ্ঠাতা প্রমথনাথ মিত্র, (ব্যারিষ্টার পি, মিত্র) তাঁহার উদ্দীপনায় পুলিন বিহারী দাস পূর্ব্ববঙ্গের প্রায় সব জেলায়ই লাঠিখেলার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলন ও কালচারের উপর নির্ভর করিয়া আত্মোন্নতি-মূলক সমিতির প্রসার করিয়া যুবকবৃন্দকে স্বাবলম্বী করিয়া তোলেন। বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনে তাঁহার কাজের খুব সহায়তা হয় এবং পূর্ব্ববঙ্গে লাঠির প্রাবল্যে কতিপয় মুসলমান লুটতরাজে উৎসাহিত হইয়াও বিশেষ কিছু সুবিধা করিতে পারে না। পুলিন বাবুর সুসংগঠিত যুবকেরদল না থাকিলে সে-সময় দুর্বৃত্তগণ কেবল জামালপুরের বাসন্তী মূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া এবং কুমিল্লায় অত্যাচার করিয়াই (১৯০৭) ক্ষান্ত হইত না। অরাজকতা নিবারণ কল্পে ঢাকা অনুশীলন সমিতির সভ্যগণ বহুদিন পর্য্যন্ত বঙ্কিম-বর্ণিত লাঠির মর্য্যাদা খুবই রক্ষা করিয়াছিল।

কিন্তু এই সমিতিও ক্রমে ঘোর বিপ্লবী হইয়া উঠে! বাররা ডাকাতি (১৯০৮ জুন), নরিয়া ডাকাতি (১৯০৮ অক্টোবর) সন্দেহে সুকুমারের বিনাশ সাধন, এপ্রুভার গবেশ চ্যাটার্জ্জিকে সন্দেহ করিয়া তাহার নিরীহ সহোদর প্রিয়মোহনকে ফতেজঙ্গপুরে হত্যা প্রভৃতি ব্যাপারের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে। অতঃপর ১৯১০ খৃষ্টাব্দের ২রা আগষ্ট পুলিন বিহারী দাস, আশুতোষ দাশগুপ্ত, জ্যোতির্ম্ময়, দীনেশ গুহ, ললিত রায়, বঙ্কিম রায়, অমরেন্দ্র ঘোষ, নলিনী কিশোর গুহ প্রভৃতি ৪৫ জন ধৃত হন এবং জজ মিঃ কুটসের বিচারে অনেকের দ্বীপান্তরের আদেশ হয়। পুলিন বাবু, আশু বাবু এবং জ্যোতির্ম্ময় বাবুর প্রথম হইয়াছিল যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর, পরে হাইকোর্টের বিচারে হয় সাত ও ছয় বৎসরের জন্য।

বিপ্লবীকার্য্য সংঘটিত হওয়ায় অনুশীলন সমিতি পূর্ব্বের জনপ্রিয়তা

ও সাধুবাদলাভে বঞ্চিত হয় এবং পুলিনবাবু প্রভৃতির মোকদ্দমার পরেও তাঁহার দলস্থ ব্যক্তিগণ আরও বিপ্লবী ও হিংস্র হইয়া উঠে। এই সব কারণে ১৯১৫ পর্য্যন্ত যুদ্ধারম্ভের সঙ্গে সঙ্গে কেবলমাত্র সন্দেহের উপর নির্ভর করিয়া অনুশীলন সমিতির সহিত সম্পূর্ণ সংশ্লিষ্ট-শূন্যও কত সংখ্যাতীত যুবককে এবং বহু নির্দ্দোষীকে গৃহহীন করিয়া অন্তরীণাবদ্ধ করা হয়, তাহার ইয়ত্তা নাই।

আলিপুর ষড়যন্ত্র মোকদ্দমার পরে, ১৯১০ সালে খুলনা ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা, ঢাকার ষড়যন্ত্র মামলা, হাওড়া ষড়যন্ত্র প্রভৃতি কয়েকটি মোকদ্দমা হয়। ইহার পরে বিপ্লব আন্দোলন কিঞ্চিৎ মন্দীভূত হয়, কিন্তু ১৯১৪ সালে যখন মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয়, সেই সময় এই আন্দোলন সমগ্র ভারতবর্ষে ছড়াইয়া পড়ে। কাশীধাম হইতে আরম্ভ করিয়া রাওলপিণ্ডি পর্য্যন্ত রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বে কয়েকটি দল গঠিত হয়। এবং শচীন সান্যাল ছিল তাহার সহায়ক। তখন প্রকৃতপক্ষে জাতীয় আন্দোলন বন্ধ, নরমপন্থীগণ ভিক্ষানীতির সহায়তায় কংগ্রেস পরিচালনা করিতেছেন, জাতীয় দল তখনও প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই। দেশের লোককে প্রভাবিত করিতে কংগ্রেসের নিষ্ক্রিয় ভাব তাহাদের গুপ্ত আন্দোলনে সহায় হয়। বিশেষতঃ যুদ্ধ লাগিবার পরে ইংরাজ-বৈরী জার্ম্মাণের সহায়তায় অস্ত্রশস্ত্র আনাইবার চেষ্টা চলিতে লাগিল। আন্দোলনকারীগণ ডাকাতি করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতে লাগিল এবং অস্ত্র বিক্রেতা রডা কোম্পানী হইতে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করিয়া নানা শাখা প্রশাখায় পাঠাইতে লাগিল। ব্যাঙ্কক্, ব্যাটাভিয়া আমেরিকা, জাপান, চীন, জার্ম্মানী, ক্যানাডা প্রভৃতি স্থান বিপ্লবের কেন্দ্র করা হয়। পরিকল্পনা হইল—জার্ম্মানী বালেশ্বর উপকূলে অস্ত্রশস্ত্র নামাইয়া দিবে, আর সুন্দরবন, হাতিয়া, সন্দীপ ও কলিকাতায় সেগুলি সংরক্ষিত হইবে। এবং কাজের সুবিধার জন্য প্রধান প্রধান ব্রীজগুলি বোমার সহায়তায় ধ্বংস করিয়া ফেলা হইবে। ১৯১৪ সালের শেষভাগে বার্লিনে Indian Independence Committee নামে একটি বৈপ্লবিক

স্থাপিত হয় এবং রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ, হরদয়াল প্রভৃতি ইহাতে যুক্ত ছিলেন। আমেরিকায়ও 'গদর পার্টি' নামে একটী কমিটী হয়। ইহার সহায়তা পাইয়া বার্লিন কমিটীও বেশ পুষ্ট হয় এবং বিষ্ণুগণেশ পিংলে নামক পুণাবাসী এক ব্যক্তিকে জার্ম্মানী হইতে ভারতে পাঠানো হয়।

বাঙ্গলায় আন্দোলনের নেতা ছিলেন যতীন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি। রাসবিহারী, যতীন এবং পিংলে এক উদ্দেশ্যে কাজ করিতে লাগিলেন। জার্ম্মানী হইতে বালেশ্বরে প্রেরিত অস্ত্রশস্ত্র হস্তগত করিবার জন্য কিছুদিন যতীন মুখার্জ্জি, চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরী, নীরেন, মনোরঞ্জন ও যতীশ সহ একটী দোকান করে এবং উহার নাম দেয় Universal Emporium। ম্যাজিষ্ট্রেট গুপ্তচরের সহায়তায় খবর পাইয়া দোকানটি আটক করে এবং যতীন ও তাহার সঙ্গীগণকে ধৃত করিবার জন্য রওনা হয়। যতীন ও ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখীন হয়। উভয়পক্ষ হইতে গুলী নিক্ষিপ্ত হয়। অবশেষে চিত্তপ্রিয় নিহত হয়, যতীন সাংঘাতিকভাবে আহত হইয়া হাসপাতালে মারা যায়। বাকী ৩ জনের ২ জনের ফাঁসি হয়, ১ জন হাসপাতালে মারা যায়। বালেশ্বরে যতীন মুখার্জ্জি এবং তাহার দলটি যেরূপ বীরত্ব প্রদর্শন করে, তাহা নিতান্তই দুর্লভ।

এদিকে রাসবিহারী শচীনের সহায়তায় পঞ্চনদে বিপ্লবীদল গঠন করিয়া যখন কাশীতে বাস করেন, পিংলে আসিয়া তাহার সহিত যোগদান করে। ৯১৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ২৭শে বাবা গুরুদিৎ সিংহ বহু প্রবাসী পাঞ্জাবী শিখ লইয়া কোমাগাটমারু নামক জাহাজে বজবজে আসিলে চব্বিশপরগণার জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট ডোনাল্ড সাহেব পুলিশ লইয়া উপস্থিত হন এবং পুলিশের গুলিতে ১৮ জন শিখ মারা পড়ে ও বহু শিখ নিরুদ্দেশ হয়।

১৯১৪ সালে দিল্লী ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা হয় এবং ১৯১৫তে হয় লাহোর ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা। এই মামলায় নিম্নলিখিত বৃত্তান্ত উপস্থিত করা হয়—

"জার্ম্মানীর বার্লিন কমিটি এবং আমেরিকার গদরদলস্থ শিখ
ভারতীয় বিপ্লবীগণের সহিত সংযোগ স্থাপন করিয়াছে। জার্ম্মানী
হইতে পিংলে আসিয়া রাসবিহারী বসু প্রমুখ পাঞ্জাবের বিপ্লবী-
গণের সহিত ও যতীন মুখার্জ্জি প্রমুখ বাঙ্গলার বিপ্লবীগণের সহিত
মিশিয়া কাজ করিতে থাকে। ইহারা স্থির করে যে বোমা
তৈয়ার করিয়া এবং অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্রের সহায়তায় গভর্ণমেণ্টের
ট্রেজারি লুট করিবে এবং ১৯১৫ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী ভারতের
সর্ব্বত্র বিদ্রোহ উপস্থিত করিবে। রাসবিহারী ভারতীয় সৈন্যগণের
সহায়তা পাইবার জন্যও নানাস্থানে লোক পাঠায়। ডাকাতি করিয়া
অর্থ সংগ্রহ করিবার ব্যবস্থা হয়। এবং রেলওয়ে ও টেলিগ্রাফ
লাইন ধ্বংশ করিবার জন্য যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা হয়। গভর্ণমেণ্ট
গুপ্তচরের সহায়তায় সব খবর জানিতে পারিয়া রাসবিহারী বসুকে
ধরিতে যান, কিন্তু তিনি এবং পিংলে ধরা পড়েন না, তবে ষড়যন্ত্রের
অস্ত্রশস্ত্রাদি বোমা রিভলভার ও কাগজপত্র হস্তগত হয়। ইহার পরই
গুপ্ত আন্দোলন কার্য্যতঃ বন্ধ হইয়া যায়। সবই পুলিশের হস্তগত হয়।

যে সমস্ত ডাকাতি ও ষড়যন্ত্র মামলা হয়, তন্মধ্যে শিবপুর
(নদীয়া) ও প্রয়াগপুর ডাকাতি মোকদ্দমা, রাজাবাজার ষড়যন্ত্র,
লাঙ্গলবন্দ ডাকাতি, বরিশাল ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।
আলিপুর জেলে এই সমস্ত বন্দীদের সহিত ১৯২১ সালের
অসহযোগী বন্দীদের সাহচর্য্য হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্য চক্রবর্ত্তী,
মদন ভৌমিক, অমৃত হাজরা, ভূপেন্দ্র ঘোষ, নরেন ঘোষচৌধুরী,
সত্যগোপাল বসু সানুকূল চট্টোপাধ্যায়, যতীন্দ্র নন্দী প্রভৃতি বহুদিন
কারাভোগ করিয়াছিলেন।

১৯১৫ হইতে ১৯১৮ পর্য্যন্ত পূর্ব্ব ও পশ্চিমবঙ্গের বহুলোক ধৃত
হইয়া অন্তরীণাবদ্ধ হয় এই অন্তরীন (Internments) জাতীয় কংগ্রেসের
ও বিশেষ আন্দোলনের ও আলোচনার বিষয়ীভূত হয়। পরিবারের
একান্ত আশাস্থল পিতামাতার নয়ণের মণি কত সোনার প্রাণ বিনা

কেবল সন্দেহের বশে ধৃত হইয়াছে, কতলোক বা শত্রুর প্রতিহিংসাকোপানলে পড়িয়া জেলে পচিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। পরবর্ত্তী অধ্যায়ে তাহাদের সম্বন্ধে কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের মতামত প্রদান করিব। তবে ষড়যন্ত্র মোকদ্দমার আসামীগণের পক্ষসমর্থন করিয়া, এইরূপ পরিবারের অনেকের সাহায্যের কারণ হইয়া, উহাদের পরিবার সংস্থানের বিধান করিবার প্রয়াস পাইয়া চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় যে বিপ্লববাদীগণের শ্রদ্ধাপ্রীতি বিশেষভাবে আকর্ষণ করিয়াছিলেন, ভবিষ্য ইতিহাস অনুসরণ করিবার জন্য পাঠকের তাহা স্মরণ রাখা আবশ্যকীয়।

দেশবাসীর আন্দোলনের ফলে যুদ্ধ শেষ হইবারও অনেক পরে অন্তরীণাবদ্ধ যুবকগণ ১৯২০ খৃষ্টাব্দে মুক্তিলাভ করিয়া গৃহাগত হন। শ্রীযুক্ত পুলিন দাস, বারীণ ঘোষ, উপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিপূর্ব্বেই খালাস পাইয়াছিলেন। এই সময়ে চিত্তরঞ্জন দাশ বাঙ্গলাদেশের অবিসম্বাদী জননায়ক। সদ্যমুক্ত যুবকগণ ও কর্ম্মিবৃন্দ তাহাদেব হৃদয়জয়ী অধিনায়কের পতাকাতলে আসিয়া সম্মিলিত হন এবং তাহার নেতৃত্ব স্বীকার করিতে ছুটিয়া আসে। অহিংস পথাবলম্বী মহাপ্রাণ দেশবন্ধুও তাঁহাদিগকে বর্জ্জন না করিয়া প্রেমে বশীভূত করেন। অনেকেই আসেন, কিন্তু নেতৃযুগল বারীন্দ্র ও পুলিন আসেন নাই। বারীন কিছুদিন দেশবন্ধু প্রতিষ্ঠিত 'নারায়ণ' পত্রিকার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু শেষাশেষি থাকেন নাই। পুলিনবিহারীও অতঃপরে দেশবন্ধুর কর্ম্মপ্রভাবে ১৯২০ খৃষ্টাব্দের কলিকাতা কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে ভলান্টিয়ার বাহিনী পরিচালনা করিয়াছিলেন, কিন্তু ১৯২১-এর আন্দোলনে অনুরুদ্ধ হইয়াও যোগদান করেন নাই। তাঁহারা উভয়ে সরকারী নীতি সমর্থন করেন। বারীন্দ্র ষ্টেটস্‌ম্যান কাগজে একটি বিবৃতি দেন আর পুলিন অ্যাডভোকেট জেনারেল মিঃ এস, আর, দাশের অসহযোগ বিরোধী (Anti-Co-Operation) দলে যোগদান করেন।

বর্ত্তমানে তাঁহাদের কার্য্যপদ্ধতি সম্বন্ধে আমরা কিছুই
নহি।

দেশবন্ধুর প্রভাবে বাঙ্গলার মাটী হইতে কিছুদিনের জন্য বিপ্লববাদ অন্তর্হিত হয় বটে, কিন্তু তাঁহার মহাপ্রস্থানের পরে আবার অলক্ষ্যে কখন যে আত্মপ্রকাশ করে, তাহা বলা সুকঠিন। তবে সেই ইতিহাস আমাদের আলোচ্য বিষয় নহে। কেবল ইহাই বলিতে চাই, বিপ্লবী যুগের বহু বিশিষ্ট কর্ম্মী মনেপ্রাণে এখন অহিংস-নীতি গ্রহণ করিয়াছেন। এবং এখন তাহাদের অনেকেই অহিংস সংগ্রামের বিশ্বস্ত সেনাপতি। তাহাদের ইতিহাস আমাদের প্রধান লক্ষ্য।

চরিত্র হিসাবে পুরাতন বিপ্লবীদের অনেকে অতুলনীয়। সকলের কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক। তবে একজনের কথা না বলিলে এ অধ্যায় অসম্পূর্ণ থাকিবে। সেবাধর্ম্মে শ্রীমান ত্রৈলোক্য চক্রবর্ত্তীর ন্যায় দ্বিতীয় ব্যক্তি এ পর্য্যন্ত দেখি নাই। এখন সে বর্ত্তমান বাঙ্গলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কর্ম্মী। আরও অনেক বিশিষ্ট কর্ম্মী ও সেবক আছেন।

পরবর্ত্তী অধ্যায়ে রৌলট কমিটীর রিপোর্ট, রৌলট আইন, সত্যাগ্রহ এবং অসহযোগ সম্বন্ধে সম্যক্ অনুধাবন করিবার পক্ষে সুবিধার জন্য এই অধ্যায়ের যাবতীয় ঘটনা বিবৃত কর। একান্ত প্রয়োজনীয় বিধায় পাঠকবর্গের নিকট উপস্থিত করিলাম।

সপ্তম অধ্যায়

কলিকাতা কংগ্রেসের উদ্যোগপর্ব্ব

(১৯১৭)

সম্মিলিত কংগ্রেস অধিবেশনের একবৎসর মধ্যেই কংগ্রেসে জাতীয়-বাদীর সংখ্যা বাড়িয়া গেল। কংগ্রেসের অধিবেশন হয় কলিকাতায়, এবং রাষ্ট্রাধিনায়িকা হন শ্রীমতী আনিবেশান্ত। এই সভানেত্রী নির্ব্বাচন লইয়াই গরম দল ও জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে বিরোধ হয়, তবে শেষাশেষি জাতীয় দলই জয়ী হন এবং নরম দল আস্তে আস্তে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান হইতেই সরিয়া পড়েন। কি উপায়ে এবং তাহাদের চেষ্টায় ভিক্ষানীতি রাজনীতি ক্ষেত্র হইতে আস্তে আস্তে অপসারিত হইল সেই ইতিহাস খুবই চমক প্রদ।

আনিবেশান্ত যে মান্দ্রাজ গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিগৃহীতও অন্তরীণাবদ্ধ হন, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

১৯১৭ সালের ২২ জুন তারিখে ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন গৃহে যে প্রতিবাদ সভা হয়, তাহাতে বাঙ্গলার মুখপাত্ররূপে চিত্তরঞ্জনের বক্তৃতাই জাতীয়তার দিক হইতে বিশেষ মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছিল। তিনি বলেন—

"মনুষ্যরূপী ভগবান শুধু একবারই ক্রুসবিদ্ধ হন নাই। অত্যাচারে মনুষ্যত্ব ক্রুসবিদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু যখনই এরূপ অত্যাচার

|| I dont think the God of humanity was crucified only once. Tyrants and oppressors have crucified humanity again and again and every outrage of humanity is a fresh nail driven through the sacred flesh. (hear, hear)

হয়, তখনই একটি অনাচারের জন্য একএকটি লৌহ কীলক তাঁর পবিত্র দেহে বিদ্ধ করা হয়।"

ইহার পরে জাতীয়দলের শ্রেষ্ঠ অধিনায়ক ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী, চিত্তরঞ্জন দাশ প্রমুখ বহু সভ্য 'হোমরুল লীগে' যোগদান করেন। তৎপর অন্তরীণের প্রতিবাদ কল্পে টাউনহলে স্যার রাসবিহারী ঘোষের সভাপতিত্বে একটি সাধারণ সভা ৬ই তারিখে আহ্বান করা হয়। কিন্তু ২৭ জুলাই তারিখে এই সভা হইতে পারিবেনা বলিয়া গভর্ণমেণ্ট আদেশ করেন। ইহাতে চিত্তরঞ্জন দাশ একেবারে মনপ্রাণ সংযোগে রাজনীতি ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া পড়েন। এবং আবশ্যক হইলে এইরূপ অন্যায় আদেশ অমান্য করিতেও দ্বিধা করিবেন না এইরূপ সঙ্কল্পবদ্ধ হন।

লর্ড সত্যেন্দ্র প্রসন্ন সিংহ তখন বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্টের কার্য্যকরী পরিষদের (Executive Council) এর সভ্য। তিনি জানিতেন না যে এইরূপ সভা নিষিদ্ধ হইয়াছে। গভর্ণর লর্ড রোণাল্ডশে তখন ঢাকায় ছিলেন। তাঁহার সঙ্গে নেতৃবৃন্দকে সাধারণের প্রতিনিধিহিসাবে (Deputation এ) লর্ড সিংহ দেখা করিতে বলিয়া পাঠান। তদনুসারে সুরেন্দ্রনাথ, চিত্তরঞ্জন, ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী, ডাঃ নীলরতন সরকার এবং সুরেন্দ্রনাথ রায় ঢাকায় লাটসাহেবের নিকট সবকথা বুঝাইয়া দিলে, তিনি ঐরূপ সভা আহ্বানে কোনরূপ আপত্তি করিলেন না।

লর্ড রোণাণ্ডসে উত্তর করেন—

"I have no objection to a meeting being called for the the purpose oi discussing matters of public interest and importance."

অতঃপরে ভারতসচিব মণ্টেগু সাহেব ভারতবর্ষকে সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত রাখিয়া তাহাদিগকে শাসন সংক্রান্ত প্রত্যেক বিষয়েই ক্রমে ক্রমে সংশ্লিষ্ট রাখিয়া দায়িত্বশীল শাসনাধিকার প্রদানই ইংরাজ শাসনের উদ্দেশ্য—এইরূপ একটী ঘোষণা ২০শে আগষ্ট প্রকাশ করেন—

The policy of His Majesty's Government with which the Government of India are in complete accord is that of the increasing association of Indians in every branch of administration and the gradual development of self-governing institutions with a view to progressive realisation of Responsible Government in India as an integral part of the British Empire. They have decided that substantial steps should be taken in this direction as soon possible,"

ইহার পরে জানিতে পারা যায় যে মিঃ মণ্টেগু তাহার এই বিঘোষিত প্রস্তাব কার্য্যকরী করিবাব জন্য শীঘ্রই ভারতে আসিয়া সর্ব্বদলের নেতৃবৃন্দের সহিত আলোচনা করিবেন।

অতঃপরেই জাতীয় মহাসমিতির সভাপতি নির্ব্বাচনের ব্যাপার লইয়া অভ্যর্থনা সমিতি ও প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীতে বিশেষ মতভেদ হয়। জাতীয় দল চাহেন্ আনিবেসান্তকে সভানেত্রী করিতে। সুরেন্দ্রনাথের নরমপন্থী দল চাহেন মামুদাবাদের রাজাকে সভাপতি করিতে। ইতিমধ্যে ছয়টী প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিই বেসান্তকে করিতে নির্ব্বাচিত করিয়াছে। কিন্তু বাঙ্গলার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীই বেসান্তকে করিতে একেবারে নারাজ। ইহার সভাপতি সুরেন্দ্র নাথ তিন কারণে আপত্তি করিলেন (১) ইনি বিদেশবাসিনী (২) ইনি স্ত্রীলোক (৩) তিনি অন্তরীণে আবদ্ধ ছিলেন। সুতরাং তাহাকে সভানেত্রী করিলে গভর্ণমেণ্টের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রকাশ করা হইবে (floutingthe Government).

স্বর্গীয় ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী প্রস্তাব করিলে, চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় সমর্থন করিয়া বলেন—

"ইহাতে তাচ্ছিল্য প্রকাশ হয় না। বরং আমরা যদি সর্ব্ব সম্মতিক্রমে তাহাকে নির্ব্বাচিত করি, গভর্ণমেণ্ট বরং সমগ্র জাতির সম্মিলিত মতের নিদর্শন পাইয়া তাহাকে মুক্তিপ্রদান করিতে পারেন।

"আমরা চাই স্বায়ত্ব শাসন, বেশান্তও এই স্বায়ত্ব শাসনের জন্যই আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহাকে মনোনীত করিলেইতো বরং

স্বায়ত্বশাসন পাইবার সম্ভাবনা বেশী হইবে। তাহার মনোনয়নে আপত্তি করিলে মণ্টেগুর স্থায় স্বাধীনচেতা ইংরাজরা নিশ্চয়ই মনে করিবেন 'দেখ, চাহিবার মত দৃঢ়তা এঁদের কত অভাব'!"

"How could you take Self-Government seriously when you can not seriously have him whom yau want."

কিন্তু ভোটে নরম দলেরই জয় হইল (৪০ : ৩০)

ঠাকুরবাড়ীর গগনেন্দ্রনাথ স্পষ্টই বলিয়া উঠিলেন "সমগ্র ভারতের চক্ষে বাঙ্গলা আজ অপাংক্তেয় হইয়া রহিল!"

"Bengal would be outcasted and held in contempt by the whole of India.

এই সভা হয় ২৯ শে আগষ্ট (১৯১৭)।

স্যার ফেরোজসা মেটাও গোখেল প্রভৃতির পরলোক প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে অন্য প্রদেশে অগ্রগামী দলই প্রবল হইয়া উঠিতেছিল, কেবল বাঙ্গলা দেশের নরম দলই উন্নতির অন্তরায় হইয়াছিল। এই দলটাকে পর্যুদস্ত করিতে না পারিলে দেশের ভাবী উন্নতির আশ করা বিড়ম্বনা তাই চিত্তরঞ্জন প্রভৃতি আনিবেশান্তকে সভানেত্রী করিবার জন্যই দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন। প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিতে হারিয়া তাহারা অতঃপরে অভ্যর্থনা সমিতি হইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

তখনকার নিয়ম ছিল যে অভ্যর্থনা সমিতি সাতটি প্রদেশের মতামত লইয়া সভাপতি মনোনীত করিবেন। যদি অভ্যর্থনা সমিতি কোন সিদ্ধান্তে আসিতে না পারে তবে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীতে (All India Congress Committee) সিদ্ধান্তের জন্য পাঠাইবে। যাহাতে এখানে সিদ্ধান্ত না করিয়া উক্ত কমিটীতে পাঠানো হয়, নরমদল সেইজন্য চেষ্টাই করিতে লাগিলেন। কারণ সেখানে সুরেন বাবু তাঁহার ইচ্ছামত সভাপতি করিয়া লইতে পারিবেন। সুতরাং এই অভ্যর্থনা সমিতিকে অগ্রগামী দল পুষ্ট করিতে তৎপর হইল।

পূর্ব্বে বহরমপুরের উকীল বৈকুণ্ঠনাথ সেন মহাশয় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।' এবং মেম্বর হাওয়ার নিয়ম হয়—

"একুশ বা তদর্দ্ধ যে কোন ব্যক্তি ২৫৲ চাঁদা দিলে ও কংগ্রেস ক্রীড. সহি করিলে অভ্যর্থনা সমিতির সভ্য হইতে পারিবেন।"

সুরেন্দ্রনাথের দল প্রমাদ গণিলেন। তিনি সভা হওয়ার পূর্ব্বে চিত্তরঞ্জন ও ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে ডাকিয়া বলেন "এখানে গোলমাল না ক'রে, নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিকে সভাপতি মনোনীত করিবার জন্য অনুরোধ করা যাক্। আর যদি এখানেই মীমাংসা করিতে হয় তবে অদ্যকার সভায় নবাগত সভ্যগণের ভোট দেওয়ার অধিকার থাকিবে না।"

বলাবাহুল্য চক্রবর্ত্তী ও দাশ উক্ত প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। অভ্যর্থনা সভায় প্রায় ৩০০ সভ্য উপস্থিত। সভাপতি মহাশয় আসিয়াই বলিলেন—

"আপনারা সকলেই শিক্ষিত, সভার কার্য্য যেন আপনাদের শিক্ষাদীক্ষার অনুরূপ সুশৃঙ্খলতার সহিত নিষ্পন্ন হয়।"

"They should conduct the proceedings in a business like manner with regard to th·ir dignity and culture."

ব্যারিষ্টার হরিদাস বসু প্রমুখ অনেকে এই কথায় আহত হইয়া বিরক্তির সহিত সভাগৃহ ত্যাগ করেন। পরে শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দোপাধ্যায় (এখন ডক্টর) গত অধিবেশনের কার্য্যাবলী পাঠ করেন। সেখানে পড়া হয়"যিনি ২৫৲ চাঁদা দিবেন, ক্রীড্ সহি করিবেন,, এবং জনৈক সভ্য কর্ত্তৃক প্রস্তাবিত হইবেন, তিনিই সভ্য হইবেন," তখন রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী (টাকী) আপত্তি করিয়া বলেন—

"কাহারও দ্বারা প্রস্তাবিত হইবার কথা হয় নাই, সুরেন্দ্র সেদিন সভাপতি ছিলেন, তিনিই আমার সমর্থন করিবেন"।

সুরেন্দ্রবাবু—আমার স্মরণ নাই। (পরক্ষণেই) আমি যতীন্দ্র বসুকে সমর্থন করিতে পারি না।

তখন হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় বলেন—

"আমি যতীনবাবুকে সমর্থন করি। সভায় যাহারা উপস্থিত ছিলেন, কেহই সত্যের খাতিরে আমাকে প্রতিবাদ করিতে পারিবেন না

"I challenge any one present at the meeting honestly to contradict me."

তখন সভায় ভয়ানক গোলমাল উত্থিত হইল এবং সভাপতি মহাশয় বিষয়টি নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিতে পাঠাইবেন বলিয়া সভার কার্য্য শেষ করিয়া সভার খাতাপত্র ও শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ (রায় বাহাদুর, আলিপুরের গভর্ণমেণ্ট প্লীডার), দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী (পরে স্যার), সি, সি, ঘোষ (পরে স্যার ও হাইকোর্টের বিচারপতি), প্রভাসচন্দ্র মিত্র (পরে স্যার), যতীন্দ্রনাথ বসু, ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী, হেরম্ব মৈত্র, বিপিনবিহারী ঘোষ (পরে জজ), প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজয় চট্টোপাধ্যায়, (B. C. Chatterjee Bar-at-Law) দেবীপ্রসাদ খৈতান, সত্যানন্দ বসু, কৃষ্ণকুমার মিত্র, ললিত মোহন দাশ প্রভৃতি সহ সভাগৃহ ত্যাগ করিয়া যান। অবশিষ্ট যে ২৭৫ জন সভ্য তখনও উপস্থিত ছিলেন তাহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে আনি বেশান্তকেই কংগ্রেস অধিবেশনের সভানেত্রী মনোনীত করেন। এদিকে বৈকুণ্ঠবাবুও পূর্ব্বসিদ্ধান্তানুযায়ী বিষয়টি নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীতে পাঠাইয়া দেন।

অতঃপরে চিত্তরঞ্জন প্রভৃতি অনেকবার সুরেন্দ্রবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া একটা আপোষ মীমাংসায় আসিতে চাহিলেও, নরম দল রাজী হন নাই।

নরমদল জনমত পদদলিত করিয়া এই গণ-সংশ্লিষ্ট ব্যাপারটি যে নিজের দল প্রাধান্য বজায় রাখিবার জন্য যে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীতে পাঠাইয়াছেন, তাহাতে চিত্তরঞ্জন দাশ ওজস্বিনী ভাষায় বলেন—

According to the constitution of the Congress it is not for Rai Bahadoor Baikuntha nath Sen, but for the Reception Committee itself to make that reference. Was Babu Baikuntha Nath Sen the Reception Committee? These gentlemen when they are elected chairman of some meeting think that they represent the committee. Lonis X1V of France said "I am the State." and Rai Baikuntha nath Sen Bahadur said "I am the Reception Committee." These gentlemen think they are over-lords, they want a kind of feudal system into the politics of India. These should be weeded out—the new voice of Democracy in India demands it. We will not forever be tied to the apron strings of autocrats. We refuse to follow any voice which is not the voice of the country. We refuse to give heed to any opinion which is not the opinion of the whole country. Let there be a hundred Baikuntha nath Sens or a thousand Surendra Nath Banerjees. The world is mooring towards Democracy. You want democracy, you want Home Rule, you want Self-Government and you have *not got the patience to consider the views of majority* ! what right have you got to arrogate to yourself that position—The country has not given it to you—Democracy condemns it—Justice denounces it.

"We have made up our minds. It is our determination we will unhesitatingly devote ourselves all our lives whatever may be our worth—to make the voice of Democracy heard. That voice must be heard. And people who try to throttle that infant Democracy and choke its voice are not the people however high in life their position may be, whatever other claims they may have to lead us in this great battle of freedom and federation. Either they must go or take their stand by the side of this infant Democracy."

"(অনুবাদ)—কংগ্রেসের বিধান অনুসারে রায় বৈকুণ্ঠনাথ সেন বাহাদুর নিখিল ভারত কংগ্রেসে এই বিষয়টি উল্লেখ করিতে অধিকারী নহেন—একমাত্র অভ্যর্থনা সমিতিরই এই এই বিষয়ে সেই অধিকার আছে। বৈকুণ্ঠবাবুই কি অভ্যর্থনা সমিতি? এই সকল ভদ্রলোককে কোন সভার সভাপতি নির্ব্বাচন করিলে তাঁহারা নিজেকে সকলের প্রতিনিধি বলিয়া মনে করেন। ফ্রান্সের রাজা চতুর্দ্দশ লুইস বলিয়াছিলেন "আমিই রাষ্ট্র" এবং রায় বৈকুণ্ঠনাথ সেন বাহাদুরও বলিতেছেন 'আমিই অভ্যর্থনা সমিতি।' এই সকল ভদ্রলোক মনে করেন তাঁহারাই সর্ব্বময় কর্ত্তা—ভারতের রাষ্ট্রনীতিতে তাঁহারা একপ্রকার সামন্ত-প্রথা প্রচলিত করিতে ইচ্ছুক। এই সকল পরগাছা বৃক্ষগুলিকে উৎপাটিত করিতে হইবে—ভারতের গণতন্ত্র ইহাই দাবী করিতেছে। আমরা স্বেচ্ছাচারীর পরিচ্ছদাবরণের রজ্জুতে চিরকাল আবদ্ধ হইয়া থাকিব না। যে বাণী সমগ্র দেশের বাণী নহে তাহা অনুসরণ করিতে আমরা অস্বীকার করিতেছি—সমগ্র দেশের যাহা অভিমত নহে তাহার প্রতি দৃক্‌পাত করিতেও আমরা চাহি না। শত বৈকুণ্ঠনাথ, সহস্র সুরেন্দ্রনাথ থাকে থাকুব —দেশ আজ গণতন্ত্রের দিকেই অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। এঁরা গণতন্ত্র চান, এঁরা হোমরুল চান, এঁরা স্বায়ত্ত শাসন চান, কিন্তু অধিকাংশ জনগণের অভিমত বিবেচনা করিবার ধৈর্য্য নাই—এই অধিকার এঁদের কে প্রদান করিল? দেশতো এঁদের এই অধিকার দেয় ন্যাই—গণতন্ত্র ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিতেছে, ন্যায় বিচার ইহার নিন্দা করিতেছে।

* * *

"আমাদের কর্ত্তব্য স্থির হইয়া গিয়াছে। জনগণের বাণী যাহাতে সকলেই শুনিতে পায় তাহারই জন্য বিনা দ্বিধায় আমাদের সমস্ত জীবন আমরা উৎসর্গ করিব, ইহাই আমাদের সঙ্কল্প। যাঁহারা এই শিশু-গণ-তন্ত্রের গলা চাপিয়া ধরিতে চায়, তাহার শ্বাস রুদ্ধ করিতে

তাঁহাদের আসন যত উচ্চেই হউক না কেন, তাঁহাদের যত দাবীই থাকুক না কেন তাঁহারা এই স্বাধীনতার সংগ্রামে আমাদিকে পরিচালিত করিতে অধিকারী নহেন। হয় তাঁহারা দূরে সরিয়া দাঁড়ান, না হয় শিশুগণতন্ত্রের পাশে আসিয়া দাঁড়ান।"

চিত্তরঞ্জনের আবেগময়ী বক্তৃতায় সভাগৃহে চতুর্দ্দিক হইতে উল্লাস-ধ্বনি উত্থিত হইতে থাকে। দুই একজন একটু আপত্তি করিলে জনমতের প্রবল স্রোতে তাহা কোথায় ভাসিয়া যায় কেহ খবর করিল না।

দ্বিতীয় প্রস্তাবে কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি করা হয়। ইহাতেও চতুর্দ্দিক হইতে আনন্দ-ধ্বনি উত্থিত হইল। চিত্তরঞ্জন প্রভৃতি যখন সভার সিদ্ধান্ত লইয়া কবিবরের নিকটে যান, তিনি উত্তর করেন—

"আমাকে এই দলাদলির ভিতর কেন টেনে নিয়ে যেতে চান ?"

চিত্তরঞ্জন—

আমাদের কার্য্য যদি গণতন্ত্রের অনুরূপ হয়, তবে দেশের সঙ্কট সময়ে আপনি কেন এগিয়ে এসে ভার নেবেন না ?

কবিবর স্বীকৃত হইয়া পত্রে লিখিয়া পাঠান—

"In view of my conviction that Mrs. Basant ought to be the President of the next Congress, I feel it my duty to overcome my reluctance and accept my election to the chairmanship of the Reception Committee."

অপর দিক হইতে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে উপহাস হয় তিনি বাক্য-স্ফূর্ত্তি, রাজনীতিক্ষেত্রে শিক্ষানবীশ। কিন্তু তাহারা কি জানিতেন না যে রবীন্দ্রনাথের 'ইংরাজ ও ভারতবাসী', 'কণ্ঠরোধ', 'অত্যুক্তি', 'পথ ও পাথেয়', 'স্বদেশী সমাজ', 'সফলতার সহপায়' আমেরিকায় পঠিত বক্তৃতা 'Cult of Nationalism' এবং পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলিত সম্মেলনে (১৯০৮) সভাপতির অভিভাষণ কত চিন্তাশীলতা ও

বিচারবুদ্ধিপূর্ণ? আর গতস্বদেশীর সময়েও তাঁহার অবদান কতখানি ছিল?

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও নিশীথ সেন প্রভৃতি লোকমত সংগ্রহে জিলা জিলায় উপস্থিত হন।

যাহাহউক ইতিমধ্যে গমর্ণমেণ্ট মিসেস্ বেশান্তকে মুক্তি প্রদান করেন। ইহার পরেই স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষ মহাশয় তাঁহার বাড়ীতে একটি সভা করিয়া এই গৃহবিবাদ মিটাইয়া দেন। উভয় দলের মধ্যে স্থির হয়—(১) আনি বেশান্তকেই সভানেত্রী করা হইবে (২) বৈকুণ্ঠ বাবু ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েই অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির পদত্যাগ করিবেন এবং পরে বৈকুণ্ঠবাবুকে ঐ পদে মনোনীত করিতে হইবে।

শেষাশেষি আনি বেশান্তকে সভানেত্রী করিবার জন্য অগ্রগামী দলের জেদ্ বজায় রহিল। রবীন্দ্রনাথও স্বেচ্ছায় ও সানন্দে পদত্যাগ পত্র পাঠাইয়া দিয়া উদারতার পরিচয় দিলেন।

মুক্তিলাভ করিয়া মিসেস্ বেসান্ত ৪ঠা অক্টোবর তারিখে কলিকাতা পৌঁছেন। তাহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য হাওড়া ষ্টেশনে যে বিরাট জন-সমাগম হয়, তাহাতেই জাতীয় দলের জয় সূচিত হয়। ঐ দিনই তিন ঘটিকার সময় শ্রীযুক্তা আনি বেশান্ত সভানেত্রী এবং বৈকুণ্ঠবাবু অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি পাকাভাবে নির্ব্বাচিত হন, এবং ৩১ আগষ্ট তারিখের সভায় উপস্থিত সদস্যগণকে অভ্যর্থনা সমিতির সভ্যরূপে গ্রহণ করা হয়।

জাতীয়তার এই অভিযান সাফল্যমণ্ডিত হওয়ায় ভারতের জাতীয় ইতিহাসে এখন হইতে কংগ্রেস সম্পূর্ণরূপে কার্য্যতঃ জাতীয় দলের হাতেই চলিয়া গেল—এবং আজ পর্য্যন্তও সেই রূপই আছে। যে ঘটনা-পরম্পরায় তাহা সম্ভব হইয়াছে, উহার বিস্তৃত বিবরণ না জানিতে পারিলে জাতীয় ইতিহাস পড়া বিড়ম্বনা মাত্র। জাতীয় কংগ্রেসের এই ভাবপুষ্টির জন্য বাঙ্গলাদেশের অগ্রগামীদলের

অনন্যসাধারণ আর সেই দলের প্রাণ স্বরূপই ছিলেন চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়।

কংগ্রেসের দ্বাত্রিংশত অধিবেশন হয় কলিকাতায় ১৯১৭ সালের ২৬শে ডিসেম্বর হইতে তিনদিন। এরূপ উদ্দীপনাময় অধিবেশন ইতিপূর্ব্বে কখনও হয় নাই। ওয়েলিংটন স্কোয়ারে বিরাট মণ্ডপ তৈয়ার হয়, এবং ডেলিগেটের সংখ্যা হয় প্রায় পাঁচ হাজার। প্রতিনিধি ও দর্শক কি বাবদ প্রায় লক্ষ টাকা সংগৃহীত হয়।

কেবল অগ্রগামীদলের সভানেত্রী নির্ব্বাচন সম্বন্ধে বিজয়ালাভেই এবারে কংগ্রেসের সাফল্য অর্জ্জিত হয় নাই। ইহার মূলে যে উৎসাহ এবং স্বায়ত্তশাসন বা হোমরুল লাভের প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল তাহাতে সন্দেহ ছিল না। তখন নানা কারণে লোকের মন বিষাদে পূর্ণ। ইউরোপীয় মহাসমরের অজুহাতে প্রবর্ত্তিত ডিফেন্স অব ইণ্ডিয়া য়্যাক্ট তখন সমগ্র যুবসম্প্রদায়কে গ্রাস করিবার জন্য মুখব্যাদান করিয়াই রহিয়াছিল। বিনাদোষে কত লোক নির্ব্বাসিত হইয়াছে, কত সোণার প্রাণ মাতৃক্রোড় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, সংসারের সম্বল অপসারিত হইয়াছে তাহার সংখ্যা ছিল না। স্ত্রীলোক, পুরুষ, বালক, যুবক, প্রৌঢ় বৃদ্ধ কাহারও রেহাই ছিল না। পূর্ব্ববাঙ্গলায় এমন পরিবার কম ছিল, যেখানে এইরূপ বিষাদের ছায়া পতিত হয় নাই। স্বয়ং সভানেত্রী ডাক্তার বেশান্ত এবং তাঁহার ছুইজন সহকর্ম্মী মিঃ আরেণ্ডাল ও বি, পি, ওয়াডিয়া নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, মৌলানা মহম্মদ আলি, মৌলানা সৌকতআলি, শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী প্রমুখ বাঙ্গলার প্রধান প্রধান ছোটবড়, মধ্যম কত অগণিত যুবক প্রৌঢ়, বালক, বৃদ্ধ নির্ব্বাসিত হইয়াছেন। আর সবই হইয়াছেন বিনা-বিচারে। সাক্ষী নাই প্রমাণ নাই, কেবল সন্দেহই ছিল যথেষ্ট।

বিচার-রহিত আইন যে কত নিষ্ঠুর, মমতাহীন, নির্ম্মম সেই বিষয় মৌলানা ভ্রাতৃদ্বয়ের সম্বন্ধে প্রতিবাদ সভায় উপস্থিত হইয়া চিত্তরঞ্জন

দাশ মহাশয় তন্ন তন্ন করিয়া বুঝাইয়া বলেন "বিনাবিচারে স্বাধীনতা হরণ ও প্রাণদণ্ড একপর্য্যায়েই পড়ে।"—তিনি বলেন—

"বিলাতে দেশরক্ষা আইনানুসারে আবদ্ধ জাভীল নামক জনৈক জার্ম্মান বংশীয় দেশীকৃত (naturalised) আবদ্ধ বন্দী সম্বন্ধে লর্ড শা যেরূপ দরদীর ন্যায় সরকারী কৌন্সিলিকে জিজ্ঞাসা করেন—

"আপনি বিনাবিচারে স্বাধীনতায় বঞ্চিত করিতে চাহেন, বিনা বিচারে কি প্রাণদণ্ডও হইতে পারে ?"

"Does the principle or does it not embrace a power not over liberty alone, but also over life ?"

সরকারী কৌন্সিলি—হাঁ, হইতে পারে।

বিনাবিচারে ধৃত ও বহুকালব্যাপী আবদ্ধ আসামীর ও আত্মীয় স্বজনের দুঃখ সহজেই অনুমেয়। এই ভাবে সহস্র সহস্রলোক যখন বন্দী, তাহাদেরই আত্মীয় স্বজন অনাচারের প্রতিশোধক স্বাধীনতার দুরাশায় সেই মহামিলন ক্ষেত্রে ছুটিয়া আসিয়াছিল। এমন কি মৌলানাদের স্নেহশীলা অভিভাবিকা অবগুণ্ঠনবতী বৃদ্ধা জননীও এই আশায়ই কংগ্রেসে ছুটিয়া আসিয়াছিলেন।

তৃতীয়তঃ ভারতসচিব মিঃ মণ্টেগু তখন ভারতবর্ষে আসিয়াছেন (১৯১৭, নভেম্বর)। তিনি বোম্বাই, দিল্লী, কলিকাতা, মান্দ্রাজ প্রভৃতি সহরে গিয়া নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের মতামত সংগ্রহ করিতেছিলেন। ইতিপূর্ব্বে লায়নেল কার্টিস নামক এক ব্যক্তি (দক্ষিণ আফ্রিকার ঔপনিবেশিক) তাহার "Four Studies of Indian Government" নামক বহিতে প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগগুলিকে (ডিপার্টমেণ্ট) দুইটী শ্রেণীতে সাজাইয়াছেন। প্রথমটিতে আছে=

নিম্নশিক্ষা (Vernacular Education) চিকিৎসার ব্যবস্থা (Medical Relief), গ্রাম সকলের স্বাস্থ্যোন্নতি (Rural Sanitation), পশুচিকিৎসা (Veterinary), প্রদেশস্থ রাস্তা সমূহ—বৃহৎটী ছাড়া (Roads other than Trunk Road), পূর্ত্তবিভাগ

olic works), বোর্ডগুলির উপর কাজের কর্ত্তৃত্ব (Control of all other functions delegated to Board) বোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটির কর্ত্তৃত্ব—

দ্বিতীয় শ্রেণীতে আছে,—

কৃষি (Agriculture), যৌথ ঋণ (Co-operative credit) অর্থকর শিল্প (Industries), মিউজিয়াম (Museum) দলিল রেজিষ্ট্রি (Registration of Deeds) প্রাদেশিক বড় রাস্তা সমূহ (Provincial Trunk Roads and Bridges স্থানীয় রেলওয়ে (Local Railways) অরণ্য (Forest) জলসেচন (Irrigation) তুর্ভিক্ষে সহায়তা (Famine Relief).

কিন্তু ইহাতে পুলিস, বিচার, খাজনা নির্দ্ধারণ প্রভৃতি গুরুতর কাজের দায়িত্বের উল্লেখ নাই।

লায়নেল কার্টিস ভারতে আসিয়াও নেতৃবৃন্দের সহিত এইরূপ দ্বৈত শাসনগ্রহণ সম্বন্ধে আলাপালোচনা করেন। ইনি ভারতীয়গণের প্রতি যে উদার ধারণা পোষণ করিতেন না, তাহার অনেক প্রমাণ আছে। দক্ষিণ আফ্রিকায় এসিয়াবাসী সম্বন্ধে আইন (Transvaal Asiatic Ordinance)* ইহার চেষ্টারই বিধিবদ্ধ হয় এবং তাহাতে ভারতীয়গণের প্রতি শ্বেতাঙ্গগণের বিদ্বেষ বাড়িয়া যায়।

যাহাহউক সমস্ত অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া মনে হয়, মণ্টেগু সাহেব বোধ হয় এই পুস্তক হইতেই তাহার সংস্কারের খস্‌ড়া তৈয়ার করিয়াছিলেন।

* "He more than any other was responsible and strongly advocated Transvaal Asiatic Ordinance whose passage in the nominated Legislative Council in the teeth of the unanimous opposition of the Indian Community for eight years plunged South Africa into a vortex of racial passion and shook the empire to its depths."

Pollock on Curtis vide Modern Review 1916. Dec. p. 656.

ভারতীয়গণ চাহিয়াছিলেন সম্পূর্ণ দায়িত্ব শাসন, এবং অনতি বিলম্বে যেন তাহাদের উপর প্রাদেশিক শাসনভার প্রদত্ত হয়। কিন্তু মণ্টেগু সাহেব দায়িত্বমূলক শাসন প্রদান সম্বন্ধে তাঁহার ঘোষণার যাহাই বলুন, তাহার গুপ্ত ডায়েরীতে তিনি স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন—

"ভারতীয়গণের কল্যাণ ও উন্নতির দায়িত্ব ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ও ভারত গভর্ণমেণ্টের উপর ন্যস্ত আছে, তাই কতটা সংস্কার দেওয়া যাইবে, ইহা তাহারাই বুঝিবেন—

"The British Government and the Government of India on whom the responsiblity lies for the welfare and the advancement of the Indian people must be the judges of the time and measure of each advance."

যাহাহউক এই দায়িত্বমূলক শাসন সম্বন্ধে আলোচনা শুনিবার জন্য বহু শিক্ষিত ব্যক্তি সাগ্রহে কলিকাতা অধিবেশনে উপস্থিত হন।

কংগ্রেস অধিবেশনের সময়ে ভারত সচিব ভারতবর্ষেই উপস্থিত ছিলেন। আর এইবার মুস্‌লীম লীগের অধিবেশনও হয়, কলিকাতায়। কংগ্রেস এবং মুস্লীম লীগ যেন পরস্পর একতাবদ্ধ হইয়া চলিতেছিল। এই লীগে যে সকল বিশিষ্ট মুসলমান নেতা উপস্থিত হইয়াছিলেন, কংগেসও তাঁহারা যোগদান করেন।

নানাকারণে এবৎসরে উদ্দীপনা ছিল অসাধারণ।

অষ্টম অধ্যায়

কলিকাতা অধিবেশন (১৯১৭)

সেই বিপুল জনসমুদ্র ২৬ ডিসেম্বর ওয়েলিংটন উদ্যানে সমবেত হইলে, সভানেত্রী শ্রীমতী আনিবেশান্ত যখন সমাগতা হন, মুহুর্মুহু 'বন্দেমাতরম' ধ্বনিতে সমগ্র মণ্ডপ, এমন কি জনবহুল কলিকাতা নগরীই যেন বিকম্পিত হইয়া গেল। সকলের মুখে চোখে, হৃদয়ে আনন্দের উৎস যেন প্রবাহিত হইয়া উঠিল, মনে হইল যেন দায়িত্বপূর্ণ শাসন অচিরেই করতলগত হইবে।

দেখিলাম, মঞ্চের উপরে মধ্যভাগে সভানেত্রী উপবিষ্টা, দক্ষিণে প্রায় অশীতিবর্ষ বয়স্ক শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ সেন, আর দুই পার্শ্বে পশ্চাতে রহিয়াছেন বালগঙ্গাধর তিলক, মাননীয় সুরেন্দ্রনাথ, স্যার রবীন্দ্রনাথ, রাজা অব মামুদাবাদ, স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায়, পণ্ডিত মতিলাল নেহরু, সৈয়দ হাসেন ইমাম, ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী, সুবারাও, এম কে গান্ধী, মতিলাল ঘোষ, জষ্টিস আশুতোষ চৌধুরী, চিত্তরঞ্জন দাশ, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, মিঃ যদুনাথ মজুমদার, জষ্টিস উড্রফ, ডাঃ এস, কে, মল্লিক, অম্বিকাচরণ মজুমদার, স্যার কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত, স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি প্রতিনিধিরঁ সংখ্যা হয় প্রায় পাঁচ হাজার। বাঙ্গলা ছাড়া পঞ্চনদ হইতে আসেন ৭৮১, মান্দ্রাজ হইতে ৫৫৩, বোম্বাই ও সিন্ধু৪৫২ বেহার ও যুক্তপ্রদেশ ৩৮৩, মধ্যপ্রদেগ ১৬২, বেরার ৮০, জন ডেলিগেট্।

এইবারে মহিলাদের মধ্যে জাগরণের এমন সাড়া পড়িয়াছিল

যে এক মাদ্রাজ প্রদেশ হইতেই ৫০ জন মহিলা প্রতিনিধি ছিলেন।

সমগ্র সঙ্গীতের ভার ছিল চিত্তরঞ্জন দাশের সহোদরা অমলা দাশের উপরে। প্রায় ৫০ জন মহিলার কণ্ঠে প্রথমেই ধ্বনিত হইল ঋগ্বেদের সঙ্ঘবাণী—

সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সংবো মনাংসি জানতাম্
সমানো মন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানী
সমানং মনঃ সহচিত্তমেষাম্
সমানী বঃ আকুতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ
সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি

ঋগ্বেদ ১০, ১৯১, ২।৩।৪

এই বেদ-গীতি যে কত শোভনীয় ও সময়োপযোগী তাহা এই অর্থ হইতেই হৃদয়ঙ্গম হইবে—

তোমরা সংগত হও, একত্র মিলিত হও, অবিরোধ করিয়া বাক্য বল, তোমাদের মন অবিরোধ জ্ঞানলাভ করুক। তোমাদের মন্ত্র, সমিতি, মন (অন্তঃকরণ) ও চিত্ত (বিচারজ্ঞান) সমান (একরূপ) হউক। তোমাদের আকুতি সমান হউক, মন সমান হউক, যেন তোমাদের সঙ্ঘের ভাব (সাহিত্য) অর্থাৎ একসঙ্গে হওয়ার ভাব শোভন হইয়া উঠে।"

সকলে দণ্ডায়মান হইয়া এই মিলন-গীতি শুনিল। কিছুক্ষণ পরে হইল জাতীয় সঙ্গীত "বন্দেমাতরম্"। সকলে দণ্ডায়মান হইলেন, একসুরে তাহাদের হৃদয়তন্ত্রী বাজিয়া উঠিল, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিলেন। মাতৃভূমির উদ্দেশে হিন্দু মুসলমান একসঙ্গে যুক্তকর হইয়া প্রণাম করিলেন।

সকলে আসন পরিগ্রহ করিলে রবীন্দ্রনাথ India's Prayer নামে, স্বরচিত দুইটী প্রার্থনা পাঠ করেন। ঠিক অনুবাদ না হইলেও

প্রথম প্রার্থনাটিতে তাঁহার স্বরচিত, "নৈবেদ্য" কবিতাটির কয়েকটি চরণ স্মরণ করাইয়া দেয়—

"আমারে সৃজন করি" যে মহাসম্মান
দিয়েছ আপন হস্তে রহিতে পরাণ
তার অপমান যেন সহ্য নাহি করি।

দ্বিতীয় প্রার্থনাটিতেও রবীন্দ্রনাথের নিম্নগানটী স্মরণ করাইয়া দেয়—

আমার এই যাত্রা হ'ল স্বুরু এখন ওগো কর্ণধার
তোমারে করি নমস্কার।
এখন বাতাস ছুটুক তুফান উঠুক ফির্‌বোনাকো আর
তোমারে করি নমস্কার।
আমি দিয়ে তোমার জয়ধ্বনি, বিপদ বাধা নাহি জানি
ওগো কর্ণধার।
এখন মাভৈঃ বলি ভাসাই তরী দাওগো করি পার
তোমারে করি নমস্কার॥

যাহাহউক অতঃপরে সেইদিন বৃদ্ধনেতা বৈকুণ্ঠনাথ তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন এবং পরে আনি বেশান্ত তাঁহার দীর্ঘ অভিভাষণ পাঠ করিয়া সকলকে শুনান। তিনি স্বায়ত্ব শাসন সম্বন্ধেই খুব দৃঢ়তার সহিত বলেন এবং সামরিক এবং বাণিজ্য সম্বন্ধে সমস্যাগুলিরও বিষদ আলোচনা করেন। তিনি বলেন, "আমি একবৎসর পর্য্যন্ত আপনাদের কার্য্যে নেতৃত্ব করিব—এবং এই সময় মধ্যে আমি আপনাদের প্রতিনিধিরূপে যেন এমনভাবে কাজ করিতে পারি যে অন্যান্য উপনিবেশের অনুরূপ পাঁচ বৎসর এবং উর্দ্ধ দশবৎসর সময়ের মধ্যে সমস্ত দায়িত্বপূর্ণ ক্ষমতা যেন আমাদের মধ্যে হস্তান্তরিত হয়।" তিনি

গ্রামোন্নয়ন ও পঞ্চায়েত প্রথা সম্বন্ধেও সুন্দর আলোচনা করেন। স্ত্রীজাগরণের কথাও বেশ বুঝাইয়া বলেন।

সমস্ত বৎসর ধরিয়া কংগ্রেসের উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্য যে সভাপতির কর্ত্তব্য এখন ঠিক ঠিক ভাবে প্রতিপালিত হইতেছে, ডক্টর বেশান্তই তাহার প্রথম পথপ্রদর্শক। পূর্ব্বে সভাপতির অভিভাষণের পরে কার্য্যের সহিত তাঁহার আর বিশেষ সম্বন্ধ থাকিত না।

মিসেস বেসান্তের অভিভাষণ বাঙ্গলা ভাষায় বেদান্তরত্ন হীরেন্দ্র নাথ দত্ত মহাশয় অনুবাদ করেন।

অবশেষে রবীন্দ্রনাথের "দেশ দেশ নন্দিত করি" সঙ্গীতে সেইদিনকার অধিবেশন ভঙ্গ হয়।

সেদিনকার এই বিপুল লোক-সঙ্ঘ দেখিয়া দুইটী বিষয়ই সকলের চিত্তাকর্ষণ করিয়াছিল। একটী হিন্দু মুসলমানে অদ্ভুত প্রেম ও মৈত্রী, দ্বিতীয়টি দায়িত্বপূর্ণ শাসন বিষয়ে সকলের একাগ্রতা। এবার প্রস্তাবও বেশী হয় নাই, এবং সব বড় বড় বক্তাই এই একটি প্রস্তাব সম্বন্ধেই নিজ নিজ মন্তব্য প্রকাশ করেন। প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন বাঙ্গলার রাজনৈতিক গুরু সুরেন্দ্রনাথ এবং সমর্থন করেন মিঃ এম, এ, জিন্না প্রথমে, তৎপরে শ্রীযুক্ত তিলক, বিপিনচন্দ্র পাল, মদন মোহন মালব্য, চিত্তরঞ্জন দাশ, বি, পি, ওয়াডিয়া, ডি আনসারি, রামস্বামী আয়ার, জয়াকর প্রভৃতি অনেক নেতা। এই প্রস্তাবটিতেই খুব আবেগ ও উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। প্রস্তাবটি দ্বিতীয় দিনেই অধিবেশনে আলোচিত হয়।

বরিশালের নিপীড়িত জাতির নেতা স্বর্গত ভেগাই হালদারও বাঙ্গালায় প্রস্তাবটি সমর্থন করেন।

এখানে প্রস্তাবটি নিম্নে প্রদান করিতেছি—

"This Congress expresses its grateful satisfaction over the pronouncement made by His Majesty's Secretary of State for

behalf of the Imperial Government, that its object the establishment of responsible Government in India.

This Congress strongly urges the necessity for the immediate enactment of a Parliamentary Statute providing for the establishment of responsible Government in India, the full measure to be attained within a time limit to be fixed in the Statute itself at an early date.

This Congress is emphatically of opinion that the Congress-League Scheme of Reforms ought to be immediately introduced by the Statute as the first step in the process."

সুরেন্দ্রনাথ তাহার স্বাভাবিক ওজস্বিতার সঙ্গে বলেন—

I am confident within a measurable distance of time India will receive what India is entitled to—her birth right of freedom, her lawful place among the free States of a Great federated Europe. So long as this end is achieved our work continues for on the banner of the Congress are inscribed the words "Nations by themselves, are made"

"অল্পদিন মধ্যেই ভারতবর্ষ তাহার যাহা প্রাপ্য তাহার জন্মগত অধিকার, তাহার ন্যায্য সম্মান বৃহত্তর ইউরোপের অপরাপর জাতির ন্যায় লাভ করিবে। যে পর্য্যন্ত আমরা তাহা না পাই, আমাদের কার্য্য অসমাপ্ত রহিবে। কারণ কংগ্রেসের পতাকার উপরে ঐ মর্ম্মকথাই লিপিবদ্ধ আছে—"জাতি নিজে নিজেই গড়িয়া উঠে।"

অনারেবল মিঃ এম, এ, জিন্না সমর্থনকালে বলেন—

প্রস্তাবটির তিনটি অংশ—প্রথমটি ভারতসচিবের ঘোষণায় আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি।

"দ্বিতীয় অংশে তাহাদের একটী শাসনতন্ত্র বিধিবদ্ধ করিয়া দেওয়া উচিত। এই সম্বন্ধে বোম্বাই কংগ্রেস ১৯১৫ সালে গভর্ণমেন্ট যেন এইরূপ একটী ঘোষণা করেন, তাহা দাবী করিয়াছিল। ১৯১৬ সালেও কংগ্রেস এবং মুসলীম লীগ একত্রে একটী শাসনবিধির খসড়া

তৈয়ার করিয়া ঘোষণা করিয়াছে যে কত সময় মধ্যে আমাদিগকে ... দেওয়া হইবে তাহাও যেন জানাইয়া দেওয়া হয়।

"তৃতীয় অংশটিতে সম্পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন যেন একটী আইন করিয়া দেওয়া হয় বলিয়া গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করা হইবে। আমাদের তৈরী কংগ্রেস-লীগের খস্‌ড়াতে অনেকগুলি নূতন পরিকল্পনা আছে। বিপক্ষ বলেন ইহা কাজে অনুপযোগী এবং ইহাতে শাসন অচল হইবে। আমার কথা এই যখন সরকার ঘোষণা করিয়াছেন তখন আমাদিগকে পূর্ণ স্বায়ত্ব শাসন দিতেই হইবে, কিন্তু এবিষয়ে গভর্ণমেণ্ট কোনরূপ শাসনের পরিকল্পনা করিয়া খস্‌ড়া (Scheme) তৈয়ার করেন নাই। আমরা তবু একটা প্রস্তুত করিয়াছি। গভর্ণমেণ্টের খস্‌ড়া পাইলে আমরা তখন বিবেচনা করিব, এবং যে পর্য্যন্ত না পাই, আমাদের পরিকল্পনাটিই ধরিয়া লইতে হইবে।

"কার্টিসের স্কীম অকেজো, আমরা ইহা গ্রহণ করিতে পারিনা। (and we stand by the Congress-League Scheme until Government had prepared a Scheme which would be considered reasonable.

শ্রীবালগাঙ্গাধর তিলক বলেন—

"We are glad that nothing not hitherto pronounced has been Pronounced.

"My definition of Home rule is simple. I should be in my Country what an Englishman feels to be in his Country and in the Colonies."

"আমাদের আনন্দ যে এপর্য্যন্ত যাহা ঘোষণা করা হয় নাই, ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট তাহা ঘোষণা করিলেন। হোমরুলের ব্যাখ্যা আমার কাছে বড় সহজ। ইংরাজ তাহার দেশে যেরূপ সুখে স্বচ্ছন্দে থাকে, আমিও আমার দেশে সেইরূপ স্বচ্ছন্দতা লইয়া থাকিব, আমার কাছে হোমরুলের অর্থ তাহাই। দায়িত্ব মূলক শাসনের

?—যেখানে কার্য্যকরী সংসদ (Executive Council) ব্যবস্থাপক পরিষদের কাছে বাধ্য বা দায়ী, আর যেখানে নির্ব্বাচন খুব প্রসার ও সম্পূর্ণ। এমন কি গভর্ণরও নির্ব্বাচিত হইবেন। কিন্তু কার্টিজ বলেন উল্টা কথা—"শাসন সংসদের সার্ব্বভৌম ক্ষমতার কাছে ব্যবস্থাপক সভা বাধ্য। ইহা নিতান্ত অ-ব্যবস্থা, আমরা এমন অ-ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারিব না।"

"Responsible Government is where Legislature is subject to Executive. We want a Government, where Executive will be entirely responsible to the Legislature and Legislature should be fully elected, this is Responsible Government-Governor and Lieutenant Governor should also be elected. We want stages to be determined by us, not at the sweet will of the Executive."

শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু বলেন—

"11 years ago in this city Dadabhai Naoroji proclaimed the glorious message of 'Swaraj.' She did not think there was one who did not respond to the call of the birth right. Eleven yers after that was coming to be fullfilled."

অতঃপর শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশ মধ্যাহ্ন বিশ্রামের পর প্রাণস্পর্শী ভাষায় বলেন—

"আমি এই যে জয়সূচক গানটি শুনিলাম তাতেই আমাদের জয় সূচিত হবে। It is the song of the victory of the India. They stood there that day on the platform for the glory and victory of India.

"শ্রীযুক্ত বিপিন পাল মহাশয় বাঙ্গলার আদর্শ—প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্যের কথা খুব জোর দিয়া বলিয়াছেন। আমি যদি দেখিতাম বাঙ্গলার আদর্শের সঙ্গে এই প্রস্তাবের সামঞ্জস্য নাই, তাহা হইলে আমি ইহা সমর্থন করিতাম না। বাঙ্গলার আদর্শ কি? ইহার অর্থ —আমাদের স্বাতন্ত্র্য হোক। সবই আমাদের এই প্রস্তাবে আছে।

"We should gather up all our strengh and say in voice all over India in every village, in every town, every provincial gathering, nothing less than transfer of governorial powers into the hands of the people would satisfy them. It was the natural right of every nation to live and grow. They demanded that only which had so long been withheld as subterfuges."

"আমরা সমস্ত শক্তি একত্রিত করিয়া প্রতি গ্রাম, নগর, পল্লী ও প্রাদেশিক আফিস হইতে সমস্ত ভারতবাসীকে সমস্বরে বলিব জনজণের হস্তে ক্ষমতা হস্তান্তর না হওয়া পর্য্যন্ত আমরা কিছুতেই বিরত থাকিব না। জাতির বাঁচিয়া থাকা ও উন্নতি করা উহার জন্মগত অধিকার। এতদিন এই অধিকার হইতে আমরা নানারূপ কৌশলে বঞ্চিত রহিয়াছি। কিন্তু আমরা সেই অধিকার দাবী করি ও প্রতিষ্ঠা করিতে চাই।

"কোন শাসননীতিই যেন এই অধিকার হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত করিতে না পারে। যেই মুহূর্ত্তে এই কথাটি আপনারা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবেন সেই মুহূর্ত্তেই আপনাদের স্বরাজ লাভ হইবে।"

স্বায়ত্বশাসন প্রস্তাবে (দ্বিতীয় দিবসের অধিবেশনে) সভানেত্রীর মহাশয়ের সঙ্গে বোর্‌খা পরিহিতা অবগুণ্ঠনবতী আম্মা (মৌলনা ভ্রাতৃদ্বয়ের জননী আবাদী বানু আব্‌দুল আলি বেগম) আসিয়া উপস্থিত হন এবং তখন যে আবার আবেগের সঞ্চার হয় তাহা বর্ণনাতীত। মুহুর্ম্মুহু বন্দেমাতরম, আম্মা কি জয়, প্রভৃতি ধ্বনিতে সমস্ত প্যাণ্ডেল মুখরিত হয়। উপস্থিত হইয়াই সভানেত্রী আনি বেশান্ত স্বাভাবিকী ভাবগভীর স্পষ্টোক্তিতে বলেন এই "বৃদ্ধা মহিলা মুস্‌লীম লীগের অধিবেশনে নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছেন। কিন্তু আমাকে লিখেন যে আমি কংগ্রেসে হিন্দুমুসলীমের সম্মিলনক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে চাই, কারণ জাতীয় কংগ্রেসের এই সংহতি হইতেই ভারতের মুক্তি!"

তুমুল 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনিতে সেই মহাসম্মিলনক্ষেত্র মুখরিত হইয়া উঠিল।

বস্তুতঃ এই অধিবেশনে হিন্দুমুসলমানের সম্প্রীতি একটা অতীতের বিষাদময় অথচ একান্ত বাস্তব স্মৃতি! হায়, সেদিন কি আর আসিবে না! যে মামুদাবাদের রাজার সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি, তিনিই মুস্লীম্ লীগের অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তাহার উক্তি গুলিতে কিরূপ ঐক্যের কথা ছিল, তাহা বিশেষ লক্ষ্যণীয়। তিনি জিজ্ঞাসা করেন—

"প্রীতিসূত্রে আবদ্ধ হইয়া হিন্দু মুসলমান এক হইবেন ও ভারতবর্ষকে উভয়ের সাধারণ মাতৃভূমিরূপে দর্শন করিবেন, ইহা কি কল্পনা? কল্পনা-নেত্রে হিন্দু মুসলমান দেশহিতৈষীগণ ভবিষ্যতে ভারতের যে গৌরব মূর্ত্তি দেখিয়াছেন তাহা কি মিথ্যা? মহরম, দশহরা, বকরীদ প্রভৃতি পর্ব্বোপলক্ষে যাহাতে উভয় সম্প্রদায়ে বিরোধ না ঘটে, তাহার উপায় করিতে হইবে। তাহা না হইলে আমাদের আত্মকর্তৃত্বের দাবী কোথা হইতে জোর পাইবে?"

হিন্দু মুসলমানের সম্প্রীতি আরও বৃদ্ধি করিবার জন্য চিত্তরঞ্জন দাশ ৩০শে ডিসেম্বর মিঃ এম, এ, জিন্নাকে প্রধান অতিথি করিয়া কংগ্রেস ও মুসলীম লীগের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণকে ওরিয়েন্ট (Orient). ক্লাবে অভ্যর্থিত করেন।

নিপীড়িত জাতির সম্বন্ধে যাহাতে উদারতা প্রদর্শিত হয় সেই সম্পর্কে কংগ্রেসের আর একটী প্রস্তাব খুব উল্লেখনীয়—

"The Congress urges upon the people of India the necessity, justice and rightousness of removing all dis-abilities imposed by custom upon the depressed classes the disabilities being of a most vexatious and oppressive character subjecting those classes considerable hardships and inconvenience."

অন্তরীণ সম্বন্ধে একটী প্রস্তাব উত্থিত হইয়াছিল। প্রস্তাবটি

কে উত্থাপন করিয়াছিলেন ঠিক মনে নাই। তবে বাগ্মী জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বক্তৃতা খুব সারগর্ভ হয়।

অধিবেশন সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বে সভানেত্রী আবার সকলকে উৎসাহিত করিয়া বলেন—

"Think of the joy of breathing in an India purged of the poisonous atmosphere of Coercion, of knowing that liberty of person and safety of property can not be touched save by open trial, that we can not become a criminal unconsciously and that at the whim of the Executive shrouded in darkness, that one enjoys the ordinary liberty of a civilised human being in a country ruled by law alone, uninterfered with by arbitray Executive orders."

"আপনারা সকলে চণ্ডনীতি-বিমুক্ত সুসভ্য ভারতের স্বাধীনতার কথাই ভাবুন। আহা, সে অবস্থা কি সুখের, কি আনন্দের হইবে!"

শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী মহাশয় সভানেত্রীকে ধন্যবাদ দেওয়ার সময়ে তাহার সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত প্রশংসাবাদ করিলে, তদুত্তরে মিসেস বেসান্ত শেষ কয়টী কথা বড় সুন্দরভাবে বলেন—

"She was only a servant of that mighty Mother Shakti who was embodied in the mental body of India. She was only an instrument—a chisel and they should praise the artist and not the tool. They should look for that leadership not to any mortal leader but to God and Mother India."

"মহাশক্তির আমি সেবিকা ভিন্ন কিছুই নই। আমিতো যন্ত্র মাত্র, তিনিই আমাদের একমাত্র অধিনায়িকা। আমাদের নেতা কোন নশ্বরদেহধারী নয়, স্বয়ং ভগবান। আর জন্মভূমিই আজ কেবল আমাদের অধিনায়িকা, অধিষ্ঠাত্রী দেবী।"

এই সময়ে আজমীরের অন্যতম জননায়ক প্রসিদ্ধ কর্ম্মী অর্জ্জুন লাল শেঠী নামক জৈন পণ্ডিত ৩৫ দিন অনশন ব্রতাবলম্বন করিয়াছিলেন, তাঁহার সম্বন্ধেও একটী প্রস্তাব উপস্থিত করা হয়।

মহাত্মা গান্ধীর প্রতি এইবার সকলের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়। দক্ষিণ

কার ভারতীয়গণের ব্যক্তিগত অধিকার রক্ষাকল্পে তিনি যে সত্যাগ্রহ করিয়া কত নিগ্রহ ভোগ করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। অতঃপরে জেনারেল স্মাট্সের সঙ্গে একটী চুক্তিপত্রে তাহাদের অবস্থার সামান্যরকমে উন্নতি করিতে সমর্থ হইয়া প্রবাস ছাড়িয়া তিনি ভারতবর্ষে আসেন এবং আহমেদাবাদের সন্নিকটে সবরমতি তীরে একটী আশ্রম করিয়া বাস করেন এবং কিছুদিন মাননীয় গোপালকৃষ্ণ গোখেলের সাহচর্য্যেও থাকেন। ১৯১৬ সালে তিনি তাঁহার বন্ধু মিঃ পোলক সহ লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। তবে ১৯১৭ সাল হইতেই কংগ্রেসের পরামর্শালোচনায় বিশেষ সংশ্লিষ্ট হন। কিছুদিন পূর্ব্বে বিহারের চম্পারণে নীলকর সাহেবগণের অত্যাচারে বিক্ষুব্ধ হইয়া কৃষকগণের পক্ষ সমর্থন করেন। ১৮৬০ সালে বাঙ্গলা দেশে নীলকরগণ যেরূপ পীড়ন করিয়া প্রজাদের দ্বারা নীলচাষ করাইয়া লইত, অর্দ্ধশতাব্দী পরেও চম্পারণে সেইরূপ অত্যাচারই অনুষ্ঠিত হইত।

নীলকর সাহেবগণ বেতিয়ার মহারাজার নিকট হইতে অনেক জমি বন্দোবস্ত লইয়া প্রজা বসায় এবং প্রজাস্বত্ব আইনের (Bengal Tenancy Act) দোহাই দিয়া খাজনা বৃদ্ধি করে। গরীব প্রজা একেবারে ঋণভারগ্রস্থ, প্রতিবিধান কল্পে কোনরূপ শক্তিপ্রয়োগ তাহাদের সাধ্যায়ত্ত ছিল না। তদুপরি নানাবিধ অনুষ্ঠান এবং পর্ব্বোপলক্ষেও নীলকরগণ প্রজাদের উপরে কর বসাইত। মহাত্মাজী প্রজাদের পক্ষ সমর্থন করিয়া গভর্ণমেণ্টকে প্রতিবিধান করিতে অনুরোধ করেন। গভর্ণমেণ্ট কর্ণপাত করেন না, এমন কি একটী গ্রামে যাইবার সময় মহাত্মাজীকে ১৪৪ ধারানুসারে চাম্পারণে যাইতেই নিষেধ করেন, কিন্তু তিনি সেই আদেশ অগ্রাহ্য করিয়া সেখানে যান এবং তাঁহাকে গভর্ণমেণ্ট জনসেবার জন্য একটি 'কাইসিরিহিণ্ড' স্বর্ণ পদক দিয়াছিল, তাহাও তিনি প্রত্যর্পণ করেন। ন্যায়পক্ষাবলম্বন করায় পরিশেষে গভর্ণমেণ্ট প্রজার প্রতি কৃপাপরবশ হন, তাহাদের অভিযোগ নিরাকরণে

হস্তক্ষেপ করেন। ফলে নীলকরগণ নীলচাষ বন্ধ করিয়া দেন। অল্পদিন মধ্যেই বাড়ীঘর জমি বেচিয়া চম্পারণ জেলা পরিত্যাগ করিয়া যাইতে বাধ্য হন। মহাত্মাজীর আন্দোলনের সুফলে প্রজাগণ সুখী হয় ও শান্তিতে বাস করিতে থাকে।

কলিকাতা কংগ্রেসে মহাত্মাজী সব আলোচনায় যোগদান করিতেন, কিন্তু কথা কহিতেন কম, যাহা বলিতেন, তাহাও বিশেষ ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিতেন। কিন্তু তাঁহার ধীরবুদ্ধি, বাক্‌সংযমও মনীষা চিত্তরঞ্জনের দৃষ্টি অতিক্রম করে নাই।

১৯১৮ কি ১৯১৯ সালের এক সান্ধ্য আলাপে সুরেন্দ্রনাথের কংগ্রেস পরিত্যাগের পরে একদিন ভারতের ভাবী নেতা সম্বন্ধে আলোচনা হয়। লোকমান্য তিলক, মালব্যজী, অ্যানি বেশান্ত, মিঃ ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী, পণ্ডিত মতিলাল নেহরু, সৈয়দ হাসান ইমাম, মিঃ এম, এ জিন্না, শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু প্রভৃতি অনেকের নাম হইল। কেহ কেহ আবার তাঁহার (চিত্তরঞ্জনের) নামও করিলেন। কিন্তু তিনি বলিলেন—

"না, ঐ যে ক্ষুদ্র মানুষটি দেখচো, উনিই হবেন ভারতের ভবিষ্যৎ নায়ক।"

সেদিনকার ভবিষ্যদ্বাণীতে চিত্তরঞ্জনের দূরদৃষ্টিরই সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যায়।

ইহার কিছুদিন মধ্যেই গুজরাটের কায়রা জেলায় দুর্ভিক্ষ হওয়ায়, প্রজাগণ খাজানা দিতে অসমর্থ হয়। সেখানে নিয়ম ছিল হিসাবের শস্যের যদি এক চতুর্থাংশ না জন্মে, তবে সে বৎসরে খাজানা রেহায় পাওয়া যায়। কিন্তু অধিকাংশ স্থানে এক চতুর্থাংশ শস্য না হওয়া সত্ত্বেও খাজানার জন্য পীড়াপীড়ি করা হয়। গভর্ণমেণ্টকে আপোষে অর্দ্ধেক খাজনা লইতে গান্ধীজী অনুরোধ করেন। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট রাজী হয়না। সেখানকার নিয়ম, ছয় আনা শস্য হইলে অর্দ্ধেক খাজানা লওয়া হইবে। অবশ্য অধিকাংশ স্থানেই অর্দ্ধেক শস্যও হয়

গান্ধীজী একটী অনুসন্ধান কমিটি নিয়োগ করিতে গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করেন, কিন্তু সেকথায়ও কর্ণপাত করা হয়না। অতঃপরে গভর্ণমেণ্টকে আবেদন না করিয়া গান্ধীজী প্রজাগণকে নিজের পায়ের উপরে নির্ভর করিতে বলেন। এবং তজ্জন্য যে কোন দণ্ড গভর্ণমেণ্ট দিবেন, তাহা হৃষ্টচিত্তে গ্রহণ করিতে বলেন। অতঃপরে এই সত্যাগ্রহে গান্ধীজীই বিজয়ী হন। এই আন্দোলনে সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল এবং শঙ্করলাল প্যারেখ তাঁহাব সহকর্ম্মী ছিলেন। প্রায় ২৫০০ প্রজা বাড়ীঘর গৃহপালিত পশ্বাদি এবং তৈজস পত্র ইত্যাদির ক্রোক হইলেও তাহারা খাজানা দিতে অস্বীকৃত হয়। অতঃপরে গভর্ণমেণ্ট প্রজাগণের আবেদন মঞ্জুর করিয়া এই চাঞ্চল্যের অবসান করেন।

গান্ধীজী কিরূপ ভাবে লোকগণকে উদ্দীপিত করেন, অদ্ গ্রামে প্রজাগণের প্রতি বাণী নিম্নে প্রদান করিতেছি—

"For years you have been exhausting your energy and fearlessness in fighting each other. For once rise and be united and use the same strong elements to fight the fear of the Sirkar, the common enemy.

(28. 4. 1918)

চম্পারণে এবং কায়রায় সত্যাগ্রহের আশাতীত সাফল্যে মহাত্মাজী সত্যাগ্রহ কৃষককুলের মধ্যেই নিবদ্ধ রাখিলেন না। রাজনীতিক্ষেত্রেও উহা প্রয়োগ করিতে তিনি দৃঢ়সঙ্কল্প হন। দুঃখ ভোগ, আত্মনির্ভরতা এবং ত্যাগ স্বীকারেই মুক্তি—একথা তিনি তাঁহার 'আত্মচরিতে'ও লিখিয়াছেন—

"The lesson was indelibly imprinted on the public mind that the salvation of tho people depends upon themselves, upon their capacity for suffering and sacrifice. Through the Kaira Cambaign, Satyagraha took firm root in the soil of Gujrat."

এই সত্যাগ্রহই ভারতের মুক্তির অমোঘ অস্ত্ররূপে পরিণত হয়।

নবম অধ্যায়

১৯১৮

বোম্বাই ও দিল্লী

কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশনের পরেই নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর নির্ব্বাচন হয়। ১৯১৭ সালে নরম পন্থীগণের হাতে জাতীয়তাবাদীগণকে যেরূপ লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছিল, তাহাতে এবারে জাতীয় দল উক্ত কমিটীতে জাতীয় মনোভাব বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকেই নির্ব্বাচিত করেন। অবশ্য যাহারা একবার কংগ্রেসের সভাপতি হন, কংগ্রেসের বিধানানুসারে স্বতঃই তাহারা নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর সভ্য (Ex-officio) থাকেন। তাহারা ব্যতীত ধীরপন্থী দলের আর কেহই নির্ব্বাচিত হইলেন না। ক্রমে কংগ্রেস সর্ব্বতোভাবে জাতীয় দলের হাতে আসিয়া পড়িল।

সুরেন্দ্রনাথের দলও ইহার প্রতিশোধ লইলেন,—জাতীয় দলকে ভারত সভাগৃহের রুদ্ধদ্বার প্রদর্শন করিয়া। ১৯১৮ সালের ১৬ জানুয়ারী তারিখে সভায় যখন উক্ত সভা জাতীয় দলের ৭৮ জন সভ্যপদপ্রার্থীকে অগ্রাহ্য ও নরম দলের নূতন ৬০ জনকে গ্রহণ করেন তখনই উভয় দলের বিরোধ একেবারে পাকিয়া উঠে। কয়দিন হইতে বিবৃতি এবং প্রতি-বিবৃতি প্রভৃতিতে বুঝাও গিয়াছিল যে এইরূপ হইবে। অতঃপরে জাতীয় দল ভারত সভাকর্ত্তৃক বহিস্কৃত হওয়ায়, ১৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখের প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সভায়, ভারতসভা (ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন) হইতে ৪০ জন সভ্য যে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিতে পাঠাইবার নিয়ম ছিল, তাহা রদ করিয়া দেন। সুতরাং এখন হইতে কংগ্রেস কমিটী এবং ইহার কাউন্সিলে নরম দলের প্রভুত্ব কমই রইল।

পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে ভারতসচিব মিঃ মণ্টেগু নভেম্বর মাসে ভারতে আসিয়া দেশের বিশিষ্ট নেতাগণের বিবৃতি গ্রহণ করিতেছিলেন। কলিকাতা আসিয়া তিনি অনেকের সঙ্গে কথা বার্ত্তা বলেন। চিত্তরঞ্জনকেও নানাবিধ বিষয়ে প্রশ্ন করেন। তিনি প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্য ও অর্থ এবং চাকুরীর (Services) উপরে প্রাদেশিক ক্ষমতা সম্বন্ধে খুব নির্ভীক ও স্পষ্ট ভাবে তাহার স্বায়ত্ত শাসন সম্পর্কীয় দাবী উপস্থিত করেন। এই সব পাইলে সম্প্রতি সেনাবিভাগ, নৌ-শক্তি এবং রেলওয়ে চলাচলের ব্যবস্থা গভর্ণমেণ্টের হাতে রাখিতেও চিত্তরঞ্জন প্রস্তুত হন।

কিন্তু ইতিমধ্যে মাননীয় সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে গোপন পরামর্শে মণ্টেগু সাহেব তাহার সুপারিস বাহির হইলে তাহাতে সুরেন্দ্রনাথের সমর্থন পাইবেন বলিয়া স্বীকার করাইয়া লন। ইহার পর হইতেই সুরেন্দ্রনাথের চাহিবার সুর নরম হইয়া গেল। কংগ্রেস-লীগ খস্‌ড়া বাহির হইবার পরে সমগ্র ১৯১৭ সাল তিনি স্বায়ত্ত-শাসনের কথা বরাবর দৃঢ় ও উচ্চ কণ্ঠে বলিতেন, কিন্তু এখন তাঁহার কণ্ঠ ও লেখনী নিস্তেজ হইয়া পড়িল। সুরেন্দ্রনাথ ১৯১৭ সালের ডিসেম্বর মাসেও কংগ্রেস সভা হইতে বলেন "The Congress-League Scheme of Reform ought to be imemediately as the first stage in the process"

"কংগ্রেস স্কীম প্রদত্ত খসড়া অনুসারে যদি সংস্কার পাওয়া যায়—তাহাতো প্রথম স্তরের সংস্কার মাত্র।"

কিন্তু ১৯১৮ সালের মার্চ্চ মাসে সুপ্রীম লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে যোগদান করিতে সুরেন্দ্রনাথ দিল্লীতে গিয়াছিলেন। ঐ সময়ে মিঃ মণ্টেগুর সহিত তাঁহার দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ হয়। "ইহার পরেই তাঁহার সুর খুবই নরম হয়। লোক মুখে প্রচারিত হয়, নবগঠিত সংস্কার কার্য্যে পরিণত করিবার ভার প্রথম সচিব হিসাবে তাঁহার উপরেই নিয়োজিত হইবে।

ইহার পরের ঘটনা চুঁচুড়ার প্রাদেশিক সম্মেলন। সভাপতি হন মাননীয় শ্রীযুক্ত অখিল চন্দ্র দত্ত মহাশয়। সুরেন্দ্রনাথ সভাপতি মহাশয়কে ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদে অভিনন্দিত করিলেও সেইরাত্রে অন্তরীণ সম্বন্ধে প্রস্তাব বিষয়ে আলোচনায় বিরক্ত হইয়া চলিয়া যান। ইতিপূর্ব্বে অন্তরীণাবদ্ধ ব্যক্তিগণের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণাদি বিবেচনা করিবার জন্য স্যার উইলিয়াম ভিনসেণ্ট (বড়লাট সাহেবের হোম্ মেম্বর) এর উদ্যোগে কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারক জষ্টিস বীচক্রফট এবং অবসরপ্রাপ্ত ভূতপূর্ব্ব বিচারক জষ্টিস স্যার চন্দ্রভারকারকে লইয়া একটি পরামর্শ পরিষদ (Advisory Committee) গঠিত হয়। সুরেন্দ্রনাথ একটী প্রস্তাবে এই ব্যবস্থায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। চিত্তরঞ্জন বলেন "যে পর্য্যন্ত আসামী সাক্ষীকে জেরা করিতে না পারিবে, এই কমিটী দ্বারা কোন উপকার হইবেনা। প্রথমতঃ সরকারী উকীল কোন মোকদ্দমা সম্বন্ধে বলিলে তাহার কথায়ই প্রতীতি হয়, পরে জেরা হইলেই উহা অন্যরূপ ধারণ করে। এই ক্ষেত্রেও জেরা না হইলে কোন ফল হইবেনা। পুলিস রিপোর্টে যাহা থাকিবে তাহাতেই বিশ্বাস জন্মিবে।" প্রস্তাবটিতে হারিয়া সুরেন্দ্রনাথ পরদিন আর আসিবেন না বলিয়া বারাকপুরে চলিয়া যান। কিন্তু পরদিন কয়েকজন গিয়া স্বায়ত্তশাসন প্রস্তাব উপস্থিত করিবার জন্য তাঁহাকে লইয়া আসেন এবং পুর্ব্বরাত্রির প্রস্তাবটিও কিছু অদল বদল করিয়া লওয়া হয়।

যাহা হউক ইহার পরেই সুরেন্দ্রবাবু তাঁহার সম্পাদিত বেঙ্গলী কাগজে লিখিতে লাগিলেন "একসঙ্গে সব্ রিফর্ম্মস দেওয়া উচিত নয়। সাঁতার শিখিতে আরম্ভ করিয়া বেশী দূরে গেলে ডুবিয়া যাইতে হইবে।"

সুরেন্দ্রনাথ ডিগবাজী খাইলেন এবং চিত্তরঞ্জন রাজনীতিক্ষেত্রে সাধকের ন্যায় আসিলেন। সুরেন্দ্র নাথ পড়িলেন, চিত্তরঞ্জন উঠিলেন। বাঙ্গলা আত্মত্যাগী নেতার সন্ধান পাইল। এই সময় চিত্তরঞ্জন চাটগাঁয়ে একটি সভায় বলিয়াছিলেন :—

সেই সময়ের অপেক্ষাই করিতেছি যখন আমরা আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে পারিব। সেই সময় আমি আমার এই নশ্বরদেহ লইয়া বাঁচিয়া থাকি আর নাই থাকি, আমার সন্তান সন্ততি জীবিত থাকুক আর নাই থাকুক, আমি দেখিতেছি ভগবৎ প্রসাদে অদূর ভবিষ্যতে এমন শক্তি আমরা লাভ করিব যে সকল ঐশ্বর্য্যে বিভূষিত হইয়া এক মহিমান্বিত জাতিরূপে সমগ্র পৃথিবীর সম্মুখীন হইতে সমর্থ হইব। এই আমার ব্রত, আমি বিশ্বাস করি এই ব্রত উদ্‌যাপনের জন্য ভগবান এখানে আমাকে নিয়োগ করিয়াছেন। এই সংগ্রামে মৃত্যুকেও যদি আমার আলিঙ্গন করিতে হয়, তাহাতেই বা কি আসে যায়? এই দেহ পঞ্চভূতে মিশিয়া যাইবে, সন্দেহ নাই। কিন্তু আবার আমি আসিব। আবার সমস্ত শক্তি দেশের কাজে নিয়োজিত করিব। যে পর্য্যন্ত সিদ্ধিলাভ না হয়, এই ভাবেই আবার দেহপাত করিব।"

অতঃপরে মণ্টেগু চেমসফোর্ড শাসন সংস্কারের খস্‌ড়া কাগজ প্রকাশিত হয়। ইহার দুইটি খণ্ড থাকে। প্রথম খণ্ডে সমস্ত অবস্থার বিস্তৃত আলোচনা হয় যে—সংস্কারে প্রয়োজন কেন, জনগণের সহানুভূতির আবশ্যকতা কি ইত্যাদি। প্রথম খণ্ডকে আবশ্যকীয় খণ্ড (Material) বলিয়া অভিহিত করা হয় এবং ইহাতে বেণ্টিঙ্ক, এলফিনষ্টোন মেকলে প্রভৃতির নানারূপ ডেসপাচের উল্লেখ আছে। খুব বড় বড় আলঙ্কারিতাযুক্ত বাক্যচ্ছটার ঝঙ্কার আছে, যেমন :—

"The sheltered existence which we have given India can not be prolonged without damage to her national life."

অন্যত্র আছে—

"Self Government for India within the Empire is the highest aim which the people can set before themselves or which as 'trustees' for her, we can help her to attain. Without it there can be no fulness of Civic life. no satisfaction of the natural aspirations which fill the soul of every

self-respecting man. The vision is one that may সঁং. men to resolve on that things seemed impossible before."

দ্বিতীয় খণ্ডে সংস্কার প্রস্তাবের খসড়া লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কংগ্রেস "লীগ স্কীম্" চালু হওয়ার পক্ষে অযোগ্য un-workable এবং দ্বৈত শাসন (Dyarchy)ই অগ্রসর হইবার পক্ষে প্রকৃষ্ট ব্যবস্থা—এই সব বিস্তৃত ভাবে বলিয়া চারিটি প্রধান সূত্রের উল্লেখ হয়—

(i) There should be, as far as possible, complete popular control in local bodies, and the largest possible independence for them of outside control.

(ii) "The provinces are the domain in which the earliest steps towards the progressive realization of Responsible Government should be taken. Some measure of responsiblity should be given at once, and our aim is, to give complete responsiblity as soon as conditions permit. This involves at once giving the provinces the largest measure of independence—legislative, administrative and financial—of the Government of India, which is compatible with the due discharge by the latter of its responsibilities."

প্রদেশগুলিকে সম্পূর্ণ স্বায়ত্ত শাসন দেওয়াই আমাদের ইচ্ছা, তবে কিছু দিয়া আরম্ভ করা যাউক,

(iii) "The Government of India must remain wholly responsible to Parliament and saving such responsiblity its authority in essential matters must remain indisputable pending experience of the effect of the changes now to be introduced in the provinces. In the meantime, the Indian Legislative Council should be enlarged and made more representative and its opportunities of influencing Government increased."

ভারতসরকার সম্পূর্ণ পার্লেমেন্টের অধীন থাকিবে, তবে ভারতীয় আইন পরিষদে সভ্যসংখ্যা আরও বৃদ্ধি করা হইবে।

(iv) In proportion as the foregoing changes take effect, the control of Parliament and the Secretary of State over the

[Govern]ment of India and Provincial Government must be

"উপরোক্ত পরিবর্ত্তনানুযায়ী কাজ ভাল হইলেই ক্রমে ক্রমে ভারত সচিব এবং পার্লেমেণ্টের কর্ত্তৃত্বও হ্রাস হইবে বলিয়া মনে হয়।"

মণ্টেগু চেমসফোর্ড প্রস্তাবিত সংস্কারের খস্‌ড়া বাহির হইবার পরে নানা সম্প্রদায়ে নানারূপ মনোভাব প্রকটিত হইল। এ্যাংলো ইণ্ডিয়ানগণ এবং 'ইংলিসম্যান' 'ষ্টেটসম্যান' প্রভৃতি সংবাদপত্র মণ্টেগুর প্রতি অত্যন্ত বিরূপ হইল, মডারেটগণ খুবই সন্তুষ্ট হইলেন এবং মনে করিলেন "তাহাদের এতদিনের শ্রম সার্থক হইয়াছে।" জাতীয়তাবাদীগণ খুব অসন্তোষ প্রকাশ করিলেন এবং মিসেস বেসান্ত তাহার "নিউইণ্ডিয়া" কাগজে লিখিলেন "It is ungenerous for England to ofler and unworthy for India to accept."

"ইংলণ্ডের পক্ষে এরূপ সংস্কার দেওয়া খুবই অনুদারতার পরিচায়ক, আর ভারতবাসীর পক্ষে ইহা গ্রহণ করাও আত্ম-সম্মানোপযোগী নয়।"

মান্দ্রাজ হইতে ১৫ জন সভ্য একটী সাধারণ বিজ্ঞপ্তিতে ঘোষণা করেন :

"It is so radically wrong alike in principle and in detail that it is impossible to modify or improve it."

অতঃপরে সুরেন্দ্রনাথ ইউরোপীয় যুদ্ধের জন্য সৈন্যসংগ্রহার্থ চট্টগ্রামে সভা করিতে যান। ইহার কিছুদিন পূর্ব্বেই রৌলট্ কমিটীর রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। যুদ্ধান্তে 'ভারতরক্ষা আইন' উঠিয়া গিয়াছে এখন শীঘ্র শীঘ্র যাহাতে অন্য পন্থায়' মোকদ্দমা শেষ করিয়া ফেলা যায়, তজ্জন্য নূতন আইন প্রবর্ত্তিত হইবার জন্য একটী কমিটী করা হইয়াছিল। এই কমিটীতে ইংলণ্ডের অন্যতম বিচারক স্যার সিড্‌নী রৌলট (Rowlatt) সভাপতি ছিলেন এবং কুমার স্বামী শাস্ত্রী এবং প্রভাসচন্দ্র মিত্র মহাশয়ও সভ্য ছিলেন। ইহাতে সুপারিস করা হয়

যে সরকার ইচ্ছা করিলে যে কোন ব্যক্তির উপরে যে কোন
বিনাবিচারে আটক রাখিবার ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে। এই রিপোর্টে আবার বিচারের এমন অদ্ভুত প্রণালীর কথা থাকে যে দৃষ্টান্তস্বরূপ বলিতেছি পুলিসের নিকট স্বীকারোক্তিও প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হইবে। যাহাহউক যথাস্থানে ইহার আলোচনা করিব।

'ভারতসভা' এই রিপোর্টের বিরুদ্ধে কোনরূপ উচ্চবাচ্য করে নাই। ইতিপূর্ব্বে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া চিত্তরঞ্জন দাশ প্রভৃতি নানা কারণে 'ভারতসভা' হস্তগত করিবার (Capture) চেষ্টা হইতে বিরত হন। এবং ১৯১৮ সালের ৮ই জুলাই তারিখে "জনসভা" নামে একটী প্রতিষ্ঠান স্থাপিত করেন। জনসভার উদ্দেশ্যই ছিল জনগণের স্বার্থ সংরক্ষণ এবং আটক বন্দীদের তরফে প্রচেষ্টা করণ। এই ৮ই জুলাই তারিখেই মণ্টেগু চেমসফোর্ডের সংস্কারের খস্‌ড়া সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়।

জাতীয়দল সংস্কারের খস্‌ড়া বাহির হইবার তিনদিন মধ্যেই ভারতসভা গৃহে প্রাদেশিক সম্মিলনীর একটী বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করেন। ইহার সভাপতি হন শিলচরের উকীল অন্যতম নেতা কামিনী কুমার চন্দ মহাশয়। মডারেট দলের মধ্যে শ্রীযুক্ত যোগেশ চৌধুরী, বিজয় চট্টোপাধ্যায়, জে, এন রায় প্রভৃতি মুষ্টিমেয় নেতা উপস্থিত ছিলেন, এবং জাতীয়তাবাদী সকলেই ছিলেন। সংস্কার disappointing এবং unsatisfactory বলিয়া এই কনফারেন্সে একটী প্রস্তাব পাশ হয়।*

*I. That this Conference is of opinion that the Scheme of Reforms of the Viceroy and the Secretary of State for India is disappointing and unsatisfactory and does not present any real steps towards Responsible Government.

II That a Standing Committee of the Conference do take immediate steps for the publication at an early date and before the Special Session of the Congress and of the reasons supporting the motion passed at the Conference.

পরে কংগ্রেসের একটি বিশেষ অধিবেশন হয় বোম্বাই নগরীতে। চিত্তরঞ্জন বিশেষ চেষ্টা করিয়া এখানেই স্থানটি পরিবর্ত্তন করিতে সক্ষম হন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হন শ্রীযুক্ত সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল। চিত্তরঞ্জন কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি পাটনার শ্রীযুক্ত হাসান ইমামকে সভাপতি করিতে বিশেষ সচেষ্ট হন এবং তিনিও এই সঙ্কট সময়ে সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হন। বাঙ্গলা হইতে চিত্তরঞ্জন বহুসংখ্যক প্রতিনিধিসহ বোম্বাই উপস্থিত হন। এবার তাঁহার নিজ তহবিল হইতেই খরচ হয় প্রায় কুড়ি পঁচিশ হাজার টাকা। তিনি তখন সম্পূর্ণরূপে জাতীয়-উত্থানে মনোনিবেশ করিয়াছেন। তাঁহার নিকট তখন অর্থতো নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর!

এই সময় কংগ্রেসের সমস্ত বোঝা বহন করিতে হয় চিত্তরঞ্জনকে। মডারেটরা কেহই এই অধিবেশনে যোগদান করেন নাই। কংগ্রেস সভানেত্রী মিসেস বেসান্তও প্রথম পাঁচ ছয় মাস যে উৎসাহের সঙ্গে কাজ করিয়াছিলেন, তৎপরে কার্য্যে আর সেরূপ উদ্যম পরিলক্ষিত হয় নাই। গতবৎসর তাঁহাকে যে অন্তরীণাবদ্ধ করা হইয়াছিল, অল্পদিন মধ্যে তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়ার সময় গভর্ণমেণ্ট প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে মিঃ মণ্টেগু যতদিন ভারতবর্ষে থাকিবেন, তিনি তীব্র ভাষা প্রয়োগ না করেন। মিসেস্ বেসান্ত গভর্ণমেণ্টের সেই অনুরোধ রক্ষা করেন নাই। তবে জাতীয়দলের দ্রুত অগ্রগতি তাহার মনঃপূত হইতেছিল বলিয়া মনে হয় না। এদিকে শ্রীযুক্ত তিলক মুক্তাবস্থায় থাকিলেও, তাঁহার প্রতিও নানাস্থানে যাইতে গভর্ণমেণ্ট হইতে নিষেধাজ্ঞা হয়।

মহাত্মা গান্ধী সাঙ্গপাঙ্গসহ তখনও সম্পূর্ণভাবে যোগদান করেন নাই। শ্রীযুক্তা বেসান্তের উৎসাহ শৈথিল্যের দিকে আসিতে লাগিল, তাহার অনুবর্ত্তীগণও ছাড়িব ছাড়িব হইলেন। সুতরাং

সেই শঙ্কটময় সন্ধিক্ষণে চিত্তরঞ্জন অর্থে সামর্থ্যে কংগ্রেসের
হইলে এই মহা প্রতিষ্ঠানটি বিশেষ ক্ষতিগ্রস্থ হইত।

বোম্বাইতে ডেলিগেট হইয়াছিল প্রায় ৪০০০ এবং অধিবেশন হয় ২৯শে আগষ্ট। ইহার পূর্ব্বে ১৭ই আগষ্ট ভারতসভাগৃহে স্যার নারায়ণ চন্দ্র ভারকারের সভাপতিত্বে একটী ধীরপন্থীগণের সম্মিলন করিয়া বোম্বাই অধিবেশনে যোগদান করিতে তাহারা যেন বিরত হন প্রস্তাব পাশ হয়। ইহার পাঁচদিন পরে, জাতীয় দল ডেলহৌসি ইন্‌ষ্টিটিউটে একটী সভা করিয়া তাহাদের এই সঙ্কল্পে দুঃখ প্রকাশ করিয়া (deplore) একটী প্রস্তাব পাশ করেন। তখন নবপ্রস্তাবিত সংস্কারের পক্ষে ছিলেন, সুরেন্দ্রবাবু, বাবু অম্বিকাচরণ মজুমদার, মাননীয় ভূপেন্দ্রনাথ বসু, স্যার ডিনসা ওয়াচা, স্যার নারায়ণচন্দ্র ভারকর, স্যার বিপিনকৃষ্ণ বসু, অনারেবল পারঞ্জপে, তেজবাহাদুর সাপরু, রাজা নরেন্দ্রনাথ, আর এন, মুধলকার, স্যার এস, পি, সিংহ, গঙ্গাধর চীৎনবীস প্রভৃতি। ইহারা কেহই কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে যোগদান করেন নাই। পণ্ডিত মদন মোহন মালবীয়া সকলকে যোগদান করিতে অনুরোধ করিয়া লেখেন—

"If we divide now, the division will be perpetuated at the annual Session of the Congress."

তথাপি তাঁহার কথায় কেহ কর্ণপাত করে নাই। কারণ শাসন সংস্কারের ত্রুটি দেখাইবার প্রস্তাব তাহাদের মতবিরুদ্ধ ছিল।

নিম্নলিখিত নেতৃবৃন্দ সংস্কারের বিপক্ষে ছিলেন। ইঁহাদের অনেকেই বোম্বাই বিশেষ অধিবেশনে যোগদান করেন—

মিসেস বেসান্ত, ডক্টর এস, আয়ার, মিঃ তিলক, মিঃ বিজয় রাঘবাচারিয়া, কস্তুরীবাঈ আয়েঙ্গার, সি, পি, রামস্বামী আয়ার, এন্, সি, কেলকার, স্যার ডিনসা পেটিট্, রাজা অব মামুদাবাদ, মিঃ এম,এ, জিন্না, সি, আর দাশ, ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী, বি, পি ওয়াডিয়া, বিপিনচন্দ্র পাল, লালা হরকিশন লাল, মতিলাল ঘোষ, মতিলাল

। আর বোমানজী, জে, এল ব্যানার্জ্জি, হীরেন্দ্র নাথ দত্ত অখিল চন্দ্র দত্ত প্রভৃতি।

সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণ খুব মর্ম্মস্পর্শী হয়। তিনি রিফর্ম্মস তন্ন তন্ন করিয়া বিশ্লেষণ করেন এবং বলেন, "যুক্ত ভারতের দাবীই আমাদের দাবী Our demand is the demand of United India এবং যে পর্য্যন্ত আমাদের ন্যায্য অধিকার হইতে আমরা বঞ্চিত হই, আমরা সংগ্রামে কখনও বিরত হইবনা—

"Unchained in Soul, though manacled in limb,
Unhampered by prejudice unawed by wrong
Friends of the week and fearless of the strong."

রিফর্ম্মস সম্বন্ধে প্রস্তাবই এই অধিবেশনের মূল প্রস্তাব। ইহাতে বলা হয় কোন কোন বিষয়ে একটু অগ্রগতির আভাস থাকিলেও প্রস্তাবগুলি নৈরাশ্যব্যঞ্জক ও অসন্তোষজনক এবং ভারতগভর্ণমেণ্ট, প্রদেশ, ব্যবস্থাপকসভা, নির্ব্বাচন, পার্লেমেণ্ট ও ইণ্ডিয়া আফিস, হিন্দুমুসলমানের ভোটের অনুপাত, সেনাবিভাগ, ভারতীয় সিভিল সার্ভিস, স্ত্রীভোট, কাউন্সিলের গঠন প্রভৃতি বিষয়ে কতকগুলি পরিবর্ত্তন বিশেষ আবশ্যক।*

"রিপ্রেজেণ্টেসন" সম্বন্ধে প্রস্তাবটি হয় যে "ভোট প্রকাশের ব্যবস্থা,

* That This Congress appreciated the earnest attempt on the part of the Right Hon'ble the Secretary of State and H. E. the Viceroy to inaugurate a system of responsible Government in India and while it recognises that some of the proposals constitute an advance on the present conditions in some directions, it is of opinion that the proposals are disappointing and unsatisfactory and suggests the following modifications as absolutely necessary to constitute a substantial step towards responsible Government as in Government of India, Provinces—Legislative, Elections, Representation, Army, Indian Civil Service, Women Franchise etc."

নির্ব্বাচন কেন্দ্র ও ব্যবস্থাপক সভার গঠন নির্দ্ধারণ বিষয়ে মত প্রকাশ করিতেছে যে এই সব ব্যবস্থা যেন কমিটিতে স্থির না হইয়া পার্লেমেণ্ট কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত হয় এবং আইনের অঙ্গীভূত হয় যদি এই কার্য্যের জন্য যদি কমিটী গঠিত করিতে হয় তবে কমিটীর দুইজন বেসরকারী সদস্য একজন নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটী কর্ত্তৃক এবং একজন মুসলীম লিগের কাউন্সিল কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইবেন এবং প্রত্যেক প্রদেশের যে একজন কো-অপটেট্ সভ্য গ্রহণ করা হইবে তাহা যেন প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটী কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হয়।"

বক্তৃতার সময় চিত্তরঞ্জন নির্ভীকভাবে ঘোষণা করেন কংগ্রেসই একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান এবং তাহাকে প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের অধিকার দিতেই হইবে। প্রতিনিধি হইবে বেসরকারী এবং একজন কংগ্রেস কর্ত্তৃক ও একজন মুসলীম লীগ কর্ত্তৃক বাছাই হইবে।

প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টে যেমন সংরক্ষিত ও হস্তান্তরিত বিষয় সংযোজিত করা হইয়াছে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টেও সেইরূপ ব্যবস্থা হওয়া উচিত। সাধারণ শান্তি দেশরক্ষা ইত্যাদি বিষয় গভর্ণমেণ্টের হাতে থাকিতে পারে। তবে জনগণের অধিকার (Declaration of Rights) নির্দ্দিষ্ট ভাবে ঘোষিত হইবে।

রৌলট কমিটীর রিপোর্ট সম্বন্ধে উহার সুপারিস তীব্র নিন্দা করিয়া প্রস্তাব হয়—

"This Congress condemns the recommendations of the Rowlatt Committee which if given effect to would interfere with the fundamental rights of the Indian people and impede the healthy growth of public opinion."

এই প্রস্তাব সম্বন্ধে চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় ওজস্বিনী ভাষায় সমস্ত প্রতিনিধিবর্গের প্রাণ স্পন্দিত করিয়া বলেন—

"আজ যে সময়ে সমগ্র দেশ স্বায়ত্ব শাসনের জন্য আমাদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের জন্য আন্দোলন করিতেছে—যে সময়ে

এতদ্দেশ রাজনৈতিক অধিকার লাভের জন্য রাজনৈতিক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছে, সেই সময় সরকার কেন যে দেশের লোককে পীড়ন করিবার জন্য দুইটী নূতন অস্ত্র প্রস্তুত করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম। শুনিতে পাই সরকারের বিশ্বাস আছে যে এদেশে বিপ্লবপন্থীর দল আছে। আমারও বিশ্বাস, এইরূপ দল আছে। সরকার এই রৌলট কমিটীর নির্দ্ধারণের সহায়তায় সেই দলকে নিশ্চিহ্ন করিতে এই অস্ত্র শাণিত করিতেছেন, কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি জগতের ইতিহাসে কি কোথাও চণ্ডনীতি-দ্যোতক নিষ্ঠুর আইনের সহায়তায় বিপ্লবী অনুষ্ঠান নির্ম্মূলিত হইয়াছে? সরকার এই বিষয়টি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে চিন্তা করেন নাই। যদি করিতেন, তবে নিশ্চয়ই এই দলের উৎপত্তি, অবস্থিতি ও প্রসারের কারণ অনুসন্ধান করিতেন। এইরূপ (বৈপ্লবিক) আন্দোলন যে কল্যানজনক নয়, তাহাতে কাহারও সন্দেহ নাই। কিন্তু রৌলট কমিটী যে উপায় নির্দ্দেশ করিতেছেন, তাহাতে তাহা দূর হইবে না।

মূলানুসন্ধান করিলেই দেখা যাইবে লোক কিসের জন্য একান্ত ব্যগ্র হইয়াছে। তাহাদিগকে রাজনৈতিক অধিকার না দিলে হইবে না। জনগণকে স্বায়ত্তশাসন প্রদানই এই দুরন্ত ব্যাধির একমাত্র ঔষধ।

কিন্তু সরকার ভ্রান্তপথে চলিয়াছেন। সরকার এই দলের অস্তিত্বের কারণ যে অনুসন্ধান করা প্রয়োজন বোধ করেন নাই, তাহা কমিটী নিয়োগের প্রস্তাবেই প্রকাশ পাইয়াছে। কমিটী কেন নিযুক্ত হইয়াছিল একবার বুঝুন। সরকার বিপ্লবাত্মক অনুষ্ঠান সংশ্লিষ্ট ষড়যন্ত্রের অস্তিত্ব, প্রকৃতি ও প্রসারের কারণ নিদ্ধারণ, উহার নিবারণ কল্পে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের অসুবিধা নির্দ্দেশ এবং সেইজন্য ব্যবস্থানুযায়ী আইন প্রণয়ন উচিত কিনা, সে বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিবার জন্যই এই কমিটী গঠিত করিয়াছিলেন। কমিটী সেই সীমাও অতিক্রম করিয়া কারণ অনুসন্ধান করিয়াছেন। কমিটী যখন অনুসন্ধানে ব্যাপৃত ছিলেন, সমগ্র দেশে

তখন চণ্ডনীতি ভীষণ ভাবে চলিতেছিল। সেই সময় অনুসন্ধান করিয়া কমিটী যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে 'ষড়যন্ত্র একদল লোকের রাজনীতিক কার্য্য' তাহা নিতান্তই হাস্যকর ও লজ্জাজনক। এমন কি এই সম্পর্কে লোকমান্য তিলকেরও শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পালের নাম এবং কতকগুলি সংবাদপত্রের রচনার বিষয়ও উল্লিখিত হইয়াছে। এই সব রাজনীতিক বক্তা ও সংবাদপত্র-লেখক কি কারণে সেই ভাবে বক্তৃতা ও রচনা করিয়াছেন কমিটী কি সেই বিষয়ে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন? আমি জিজ্ঞাসা করি গত একশত বৎসর কাল যে এদেশবাসীগণকে তোমরা পীড়ন করিতেছ, কখনও কি তোমরা শাসনবিষয়ে সংস্কার সম্বন্ধে কিছুমাত্র কল্পনাও করিয়াছ? যখনই দেশবাসী সংস্কারের প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন, তখন বুরোক্রেশী তাহাতে আপত্তি করিয়াছেন। বস্তুতঃ এই দশ বৎসরের মধ্যে আমাদের রাজনৈতিক অধিকার বিষয়ে তোমরা কি একবারও অনুধাবন করিয়াছ, আমাদের অধিকার সম্বন্ধে তোমরা কি অবহিত আছ? যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনের ছলে তোমরা কি ভারতরক্ষা আইন প্রবর্ত্তিত কর নাই, আর সেই কঠোর আইনের বলে কি শত শত লোককে বিনাবিচারে কারারুদ্ধ কর নাই? ভারতরক্ষা আইনে যে কঠোরতা অবলম্বিত হইয়াছে, তদপেক্ষা কঠোরতর আইন প্রণয়ন করিতে রৌলট কমিটি পরামর্শ দিয়াছে। ইতিপূর্ব্বে আমি সরকারের বিনাবিচারে লোককে আটক করিবার ব্যবস্থার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছি। বাঙ্গালায় আমরা এই ব্যাপারে একেবারে জর্জ্জরিত হইয়াছি। অদ্যকার উপস্থাপিত এই প্রস্তাব আমাদের সেই প্রতিবাদই সমর্থন করিতেছে।"

যাহাহউক সেপ্টেম্বর মাসের ১লা তারিখে এই অধিবেশন শেষ হয় এবং ইহার পরে চিত্তরঞ্জন কলিকাতা আসিয়া দিল্লী অধিবেশনের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

কংগ্রেসের দিল্লী অধিবেশন

(১৯১৮)

পুনরায় ডিসেম্বর মাসে কংগ্রেসের অধিবেশন হয় দিল্লী নগরীতে পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়জীর সভাপতিত্বে। এই ত্রিত্রিংশৎ অধিবেশনে মিসেস বেসান্তও আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না। ইহার পর হইতেই তিনি এবং তাহার অনুবর্ত্তীগণ কংগ্রেস হইতে প্রায় সরিয়া পড়িলেন। সুরেন্দ্রনাথ, মিসেস্ বেসান্ত ও পণ্ডিত মদনমোহন সম্বন্ধে এইখানে কিছু উল্লেখ আবশ্যক। সুরেন্দ্রনাথ বলেন "যে সংস্কার দেওয়া হইয়াছে তাহা আমার মনঃপূত, তোমরা সংস্কার বিরোধী, তাই তোমাদের সহিত একমত না হইয়া আমি কংগ্রেস বর্জ্জন করিলাম।" এ্যানিবেশান্ত সংস্কার গ্রহণযোগ্য মনে করেন না বটে, তবে অগ্রগতিসম্পন্ন গরমপন্থীগণের সহিত খাপ খাওয়াইতে না পারিয়া ক্রমে কংগ্রেস ছাড়িতে বাধ্য হইলেন। তবে তিনি ইহার পরেও ২।১ বার কংগ্রেস অধিবেশনে যোগদান করিয়াছেন। পণ্ডিতজীর নিকটে সংস্কার একেবারে বর্জ্জনীয় মনে হয় নাই। তবে তিনি কোন অবস্থায়ই কংগ্রেস ছাড়িতে প্রস্তুত নহেন। কংগ্রেস ক্রীড্ তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করিতেন এবং শেষ দিন পর্য্যন্ত তিনি কংগ্রেসের একান্ত সাধক অবস্থায়ই পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি বরাবর স্বাধীনমত বর্জ্জন না করিয়াও কংগ্রেস সেবায় নিরত ছিলেন এবং কখনও কোনরূপ স্বার্থবুদ্ধি লইয়া কোন কাজ করেন নাই বলিয়া তিনি পক্ষবিপক্ষ সকলের হৃদয় জয় করিয়াছিলেন। মিসেস বেসান্তও কখনও স্বার্থবুদ্ধি চালিত হইয়া কিছু করেন নাই বলিয়া তাঁহার নামও বিশেষ ভাবে স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। সুরেন্দ্রনাথ রিফর্মস একমত ছিলেন না বটে, তাহাতে কাহারও কিছু বলিবার থাকে না। কিন্তু তিনি একসময়ে অবিসম্বাদী নেতা থাকিলেও দেশবাসীর অভিমত, আশাআকাঙ্ক্ষার বিরুদ্ধে মণ্টফোর্ড

রিফর্ম্মস অনুমোদন করার সঙ্গে সঙ্গেই মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করায় শ্রদ্ধাসম্মান হেলায় বিলুণ্ঠিত করিলেন। তিনি তাঁহার Nation in Makingএ লিখিয়াছেন—

"It is not we who had changed: there has been a fundamental change in the policy and the aims and aspirations of the Government. We welcomed it, we modified our attitude towards the Government and we co-operated with it for the attainment of Self-Government. To oppose where we should co-operate would be height of unpatriotism; it would be something worse, it would be treason against the motherland."

"We had to accept this Revolutionary movement culminating in due time, in full-fledged Responsible Government or followed the dubious paths of a revolutionary programme with its endless risks and uncertain triumphs."

পূর্ব্বেই বলিয়াছি দেশবাসীর মতের বিরুদ্ধে বুরোক্রেসীর বেতন-ভোগী হইয়া কাজ করিলে তাহা কখনও সার্থকতা আনিতে পারে না, একথা সুরেন্দ্রনাথের ন্যায় বহুদর্শী নেতার বুঝা উচিত ছিল। তিনি নিঃস্বার্থভাবে কি স্বার্থ-প্রণোদিত হইয়া করিয়াছিলেন, কি ভুল বুঝিয়া রিফর্ম, সমর্থন ও মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার প্রকৃত সন্ধান পাওয়া দুষ্কর। তবে রাজনীতিক নেতা বাঙ্গালার মুকুটহীন সম্রাট সুরেন্দ্রনাথ দেশবাসীর মতের বিরুদ্ধে বুরোক্রেসীর সমর্থক হইলেন, ইহা জাতীয় ইতিহাসের একটা বিয়োগান্ত অধ্যায়।

১৯১৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ৬ তারিখে (কংগ্রেসের বোম্বাই অধিবেশনের এক সপ্তাহ মধ্যেই) সুরেন্দ্রনাথ ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় সংস্কার সম্বন্ধে নিম্নলিখিত প্রস্তাব আনয়ন করেন—

"This Council while thanking His Excellency the Viceroy and the Secretary of State for India for the Reforms Proposals and recognizing them as a genuine effort and a definite advance towards the progressive realization of Responsible

t in India, recommends to the Governor General ...uncil that a Committee consisting of all the non-official members of this Council be appointed to consider the Reforms Report and make recomendations to the Government of India."

এই প্রস্তাবের দুইটী অংশ, একটী সংস্কার গ্রহণ করিতে হইবে, দ্বিতীয় একটী কমিটী গঠিত হইয়া বিবেচনা করিয়া ভারত সরকারের কাছে যেন সুপারিস পাঠাইয়া দেন। সম্পূর্ণ প্রস্তাবটিই পাশ হয়। ভাইসরয় লর্ড চেমসফোর্ডই কাউন্সিলের সভাপতি ছিলেন।

অতঃপরে নভেম্বর মাসে বোম্বাই সহরে মডারেট দিগের একটী সম্মিলন হয়। ইহার নাম হয় "লিবারেল ফেডারেসন।" সভাপতি হন সুরেন্দ্রনাথ। এখানেও কাউন্সিলের প্রস্তাবের অনুরূপ সহায়তা-মূলক প্রস্তাব পাশ হয়।

এই দুইটী বিশিষ্টস্থানে সমর্থন লাভ করিয়াই মণ্টেগু সাহেব বিলাত প্রত্যাগত হইয়া তাহার সাহসের সহিত প্রস্তাব পার্লেমেন্টে উপস্থিত করেন।

মণ্টেগু চেমসফোর্ড রিপোট অনুযায়ী প্রাদেশিক এবং ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার নির্ব্বাচন ব্যবস্থা প্রভৃতি নির্দ্ধারণের জন্য এবং রিজার্ভড্ এবং ট্রান্সফার্ড বিভাগের দপ্তর কিভাবে বণ্টন করা হইবে ইত্যাদি বিষয়ে স্থির করিবার জন্য দুইটী কমিটীও গঠিত হয়। প্রথমটির সভাপতি হন লর্ড সাউথবরো, দ্বিতীয়টীর হন দক্ষিণ আফ্রিকার মিঃ ফিথাম (Feetham) প্রথমটীতে সুরেন্দ্রনাথও অনারেবল শ্রীনিবাস শাস্ত্রী এবং দ্বিতীয়টীতে ডাঃ তেজবাহাদুর সাপ্রু এবং মিঃ চমনলাল সিটেলভেড্ ভারতীয় সভ্য ছিলেন।

যাহাহউক দিল্লীর অধিবেশনে প্রতিনিধির সংখ্যা খুব বেশী

হয় এবং উদ্দীপনার সঞ্চারও খুব হয়। শ্রীযুক্ত চৌধুরাণী* 'বন্দেমাতরম' গানে সকলকে মুগ্ধ ও রোমাঞ্চকলেবর করিয়া অধিবেশনের সাফল্য আরও বৃদ্ধি করেন। সুরটি রবীন্দ্রনাথের দেওয়া।

প্রথম দিনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির ও সভাপতির অভিভাষণ পঠিত হয়। দ্বিতীয় দিন অন্যান্য বিষয়ে আলোচনা হয়, কিন্তু তৃতীয় দিনে সংস্কার সম্বন্ধে নিম্নলিখিত প্রস্তাব শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী মহাশয় উপস্থিত করেন—

"This Congress also re-affirms the resolution No 5 relating to Self-Government passed at the Bombay Session and that in view of the expression of opinion in the country since the sitting of the special Session, the Congress is of opinion that so far as reforms are concerned full Responsible Government should be granted atonce, and no part of India should be deprived of the Reforms."

ইহাতে বলা হয় যে অতিরিক্ত অধিবেশনের পরে এই কয়মাসে দেশের লোক যে অভিমত প্রকাশ করিতেছেন তাহাতে কংগ্রেসের মতে প্রদেশ সমূহকে অবিলম্বে সম্পূর্ণ দায়িত্ব মূলক স্বায়ত্ত-শাসনের ক্ষমতা প্রকাশ করা উচিত আর ভারতের কোন অংশই যেন শাসন-সংস্কার হইতে বঞ্চিত না হয়।

প্রস্তাবটি সমর্থন করেন মাননীয় বিথল ভাই প্যাটেল।

এই অধিবেশনে শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস শাস্ত্রী, বি, এন, শর্ম্মা, প্রমুখ কয়েকজন মডারেট নেতাও যোগদান করেন। শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী এবং মিসেস্ বেসান্ত কয়েকটী সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপন করেন। বিষয় নির্ব্বাচনী সভায় এবং প্রকাশ্য অধিবেশনের সময় সমস্ত আলোচনাদির নেতৃত্বই করিতেছিলেন চিত্তরঞ্জন। মহাত্মাজী উপস্থিত ছিলেন না।

* ইনি পাঞ্জাবের কংগ্রেস নেতা রামভূজ দত্ত চৌধুরীর সহিত পরিণীতা হইয়াছেন।

পন্থের দলও অবসর গ্রহণোন্মুখ, সুতরাং ১৯১৮এর অধিবেশন চিত্তরঞ্জন অধিবেশন" বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

প্রস্তাবটির তিনটি অংশ—

(১) রিফর্ম্মস নৈরাশ্যজনক ও অসন্তোষপ্রদ (বোম্বাই প্রস্তাব)

(২) স্বায়ত্ত শাসন অবিলম্বে দিতে হইবে। অর্থাৎ একটা সময় নির্দ্ধারণ করিয়া দেওয়া হউক।

(৩) প্রত্যেক প্রদেশে পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন (দ্বৈত শাসন নহে) দিতে হইবে।

পূর্ণ দায়িত্বলাভের জন্য সময় নির্দ্দেশ সম্বন্ধে যে সমস্ত সংশোধন প্রস্তাব হয়, ৫ বৎসর কি দশ বৎসর কি ১৫ পোনর বৎসর, প্রস্তাবক ১৫ বৎসর মানিয়া প্রস্তাবের অন্তর্গত করিয়া লন্।

শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী বলেন "নৈরাশ্যজনক কথা বাদ দিতে হইবে" অন্যান্য অংশও আপত্তি করেন। ডাক্তার প্রমথ নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত বি, এন শর্ম্মা তাহাকে সমর্থন করেন।

শ্রীযুক্ত বেশান্ত বলেন "সম্পূর্ণ দায়িত্ব শাসন এবং প্রস্তাবিত সংস্কার যে নৈরাশ্যজনক" সেই অংশটি থাকিতে পারে, তবে এখনই দিতে হইবে একথা পরিহার করিতে হইবে। 'এখনই দিতে হইবে' এমন কথা বোম্বাই প্রস্তাবে ছিল না। তিনি বলেন ঘোড়সওয়ারদের (cavalry) মত আমরা দ্রুত অগ্রসর হইতেছি।

কেহ কেহ দ্বৈত শাসন (Dyarchy) সমর্থন করেন।

শ্রীযুক্ত বিপিন পাল মহাশয় বলেন এই সব সংশোধন প্রস্তাব গ্রহণ করিলে জাতির মর্ম্মকথা অস্ফুট রাখা হইবে। শ্রীযুক্ত সত্যমূর্ত্তি মূল প্রস্তাব সমর্থন করেন। শ্রীযুক্ত রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার বলেন:

"অসন্তোষপ্রদ প্রভৃতি কথার ব্যবহারে খুব কম করিয়া বলা হইয়াছে।" মিসেস বেশান্তের কথার উত্তরে বলেন—"ঘোড়সোয়ার কি কখনও অগ্রসর হইতে হইতে পদাতিক সৈন্যের জন্য আর কিছু

হটিয়া যায়? কংগ্রেস ঘোড়সোয়ারদের মতই অগ্রসর হইবে—পদাতিকের মতও নয়, গোলন্দাজের মতও নয়।”

“Congress represented the cavalry, not artillery.”

মিঃ শাস্ত্রী বলেন—The Congress represented the whole country কংগ্রেস সমগ্র দেশেরই প্রতিনিধি। শ্রীযুক্ত এ, কে ফজলল্ হক্ মূলপ্রস্তাব সমর্থন করেন।

সর্ব্বশেষে প্রত্যুত্তর দেওয়ার সময় চিত্তরঞ্জন দাশ ভাগ ভাগ করিয়া সমস্ত অংশগুলি সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বুঝাইয়া দেন প্রথমেই মিঃ শাস্ত্রী যে কংগ্রেসের অধিবেশনে উপস্থিত হইয়াছেন তাহাতে তিনি আনন্দ প্রকাশ করেন। তারপরে আরও বলেন—

(১) সংস্কার যে নৈরাশ্যজনক, ইহার উত্তরে কেহ যদি বলেন—না তাহা নয়, তবে তাহা স্পষ্টাক্ষরে বলা উচিত।

(২) প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন সম্বন্ধে মিঃ শাস্ত্রী বলেন আমাদিগকে কিছু দান করা হইয়াছে, আর বেশী চাওয়া উচিত নয়, আমি তাহা মনে করিনা। ইহা আমার অধিকার। আর পূর্ণ প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন না দিলে দায়িত্বপূর্ণ শাসনের দিকে আমরা অগ্রসর হইতে কখনও পশ্চাদ্‌পদ হইব না।

(৩) শ্রীযুক্ত বেসান্ত আপোষের (Compromise)এর কথা বলিয়াছেন। আপোষ কাহার সঙ্গে? বিবদমান দল কে কে?

“Who were the parties to the Compact”?

জনৈক বক্তা বলেন‘জাতীয়তাবাদী এবং ধার পন্থীগণের মধ্যে। তাই যদি হয় তবে মিসেস বেসান্তের যুক্তি দুর্ব্বল। কারণ দল হিসাবে মডারেটেরা উপস্থিত হন নাই। তারাই যদি চুক্তি (Compact) ভাঙ্গিয়া দেন, তবে অন্যদল চুক্তি রক্ষা করিবেন আশা করা যাবেনা।

বেশান্ত—আমি চুক্তির (Compact) এর কথা বলি নাই। আপোষ (Compromise) এর কথা বলিয়াছেন।

প্রেসিডেন্ট—হাঁ—Yes এবং হাত দিয়া কি ইসারা করিলেন।

-অপরের বক্তৃতার মূল অর্থের ব্যাখ্যা (interpretation) বক্তা হিসাবে আমি দিব। যদি সে ক্ষমতা হইতে আমি বঞ্চিত হই, নীরব থাকাই আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ।

প্রতিনিধিগণ কলরব করিয়া উঠিলেন। সমস্বরে বলিলেন, আমরা মিঃ দাশের কথা ও যুক্তি শুনিতে চাই।

দাশ—যদি জাতীয়তাবাদী এবং ধীরপন্থীগণ বিবদমান দল থাকেন, তবে এইপ্রকার আপোষেই জনসাধারণের স্বত্ব উপেক্ষা করিবার বা বিনিময়ে অন্য কিছু করিবার (barter) তাহাদের কি অধিকার আছে? আমরা যোগ দিয়াছি, মডারেটগণ দেন নাই। আমরা আশা করিয়াছিলাম তাহারা যোগ দিবেন। এমতাবস্থায় আমাদের জন্মগত অধিকার আমরা পরিত্যাগ বা বর্জ্জন করিব কেন? যদি আমরা তাহা করি, তবে দেশের প্রতি আমাদেরই কর্ত্তব্য সম্পাদনে অবহেলা করা হইবে।

"তারপরে সময় নির্দ্ধারণ করিয়া দেওয়াতো একান্ত কর্ত্তব্য। ভারতের স্বায়ত্বশাসন লাভের প্রধান শত্রু বৃটিশ পার্লামেন্ট নহে—শত্রু সিভিল সার্ভিস। ভারতে স্বায়ত্বশাসন প্রবর্ত্তিত হইলে আমলাতন্ত্রের ধ্বংস অনিবার্য্য, সিভিল সার্ভিস আর থাকিবেনা। কোন বিচক্ষণ ব্যক্তি কি আশা করিতে পারেন যে, সেই সিভিল সার্ভিস সহজে নিজহস্তে নিজের অপসারণের পথ সহজ করিয়া দিবে? কাল নির্দ্দেশ না থাকিলে সিভিল সার্ভিসই আমাদের যোগ্যতা বিচার করিবে এবং সেই অবস্থায় তাহাদের ধ্বংস এবং আমাদের স্বায়ত্বশাসন লাভ কস্মিনকালেও আর হইবে না।

চিত্তরঞ্জনের এই সকল যুক্তি পূর্ণ প্রস্তাবে সকলে একবাক্যে গ্রহণ করেন এবং সকলে সমস্বরে ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন।

পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে ১৯১৭ সালে সুরেন্দ্রনাথও কংগ্রেসের স্বায়ত্তশাসন প্রস্তাবে এই কথাই বলিয়াছেন—

"শাসন সংস্কার সম্বন্ধে কার্টিজের প্রস্তাব অসন্তোষজনক, দ্বৈতশাসনে

আমরা সম্মত নহি। প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টে এখনই স্বাধীনতা প্রদত্ত হউক। স্বায়ত্তশাসনের তাহাই প্রথম পদক্ষেপ। কয়েকটি বিভাগ দেওয়ার আমি পক্ষপাতী নহি।”

যাহা হউক বিষয়-নির্ব্বাচনী সভায়ও চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় কিরূপে সকলের মত ঘুরাইয়া অগ্রগতির দিকে প্রধাবিত করিয়াছেন, তাহারও একটু পবিচয় দেওয়া আবশ্যক।

বাগ্মী শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই দিল্লীর অধিবেশন সম্বন্ধে প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে যাহা লিখিয়াছেন* এইখানে তাহা বিবৃত করিলাম :—

“গোড়ায় গোড়ায় কংগ্রেসের বক্তৃতা প্রভৃতিতে চিত্তরঞ্জন তেমন যোগ দিতেন না। কিন্তু ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের দিল্লী কংগ্রেস হইতেই তিনি কংগ্রেসের অন্যতম প্রধান নেতা হইয়া পড়িলেন। সেবারে কংগ্রেসের একদিনের কথা বেশ মনে আছে। দ্বিতীয় দিনের প্রকাশ্য অধিবেশন ভাঙ্গিয়া যাওয়ার পরে বিষয় নির্দ্ধারণ সমিতি বসিয়াছে; বাগ্-বিতণ্ডায় রাত্রি ১২টা বাজিয়া গিয়াছে। বিষয় সেই একই—শাসন সংস্কার সমর্থন করিতে হইবে, না তাহার প্রতিকুলতাচরণ করিতে হইবে? আমরা সকলেই বিরুদ্ধবাদী, দেশবন্ধু আমাদের নেতা; অপর পক্ষে অনেক নামজাদা লোক—মিসেস্ বেসান্ত, শাস্ত্রী, স্বয়ং সভাপতি মালব্য। ১২টার পরে দাশ উঠিলেন, অপূর্ব্ব বাগ্মিতার সহিত বিপক্ষের যুক্তিজাল ছিন্ন করিয়া দিলেন। তাঁহার জয় হইল; সভাভঙ্গের পর বাহির হইয়া আসিতেই ত্রিবাঙ্কুরের বৃদ্ধ দেওয়ান ভি, পি মাধবরাও দিল্লীর দুরন্ত শীতেও সেই দর্শ্মার ঘরের এক কোণে বসিয়া আছেন। তিনি আমাকে ধরিয়া বসাইলেন, বলিলেন, “How beautifully Das fired up—I never saw anything like it দাশ কেমন আগুন হইয়া উঠিয়াছিলেন, আমি এমনটি আর দেখি নাই।” বাস্তবিক এই আগুন

* মাসিক বসুমতী ১৩৩২ আষাঢ়, ৩৯৫ পৃঃ।

...ধারক্ষমতা—মত ও বিশ্বাসের এই গভীর আন্তরিকতা কংগ্রেস কনফারেন্সে তাঁহার নিরবচ্ছিন্ন জয়ের একমাত্র হেতু।

সভাপতি মহাশয় প্রস্তাবের তিনটী অংশ সম্বন্ধে আলাদা আলাদা ভাবে ভোট গ্রহণ করেন এবং ফলে চিত্তরঞ্জনই বিপুল ভোটাধিক্যে জয়ী হন।

এই অধিবেশনে চিত্তরঞ্জন আর একটি প্রস্তাব উপস্থিত করেন। উহার মর্ম্ম এই, "শান্তি পরিষদে" (Peace-Conference) ভারতীয় প্রতিনিধি ভারত সরকার কর্ত্তৃক মনোনীত হইবেন না, পরন্তু কংগ্রেস কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইবেন। এবং কংগ্রেস প্রতিনিধি হিসাবে লোকমান্য তিলককে নির্ব্বাচিত করিতেছেন।

এই অধিবেশনে প্রস্তাব হয় যে—এই অধিবেশনের গৃহীত প্রস্তাবগুলি উত্থাপিত করিবার জন্য বিলাতে একটী ডেপুটেশন প্রেরণ করা হউক।

কংগ্রেসের এই অধিবেশনে মিসেস্ বেসান্তও ভারতে আত্মনিয়ন্ত্রণ নীতি প্রবর্ত্তনের জন্য যে একটী প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন, চিত্তরঞ্জন, যমুনাদাস দ্বারকাদাস এবং মৌলভী বরকতুল্লা তাহা সমর্থন করেন।

বোম্বাইতে রৌলট কমিটির রিপোর্ট সম্বন্ধে চিত্তরঞ্জন প্রস্তাব করিয়াছিলেন। এবারেও তিনি প্রস্তাবের খসড়া করিয়া দেন, বিপিন পাল মহাশয় তাহা উপস্থাপিত করেন। প্রস্তাবের মর্ম্ম এই—রৌলট কমিটির সুপারিস গৃহীত হইলে জনগণের প্রাথমিক অধিকারই চ্যুত করা হইবে, লোকমত খর্ব্ব করা হইবে এবং সংস্কার কার্য্যে পরিণত হইবার পক্ষে বাধা হইবে—

"That the Congress views with alarm the recommendations of the Rowlatt Committee which, if given effect to, will interfere with the fundamental rights of the Indian people, impede the healthy growth of public opinion and would also prejudicially e t the successful working of the Constitutional Reforms."

যাহাহউক দিল্লীর কংগ্রেস অধিবেশন খুবই সাফল্যমণ্ডিত হয়

মুসলীম লীগ

মুসলীম লীগের একাদশ অধিবেশনও দিল্লীতে হয়। সভাপতি হন মৌঃ ফজলল হক এবং অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হন—হাকিম আজমল খাঁ।

কংগ্রেস ও মুসলীম লীগ তখন এমন সম্প্রীতির সহিত পাশাপাশি ভাবে যাইতেছিল যে রাজনীতি সম্বন্ধে উভয় প্রতিষ্ঠানের প্রস্তাবই প্রায় এক রকম হয়।

দশম অধ্যায়

জালিয়ানওয়ালাবাগ ও অমৃতসহরের কংগ্রেস

১৯১৯

১৯১৯ সালের প্রধান ঘটনা—রাওলট বিল দুইটী আইনে পরিণত হয় এবং মহাত্মাজী ভারতীয় কংগ্রেসের কার্য্যে সমগ্র শক্তি প্রয়োগ করেন, জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড ও অনুসন্ধান কমিটি এবং সর্ব্বশেষ অমৃতসরের কংগ্রেস। ১৯১৭ ও ১৯১৮ সালে কংগ্রেসের সম্পূর্ণ দায়িত্ব ছিল চিত্তরঞ্জনের উপরে। এবার মহাত্মাকে পাইয়া তাঁহার প্রাণে খুবই আশা হইল। ১৯১৯ সালের সংস্কার আইন (Government of India Act of 1919) এই বৎসরেই বিধিবদ্ধ হয়। রৌলট আইন পাশ হইবার পরে পাঞ্জাবে যে অমানুষিক অত্যাচার ও নরহত্যা অনুষ্ঠিত হয়, সেই মর্ম্মন্তুদ ও জাতির অবমাননাকারী ঘটনায় সমগ্র ভারতবাসী শিহরিয়া উঠে। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে জাতির অপমানকর 'বঙ্গভঙ্গে' সমগ্র বাঙ্গালা জাগিয়াছিল। মদগর্ব্বিত ভারত প্রতিনিধি সমগ্র বাঙ্গালীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে বঙ্গদেশকে দ্বিধা-বিভক্ত করিয়া বাঙ্গালীকে আত্মনির্ভর করিতে সহায়তা করিয়াছেন। কিন্তু সেই আন্দোলন কিছুদিন পর্য্যন্ত এই প্রদেশেই নিবদ্ধ ছিল, আর এখন প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তার দম্ভ ও অবিমিষ্যকারিতায় সমগ্র ভারতে আগুন জ্বলিয়া উঠিল। বিশেষতঃ সেবারে আদর্শ নেতার সম্পূর্ণ অভাব ছিল—জাতি আশা আকাঙ্ক্ষা কেন্দ্র করিরা কেহই জনসাধারণকে পরিচালিত করিতে পারেন নাই। আর এবারে কর্ণধার হইলেন—স্বয়ং দেবদূত মহাত্মা গান্ধী আর তাঁহার দুইপার্শ্বে রহিলেন সব্যসাচী চিত্তরঞ্জন দাশ ও তীক্ষ্ণধী পণ্ডিত মতিলাল নেহরু। অতঃপরে আত্মনির্ভর সূচক রাজনীতিই কংগ্রেসের একমাত্র রাজনীতিতে পরিণত হয়। আর আজও তাহাই অটুট আছে।

ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের সময় (১৯১৪-১৯১৮) ডিফেন্স অব্ ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট বঙ্গদেশের গৃহে গৃহে কিরূপ মর্ম্মন্তুদ্ দৃশ্য বিস্তার করিয়াছিল তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তদুপরি বাঙ্গলা দেশে অনেক রাজনৈতিক মোকদ্দমাও হয়। এদিকে লাহোর এবং দিল্লীতেও ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা হয়, আর 'কামাগোটামারুর' যাত্রীগণের প্রতি গুলিবর্ষণের কাহিনী পাঞ্জাবে শিখসম্প্রদায়ের মধ্যে অসন্তোষের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। কেনেডাতে শিখদের প্রতি ব্যবহারও উদ্বেগের কারণ হইয়াছিল। কিন্তু যুদ্ধ থামিবার পরে বঙ্গদেশ এবং পঞ্চনদেও বৈপ্লবিক অবস্থা এরূপ শান্তভাব ধারণ করে যে আর নূতন কোন আইন প্রবর্ত্তনের প্রয়োজন হয় নাই। রৌলট আইনের পূর্ব্বে ও পরে বাঙ্গলার গভর্ণর ধীর-মস্তিষ্ক লর্ড রোণাল্ডসের উদার ব্যবহারে বাঙ্গালা শান্ত রহিল, কিন্তু পাঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা স্যার মাইকেলের অবিমৃষ্যকারিতায় পঞ্চনদে ও দিল্লীতে এমন ভীষণ অগ্নি প্রজ্বলিত হইল যে শতদ্রু বা ইরাবতী, বিপাশা বা চন্দ্রভাগা, ভাগীরথী বা সবরমতি—কোন স্রোতস্বতীর জলরাশিই তাহা নির্ব্বাপিত করিতে সমর্থ হয় নাই, পরন্তু আসমুদ্র হিমাচল সেই প্রধূমিত অগ্নিরাশিতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল।

১৯১৭ সালে এনিবেসান্তের উদ্দেশ্যে কলিকাতায় টাউনহলে সভা বন্ধ করিবার প্রস্তাবে যে অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল, লর্ড রোনাল্ডসে তাহা প্রশমিত করেন, কিন্তু পাঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা যুদ্ধের সময়ে অর্থ ও সৈন্যসংগ্রহে—কখনও স্বেচ্ছা প্রণোদিত, কখনও বাধ্যতা মূলক—যে সকল উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহাতে অসন্তোষের মাত্রা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছিল। এদেশবাসীর আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতি তাঁহার বিন্দুমাত্র সহানুভূতি ছিল না। রিফর্ম্মেসের প্রস্তাব তিনি হাসিয়া উড়াইয়া দিতেন।

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার ১৭ জন স্বাক্ষরিত পত্র তাহার নিকট বিদ্রোহসূচক বিবেচিত হয়। কংগ্রেস-লিগ্ প্রস্তাব তাহার নিকট

মনে হয়, মহামতি তিলকও বিপিন পালের পাঞ্জাবে প্রবেশ নিষেধাজ্ঞায় তিনি বন্ধ করিয়া দেন, তাহার শাসনে জাতীয়তাবাদী কাগজ বাহির হইতে পাঞ্জাবে আসিতে পারিত না এবং শান্তিপূর্ণ ও আইন সঙ্গত উপায়ে স্বায়ত্ব শাসনের জন্য বেশান্ত তিলকের হোমরুল আন্দোলন তিনিই হিংসাপূর্ণ 'গদর' আন্দোলনের সহিত তুলনা করেন, এবং রৌলট আইন যাহাতে ব্যবস্থাপক সভার বিধিবদ্ধ হয়, তজ্জন্য খুব উৎসাহের সহিতই নিজের মত জ্ঞাপন করিতে কুণ্ঠাবোধ করেন নাই।

ইতিপূর্ব্বে চিত্তরঞ্জন বোম্বাইতে বিশেষ অধিবেশনে (১৯১৮) রৌলট কমিটীর রিপোর্ট সম্বন্ধে একটী নিন্দাত্মক প্রস্তাব করিয়াছিলেন এবং দিল্লীর অধিবেশনেও বিপিন পাল মহাশয় সেইরূপ প্রস্তাব আনিয়াছিলেন, সেই রাউলট বিবরণীর (Report) উপর নির্ভর করিয়া রৌলট আইন ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় বিধিবদ্ধ হয় ১৯১৯ সালের ১৮ই মার্চ্চ তারিখে। লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ড সভাপতিত্ব করেন এবং ভারতীয় সভ্যগণ সকলেই একবাক্যে প্রতিবাদ করেন। কিন্তু পাশ হওয়ায় ব্যবস্থাপক সভার অপর সদস্য পণ্ডিত মদন মোহন মালবীয়, মিঃ মজরুল হক, মিঃ জিন্না ও বিষণ দত্ত সুকুল পদত্যাগ করিলেন। মিঃ জিন্না যে পদত্যাগ পত্র পাঠান, তাহাতেই ভারতীয় সদস্যগণের মনোভাব ব্যক্ত হয়—

"The passing of the Rowlatt Bill by the Government of India and its assent given to it by your Excellency as Governor General, against the will of the people and the unanimous opinion of the non-official members has severaly shaken the trust reposed by them in British Justice .... By passing this Bill Your Excellency's Government have actively negatived every argument, they advanced but a year ago when they appealed to India for help at the War-Conference. and have ruthlessly trampled upon the principles for which Great Britain avowedly fought the War.

এই সময়ে স্যার শঙ্করণ নায়ার গভর্ণর জেনারেলের কার্য্যক. সভার সভ্য ছিলেন। স্বরাষ্ট্র সদস্য ছিলেন স্যার উইলিয়ম ভিনসেণ্ট। রৌলট আইন সম্বন্ধে মতদ্বৈত হওয়ায় স্যার শঙ্করণ কর্ম্মত্যাগ করেন।

বস্তুতঃ ইংরাজ-জার্ম্মান যুদ্ধ কালে ১৯১৭-১৮ খৃষ্টাব্দে ব্রিটিশ সমর সভা ভারতের সাহায্য চাহিয়া পাঠাইলে এবং সমস্ত নিপীড়িত জাতীগণের স্বাধীনতাই যুদ্ধের উদ্দেশ্য ঘোষণা করায়, অর্থে এবং সামর্থ্যে ভারত হইতে যথেষ্ট সহায়তা করা হয়। মহাত্মা গান্ধী স্বয়ং এদেশ হইতে বহু অর্থ ও লোক সংগ্রহ করিয়া সেই সময়ে ইংরেজের যুদ্ধ-জয়ের ইন্ধন যোগাইয়াছিলেন।

রৌলট রিপোর্ট বাহির হইবার পর হইতেই বাঙ্গালা দেশে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী প্রতিবাদ হয়। ফেব্রুয়ারী মাসেও টাউনহলের একটী বিরাট সভায় এই আইনের ধারাগুলির এবং ব্যাপকতা সম্বন্ধে তীব্র প্রতিবাদ হয়। স্বর্গীয় ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং উহাতে এত জনসমাগম হয় যে বাহিরেও আরেকটী প্রকাণ্ড সভা করিতে হয়। চিত্তরঞ্জন ধারাগুলির কঠোরতা সম্বন্ধে একটি একটি করিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বুঝাইয়া দেন।

এই আইনের দুইটী অংশ। প্রথমাংশে বলা হয় যদি গভর্ণর জেনারেলের প্রতীতি জন্মে যে ব্রিটিশ ভারতের কোন স্থানে বিপ্লবাত্মক কোন আন্দোলন চলিতেছে, তবে তিনি ইচ্ছা করিলে সেই সমস্ত স্থানে রাজদ্রোহ (Sedition) দাঙ্গাহাঙ্গামা (Rioting) বিপজ্জনক অস্ত্রের সহায়তায় গুরুতর জখম (Serious hurt by a dangerous weapon) অথবা বলপূর্ব্বক অর্থাপহরণ বা কিছু কাজ করিয়া লওয়া (Extortion) ইত্যাদি অপরাধের জন্য যাহাতে সত্বর বিচার শেষ হয়, তজ্জন্য তাহার আদেশে সেই স্থানে এই আইনের প্রয়োগ চলিতে পারিবে।

লক্ষ্য করার বিষয় যে, আইনের ব্যাপকতা এত বেশী যে কেবল পুলিশ দারোগার রিপোর্টের উপরেই ধর্ম্মসংক্রান্ত দাঙ্গা প্রভৃতি

এই আইনের বিষয়ীভূত হইতে পারে। সাধারণতঃ দারোগারা যে রিপোর্ট দেন—এবং অনেক সময়ে গুপ্তচরের প্রদত্ত সংবাদের উপর নির্ভর করিয়াই এই সমস্ত ব্যাপারে রিপোর্ট হয়, তাহাই উপর ওয়ালাদের কাছে বিশ্বাসের কারণ হইয়া পড়ে।

দ্বিতীয় ভাগে আছে,—বিচার রুদ্ধকক্ষে হইবে (Camera) ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক কোন রূপ প্রাথমিক অনুসন্ধান (Preliminary Enquiry) নাই, আপিল নাই, আইনের প্রশ্নেও উর্দ্ধতন আদালতে কোনরূপ বিচার সুযোগ (Revision) নাই। মৃত বা অনুপস্থিত ব্যক্তি পূর্ব্বে যাহা কিছু বর্ণনা দিয়া থাকে, এবং যদিও পূর্ব্বে তাহাদিগকে জেরা করার সুযোগ দেওয়া হয় নাই, তথাপি সেই কথা আসামীর বিরুদ্ধে প্রমাণ হইবে।*

অর্থাৎ স্পষ্ট কথায়—না আপিল না উকীল, না দলিল। অর্থাৎ এই আইনের প্রয়োগে কোন উকীল আসামীর পক্ষ সমর্থন করিবেনা, কোন সওয়াল জবাবের আবশ্যকতা নাই এবং দণ্ডের বিরুদ্ধে কোনরূপ আপিলও হইতে পারিবে না।

এই আইনের কঠোরতা এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতার বিরোধিতা হৃদয়বান মহাত্মা গান্ধীকে ভয়ানকভাবে বিচলিত করিয়া ফেলিল। তিনি মনে করিলেন ইহা শাসনযন্ত্রের পুরাতন কঠিন ব্যাধির স্বল্পপ্রকাশ মাত্র An unmistakable symptom of a deep rooted disease in the Governing Body. তাই তিনি ৩০ শে মার্চ্চ ১৯১৯ (যে তারিখে রৌলাট আইন বিধিবদ্ধ হয় তাহার পরের সপ্তাহের রবিবার) সমগ্র ভারতে এই আইনের প্রতিবাদ স্বরূপ যেন সত্যাগ্রহ অনুষ্ঠিত হয়, সেই অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। অর্থাৎ সেই দিন সকলে কাজকর্ম্ম বন্ধ রাখিয়া উপবাস ও প্রার্থনা করিবেন, ইহাই স্থির হয়।

এই সত্যাগ্রহের সহায়তায়ই মহাত্মাজী দক্ষিণ আফ্রিকায়,

* প্রমাণ আইনের (Indian Evidence Act) ৩২ ও ৩৩ ধারার সুবিধা আসামী আর নিতে পারিবেন না।

বেহারের চাম্পারনে এবং গুর্জ্জর প্রদেশস্থ কায়রায় গণ আন্দোলন জয়যুক্ত হন। 'সত্যাগ্রহ' ধর্ম্মমূলক আন্দোলন। আত্মার শুদ্ধি এবং প্রায়শ্চিত্তের ইহা একটি প্রকৃষ্ট পন্থা। ইহা আত্মনিগ্রহদ্বারা অন্যায় অবিচারের প্রতিবিধান করার উপায়। সত্যাগ্রহী (অহিংস আইন অমান্যকারী) যাবতীয় আইন কানুনকে সমাজের পক্ষে মঙ্গল জনক বলিয়াই মনে করেন, কিন্তু এমন অবস্থার উদ্ভব যদি হয় যে কোন আইন অমান্য করা বিবেকবিরুদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হয়, তখন এই আইনকে প্রকাশ্য ভাবে, কিন্তু সম্পূর্ণ অহিংসা-ভাবে অমান্য করিতে দ্বিধা করেন না এবং আইন ভঙ্গের জন্য ধীর ও প্রশান্ত ভাবে দণ্ড গ্রহণ করিয়া থাকেন।

৩০শে মার্চ্চ তারিখটি পরে বদলাইয়া ৬ই এপ্রিল সমগ্র ভারতের জন্য সত্যাগ্রহ করা স্থির হয়। কিন্তু দিল্লীতে খবর না পৌঁছায় হাকিম আজমল খাঁ ও স্বামী শ্রদ্ধানন্দ ঐ তারিখেই সেখানে সত্যাগ্রহ পালন করেন।

সেই দিবসে দিল্লীর জুম্মা মস্‌জিদে ২৫ হাজার মুসলমান একত্র হইয়া নমাজ পড়েন। তৎপরে মুসলমান নেতৃবৃন্দ স্বেচ্ছায় আর্য্য সমাজস্থ স্বামী শ্রদ্ধানন্দকে একটি বক্তৃতা দিতে অনুরোধ করেন। হিন্দুমুসলমানের এরূপ সম্প্রীতি ও একতাভাব ইতিপূর্ব্বে আর কখনও হয় নাই। সভার পরে সেই সকলে (হিন্দুমুসলমান) একত্র একটি শোভাযাত্রা করিয়া চাঁদনী চকের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। সেখানে কোথা হইতে ইট পাথর নিক্ষিপ্ত হয়, এবং উহা দুই একটা পুলিসের শিরস্ত্রাণে লাগিয়াছিল। তখন সেই শান্ত জনতার উপর গুলি নিক্ষিপ্ত হয় এবং ১২।১৩ জন আহত হন। স্বামী শ্রদ্ধানন্দ সম্মুখে আসিয়া নিরস্ত্র শান্ত জনতার উপর গুলি নিক্ষেপ করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। অমনি একজন সশস্ত্র শ্বেতাঙ্গ পুলিশ রাগত ভাবে উত্তর করেন—

"তোমকো ছেদ্‌ দেয়েঙ্গে।"

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ উত্তর করেন —

"ম্যাঁয় খাড়া হুঁ। মেরে ছিন পর গুলি চালাইয়ে।"

আমি এখানেই খাড়া আছি, আমার বুকের উপর দিয়াই গুলি চালাইয়া যান।"

ইহার পরে স্বামী শ্রদ্ধানন্দ বিবৃতিতে বলিয়াছিলেন—

"নিরস্ত্র নিরীহ জনগণ সত্যাগ্রহের অহিংসাতে অনুপ্রাণিত হইয়া সর্ব্বদাই শান্ত ও অহিংস থাকিবে। কিন্তু নির্দ্দোষীর রক্তমোক্ষণ ভগবানের সু-দৃষ্টি কখনও এড়াইবে না—This shedding of blood on a bloodless body will not pass unnoticed by the Master of the Universe.

মহাত্মার নিকট এই নির্দ্দোষীর পীড়নের বার্ত্তা পৌঁছিতে দেরী হইল না। তিনি তখন বোম্বাই নগরীতে ছিলেন।

৩০ মার্চ্চ তারিখে অমৃতসরেও হরতাল খুব শান্তিপূর্ণ ভাবে অনুষ্ঠিত হয় এবং ৩০।৩৫ হাজার হিন্দু মুসলমান শান্তভাবে যোগদান করে। ডাঃ কিচ্‌লু সমবেত জনতাকে সম্বোধন করিয়া বলেন "বিবেকঅনুযায়ী কাজ কর, ইহাতে জেলই হোক বা দেশান্তরিতই হও। খুব শান্তি-পূর্ণভাবে থাকিবে, কারুর প্রতি রূঢ় কথাও প্রয়োগ করিবে না।" ইহার পরেই তাহার উপর অমৃতসরে অন্তরীণের আদেশ হয়। ইতিপূর্ব্বে ডাঃ সত্যপালের প্রতিও এইরূপ আদেশ ছিল।

অতঃপরে ৬ই এপ্রিল তারিখে সমগ্র ভারতে এমন শান্তিপূর্ণ ও সংহত ভাবে সত্যাগ্রহ ও হরতাল অনুষ্ঠিত হয় যে পাঞ্জাবের শাসন কর্ত্তা একেবারে স্যার মাইকেল ওডায়ার চঞ্চল হইয়া উঠেন। বাঙ্গলার নেতা চিত্তরঞ্জন, সারাদিন উপবাস ও প্রার্থনায় রত থাকিয়া অপরাহ্নে—অক্টারলনি মনুমেণ্টের সম্মুখে লক্ষাধিক জনসমুদ্রের নিকট যে সারগর্ভ বক্তৃতা দেন তাহার সারাংশ এই—

"সত্যাগ্রহ প্রেমের বল। এই প্রেমের বলের সহায়তায় আমরা আত্মকে জয় করিব—স্বার্থপরতা, হিংসাদ্বেষ বর্জ্জন করিব, শান্ত

সমাহিত থাকিব। ইহাই মহাত্মার বাণী। ইহাই প্রহ্লাদ, মীরা, বশিষ্টদেবের অনুসৃত ভারতের সনাতন বাণী। রাউলট আইন আমাদের এই নবজাগ্রত জাতিকে নিজের পথ ধরিয়া গড়িয়া উঠিবার পথে বাধা দিতেছে। সেই বাধা অতিক্রম না করিলে জাতি গড়িয়া উঠিবেনা। সেই বাধা অতিক্রম করিবার জন্য আমাদিগকে দেশপ্রেম জাগাইতে হইবে, সত্যাগ্রহী হইতে হইবে, দ্বেষ হিংসা বর্জ্জন করিতে হইবে। এসো ভাই, সকলে বলো নায়মাত্রা বলহীনের লভ্য।'

সেই সময়ে চিত্তরঞ্জনের সহিত গান্ধীজীর তেমন পরিচয় ছিল না। উভয়েই কলিকাতা কংগ্রেসে পরিচিত হন। গান্ধীজী তখন কংগ্রেস মহলে বিশেষ খ্যাতিও অর্জ্জন করেন নাই। বরং চিত্তরঞ্জনই ছিলেন তখন রাজনৈতিক গগনে সর্ব্বোজ্জ্বল গ্রহ। কিন্তু রৌলট আইনে উভয়েরই জাতিগত সম্মানে আঘাত লাগায় তিনি মহাত্মার সত্যাগ্রহের একজন শ্রেষ্ঠ পূজারী হইয়া উঠেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—লর্ড রোণাল্ডশে শান্ত রহিলেন কিন্তু পাঞ্জাবের গভর্ণর স্যার মাইকেল ওডায়ার সম্বিত হারাইলেন। পরদিনই স্যার মাইকেল কাউন্সিলের বক্তৃতায় যে সমস্ত ব্যক্তিরা জনগণ উত্তেজিত করিয়াছে, তাহাদের উদ্দেশ্যে তীব্র মন্তব্য করিয়া শাস্তির ব্যবস্থা করিবেন বলিয়া ভয় প্রদর্শন করেন—

"The recent purile demonstrations against the Rowlatt Act in both Lahore and Amritsar would be ludicrous...... Those who appeal to ignorance rather than to reason have 'a day of reckoning' in store for them."

এই Day of Reckoning (পরিণাম) ইহার অর্থ কি, তাহা পরবর্ত্তী ঘটনাবলী হইতে বিশেষভাবে প্রতীয়মান হইবে।

৭ই তারিখে কাউন্সিলের অধিবেশনের পরে জলন্ধরের ব্যারিষ্টার রাইজাদা ভগবতরামকে (কাউন্সিল সদস্য) স্যার মাইকেল জিজ্ঞাসা করেন—

"আপনাদের ওখানে হরতাল কিরূপ হইয়াছে?"

রাইজাদা—সম্পূর্ণ এবং ইচ্ছাকৃত হরতাল। বিন্দুমাত্র কোনরূপ গোলমাল হয় নাই—

স্যার মাইকেল—আচ্ছা বলিতে পারেন এরূপ সাফল্যের কারণ কি ?

রাইজাদা—আমার মনে হয় গান্ধীজীর আত্মাশক্তিই ইহার কারণ।

To my mind it was due to the soul force of Mr. Gandhi.

"স্যার মাইকেল (মুষ্টিবদ্ধভাবে)—রাইজাদা সাহেব, জানেন, গান্ধীজীর আত্মাশক্তির চেয়েও আরও বড় শক্তি আছে।"

Raizada sahab remember there is another force greater than Gandhi's Soul force.

ইতিপূর্ব্বে স্বামী শ্রদ্ধানন্দ মহাত্মাজীকে দিল্লীতে আহ্বান করেন। এবং অমৃতসরের ডাক্তার সত্যপালও শান্তি প্রচেষ্টায় তাহাকে আসিতে বিশেষভাবে অনুরোধ করেন। মহাত্মাজীও বোম্বাই হইতে ৮ই এপ্রিল রওনা হন, কিন্তু পাঞ্জাবের সীমানায় গাড়ী পৌঁছাইবামাত্রই স্যার মাইকেলের আদেশে তাহাকে পুনরায় বোম্বাই পাঠাইয়া সেখানে অন্তরীণাবদ্ধ করা হয়। স্যার মাইকেল ইহা লর্ড চেমসফোর্ডের সম্মতিক্রমেই করিয়াছিলেন। মহাত্মাজীর গ্রেপ্তারের পরে সন্নিকটস্থ বিরামগাঁয়ে এবং আহেমাদাবাদে স্বতঃস্ফূর্ত্ত হাঙ্গামা হয়।

৯ই এপ্রিল রামনবমীর তারিখ। হিন্দু পর্ব্ব হইলেও হিন্দু-মুসলমান একসঙ্গে ইহাতে যোগদান করে। ডাক্তার কিচলু এবং ডাক্তার সত্যপাল সারাদিন খাটিয়া জনগণের শৃঙ্খলা রক্ষা করেন। এইদিনও হিন্দুমুসলমানের পরস্পরের প্রতি প্রীতি ও একতা বন্ধনে স্যার মাইকেল একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন।

ইহার পরে স্যার মাইকেলের আদেশে ডাঃ কিচ্‌লু এবং ডাঃ

সত্যপালকে ১০ই তারিখে গ্রেপ্তার করিয়া অজ্ঞাতস্থানে দেশান্তরিত করা হয়। কংগ্রেসের দিল্লী অধিবেশনে—ইহারা দুইজনেই অমৃতসরে কংগ্রেস আহ্বান করিয়াছিলেন।

তাহাদের গ্রেপ্তারের সম্বাদ বায়ুবৎ সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িল এবং অনতিবিলম্বে চারিদিক হইতে লোকজন আসিয়া একস্থানে জড়ীভূত হয়। অতঃপরে এক নীরব এবং নিরস্ত্র শোভাযাত্রা হয়, এবং হিন্দু মুসলমান শিখ শোকচিহ্ন স্বরূপে অনাবৃত মস্তকে, বিনা পাদুকায় কিছুমাত্র হাতে না লইয়া নেতৃদ্বয়ের মুক্তিপ্রার্থনায় ডেপুটী কমিসনারের বাঙ্গলোর দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। অমৃতসরে সমস্ত প্রধান রাস্তাদিয়া, ন্যাসনাল ব্যাঙ্ক, টাউনহল মিসনরীগণের বক্তৃতা স্থল হইয়া যখন ইহারা রেলওয়ের পুলের নিকট যায়, তখন কয়েকজন মিলিটারী প্রহরী ইহাদিগকে অগ্রসর হইতে বাধা দেয়। তাহারা ডেপুটি কমিসনারদের কাছে, নিবেদন জানাইতে (ফরায়াদ্ করিতে) যাইতে চায়, কিন্তু প্রহরারাও কিছুতেই অনুমতি দেয় না। এই সময়ে তাহারা যখন দৃঢ়পণে অগ্রসর হইতে বদ্ধ পরিকর হয়, প্রহরীদের গুলিবর্ষণে বহুলোক হতাহত হয়। অননুমত গুলিবর্ষণের ফলে ত্বরায় এই শান্ত অহিংস জনতা উত্তেজিত ও ক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। এবং ঐ সমস্ত রক্তাক্ত ব্যক্তিগণকে মস্তকে ও স্কন্ধে বহন করিয়া বাজারের দিকে পরিভ্রমণ করে। মুহূর্ত্তে শত শত লোক জনতার আয়তন বৃদ্ধি করিতে থাকে, এবং এইবার আর তাহারা কেহই নিরস্ত্র রহিল না। উকীল ব্যারিষ্টারগণ ডেপুটী কমিসনারের সম্মতিক্রমে তাহাদিগকে শান্ত করিতে গেল, কিন্তু জনতা তখন আয়ত্তের বাহিরে। এই ভাবে চলিতে চলিতে যখন তাহারা হাসপাতালের সন্নিকটে আসে, মিসেস্ ইজ্‌ডেন (লেডীডাক্তার) Easden নাম্নী ইংরাজমহিলা উক্ত আহতদের দেখিয়া বলেন "হিন্দু-মুসলমানের উপযুক্ত শাস্তি হইয়াছে।" উন্মত্ত জনতা জ্ঞানহারা হইয়া তাহার দিকে অগ্রসর হয়, কিন্তু আর একজন ইংরাজ মহিলা

তাহাকে লুকাইয়া রাখেন, অতঃপরে তাহারা ন্যাসনাল ব্যাঙ্ক, এলায়েন্স ব্যাঙ্ক, চার্টার্ট ব্যাঙ্ক প্রভৃতি আক্রমণ করে। এবং কয়েকজন নির্দ্দোষী ইংরেজকে মারিয়া ফেলে। প্রথম দুইটী ব্যাঙ্কে অগ্নি-সংযোগ করে। মিস সারউড (Sherwood) নাম্নী শিক্ষয়িত্রী সাইকেলে আসিতেছিলেন তাহাকেও আক্রমণ করে, কিন্তু কোন ভারতীয় ছাত্রের পিতার চেষ্টায় তিনি রক্ষা পান।

এই সমস্ত কার্য্য যে খুবই গর্হিত ও নিন্দনীয় তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু একথা দেশের সমস্ত বিজ্ঞব্যক্তিগণই একবাক্যে বলিয়াছেন যে স্যার মাইকেল ওডায়ারের অবিমৃষ্যকারিতায়ই এই সমস্ত নিরীহ জনমণ্ডলীর অহিংসা ও শান্তিপূর্ণতা ক্ষিপ্ততায় পরিণত হইয়াছিল।

ইহার পরের তিনদিনের ঘটনা কাহারও জানিবার সুবিধা হইল না। পাঞ্জাবের খবর অন্য কোথাও প্রেরিত হইতে পারে নাই এবং কেহ পাঞ্জাবের বাইরেও যাইতে পারে নাই—পাঞ্জাব যেন সমস্ত ভারতবর্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। আর ১৩ এপ্রিল তারিখে যে অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগে অমানুষিক ও নৃসংস হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়, তাহা বর্ণনা করিবার ভাষা অভিধানে নাই। জালিয়ানওয়ালা-বাগ অমৃতসর সহরের খুব ছোট একটী পার্কের মত অতি অল্প সঙ্কীর্ণ স্থান। ইহার চারিদিকে প্রাচীর বেষ্টিত বড় বড় পাকা বাড়ী। একটি সরুপথ দিয়া এই পার্কে আসিতে পারা যায়। ১৩ই এপ্রিল তারিখে সকালে সহরের চারিদিকে ঢোল পিটাইয়া এইস্থানে সভা হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হয়। যে লোকটি এরূপ সভার আয়োজন করে সে নিতান্ত সন্দেহ চরিত্রের লোক, এক চরিত্রহীনা মাতার অন্নপুষ্ট নিষ্কর্ম্মা পুত্র। তাহার নাম হংসরাজ। কেহ তাহাকে সভা করিবার অনুমতি দেয় নাই। যাহার নাম সভাপতি রূপে দেওয়া হইয়াছিল, তিনিও জানিতেন না যে তিনি সভাপতি হইবেন। তখন ভয়ানক উদ্দীপনার দিন। রৌলট আইন প্রতিবাদ কল্পে

সভা হইবে শুনিয়া দলে দলে লোক সমাগত হয়,—পুরুষ স্ত্রীও প্রায় ১২০০০ ব্যক্তি সমবেত হয়। ইহারা সকলেই নিরস্ত্র, ইহাদের হইতে শান্তিভঙ্গের কোন সম্ভাবনাই ছিলনা। সভায় দেখা গেল হংসরাজ গোয়েন্দা পুলিসের সঙ্গে কি আলাপ করিতেছিল: আর কেবল পেছনে চাইতেছিল। হঠাৎ জেনারেল ডায়ার আসিয়া সমবেত জনমণ্ডলীকে সে স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে বলিলেন। প্রবেশপথ ও বাইরে যাইবার পথ অত্যন্ত সরু থাকায়—একসঙ্গে খুব অল্পলোক বাইরে যাইতে পারে। এক আধ মিনিট যাইতে না যাইতে জেনারেল ডায়ার গুলিবর্ষণের হুকুম দেন এবং অল্পক্ষণ মধ্যে নির্দ্দোষী স্ত্রীপুরুষ বালক যুবক বৃদ্ধের রক্তে জালিয়ানওয়ালাবাগ রুধির-রঞ্জিত হইয়া যায়। যাহারা যাইতেছিল আহত হইল, আর যাহারা যাইতে পারিল না গুলী খাইয়া কেহ পঞ্চত্ব লাভ করিল, কেহ যন্ত্রণায় ছট্‌ফট করিতে লাগিল, এবং তাহাদের শুশ্রূষারও কোন ব্যবস্থা কেহ করিল না। প্রায় ছয় হাজার লোক ঘনবদ্ধ অবস্থায় জড় হইয়াছিল তন্মধ্যে অন্যূন ৩১৯ জন হত হয় এবং ১১৩৭ জন আহত হয়।

জেনারেল ডায়ার পরে আপশোষ করিয়া বলেন—

"গুলি না ফুরাইলে (১৬৫০ রাউণ্ড ছোট গুলি ছিল) আমি সব উড়াইয়া দিতাম, আর কামানের গাড়ী লইয়া যাইতে পারিলে কলের কামানই ব্যবহার হইত।"

জালিয়ানওয়ালাবাগে সেই তারিখে এইরূপ কলুষিত অমানুষিক হত্যালীলা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

জেনারেল ডায়ারের মনের ভাব তাহার নিজের কথায়ই ব্যক্ত করিতেছি—

Q. When you got into the bag, what did you do :

A. I opened fire.

Q. At once ?

A. Immediately. I had thought about the matter and

dont imagine it took me more than 30 seconds to make up my mind as to what my duty was.

A. As regards the crowds what was it doing ?

A. They were holding a meeting.

Q. Did all hear about the Proclamation that no meeting should be held ?

A. A good many might not have been aware of the Proclamation.

Lord Hnnter—did it occur to you that it was a proper measure to ask the crowd to disperse before you took the step of actually firing.

A. No, at that time I did not. I merely felt that my order had not been obeyed, that Martial Law was flouted and that it was my duty to fire immediately by rifle.

Q. Before you dispersed the crowd had they taken any action at all ?

Q. Martial Law had not been declared. Did it occur to you to consult Deputy Commissioner..

A. There was no Deputy Commissioner to cosult at the time If I did not fiire immediately, from military point I would have erred.

Q. In firing was it the object to disperse ?

A. I was going to fire until they dispersed.

Q. Did the crowd at once stand to disperse as soon as you fired.

Y. Immediately.

Q. Did you continue firing ?

A. Yes.

Q. As the crowd was dispersing, why did you not stop ?

A. I thought it was my duty to go on until it fully dispersed.

এই হত্যাকাণ্ডের পরেই জেনারেল ডায়ারকে স্যার মাইকেল ওডায়ারের সেক্রেটারী টেলিগ্রাফে জানাইয়াছিলেন :—

"আপনার কাজ সঙ্গত হইয়াছে, ছোট লাটসাহেব ইহা অনুমোদন

করিতেছেন Your action is correct Lieutenant Governor approves."

এই হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে স্যার ভ্যালেনটাইন চিরল স্বয়ং জালিয়ানওয়ালা বাগ পরিদর্শন করিয়া "লণ্ডন টাইম্‌স্‌" কাগজে যে বিবৃতি দিয়াছিলেন, এই নিম্নে তাহার কতকাংশ উদ্ধৃত করিতেছি—

"আমি সেই উচ্চ ভূমিখণ্ডে গিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম, যে স্থানে দাঁড়াইয়া জেনারেল ডায়ার একটি মাত্র সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়াই সঙ্গে সঙ্গে একশত গজ দূর হইতে সেই জনতার উপরে গুলিবর্ষণ করিয়াছিলেন। জনতা খুবই ঘন সংবদ্ধ ভাবে উপবিষ্ট ছিল। বক্তৃতামঞ্চের চতুর্দ্দিকে পার্কের দূরবর্ত্তী এবং নিম্নতর অংশেই প্রধানতঃ শ্রোতৃবৃন্দের সমাবেশ হইয়াছিল। তাঁহার হিসাবমত লোকসংখ্যা ছিল ৬ হাজার, কেহ অনুমান করেন দশহাজার, তবে মনে হয় ইহাপেক্ষা বেশীলোক একত্রিত হইয়াছিল। তাহাদের কাহারও হাতে কোন অস্ত্র ছিলনা এবং আত্মরক্ষাকল্পে তাহারা তখন সম্পূর্ণ উপায় বিহীন, মুহূর্ত্ত মধ্যে এই নিরীহ সন্ত্রস্ত জনতা ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িয়াছিল। দশমিনিট পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত গুলিবর্ষণ চলে এবং তাহাদের অবস্থা হইয়াছিল কলে আবদ্ধ মূষিকের মত। কেহ কেহ প্রাণভয়ে বহির্গমনের সঙ্কীর্ণ পথের দিকে ছুটিয়াছিল, কেহ কেহ গুলিবর্ষণের ভয়ে মাটির উপর লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু সবই হয় নিরর্থক। যেদিকে লোকের চাপ খুব বেশী ছিল সেইদিকেই গুলিবর্ষণের জন্য তিনি স্বয়ং নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন।

"জেনারেল ডায়ারের নিজের ভাষায়ই বলা যায়, তাহার উদ্দেশ্য সফল হইল। দশমিনিট ধরিয়া গুলিবর্ষণ হয়, তারপরে গুলি যখন নিঃশেষিত হয়, তিনি যেই পথ দিয়া লোকজন সহ আসিয়াছিলেন, সেই পথেই তাহাদের নিয়া সারিবদ্ধ ভাবে চলিয়া যান। সরকারী

হিসাব মতই মৃতের সংখ্যা ৩৭৯ এবং আহতের সংখ্যা ১২ শত। গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে এই সংখ্যাটি পাইতে কয়েকমাস বিলম্ব হইয়াছিল। যাহারা আহত হইয়া মাটিতে পড়িয়াছিল, তাহাদের জন্য বিন্দুমাত্র চিন্তা করাও (তাহার নিজের ভাষায় বলিতেছি) তিনি 'কর্ত্তব্য' বলিয়া বোধ করেন নাই।

"তিনি বলিয়াছিলেন "সমগ্র পাঞ্জাবে ভীতি সঞ্চার করাই তাহার উদ্দেশ্য ছিল। সে সময়কার জন্য তাহার উদ্দেশ্য হয়তো বা সিদ্ধ হইয়া থাকিতে পারে (যদিও এ সম্বন্ধে বিরোধীয় মত আছে) তবে তিনি স্থায়ীভাবে একটি কাজে সাফল্য লাভ করিয়াছেন—তাহা জালিয়ানওয়ালাবাগ স্থায়ীভাবে জাতিবিদ্বেষের জন্য একটী তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। পাঞ্জাবে সামরিক আইন (Martial Law) জারী করা হয় জালিয়ানওয়ালাবাগের পূর্ব্বে নহে—দুইদিন পরে। সত্যবটে এখানকার মত ঘটনা অন্য কোথাও সংঘটিত হয় নাই, কিন্তু বিদ্রোহের আশঙ্কা (সত্য বলিয়া প্রতিভাত হইলেও) যখন কাটিয়া গিয়াছিল, তখন বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এবং প্রতিহিংসা-মূলক ব্যবস্থার প্রবর্ত্তনে জাতিবিদ্বেষ স্থায়ী করা ছাড়া আর কি উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে ?"

আর একটি বিষয় লক্ষ্য করা উচিত। যে ১৩ তারিখে জালিয়ানওয়ালাবাগে হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়, তখনও সামরিক আইন জারী হয় না, কেবল সৈন্য সামন্ত সহ জেনারেল ডায়ারকে আনা হইয়াছিল। সামরিক আইন জারী হয় ১৫ এপ্রিল হইতে। এবং উহা প্রায় তিনমাস (৯ই জুন পর্য্যন্ত) বলবৎ ছিল।

সামরিক আইন ব্যতীত আরও কয়েকটী ব্যবস্থা হয়, তাহাও উল্লেখ করিতেছি—যে রাস্তা দিয়া মিস্ সারউড্ (Sherwood) সাইকেলে আসিতে আসিতে আক্রান্ত হইয়াছিলেন, সেই রাস্তাটিই আসামীদিগকে বেত্রাঘাত করিবার জন্য স্থিরীকৃত হয়, আর ঐ

রাস্তা দিয়া যদি কাহারও যাতায়ত করিতে হইত, তবে পেটের উপর ভর করিয়া হামাগুড়ি দিয়া যাইতে হইত।

সাহেব দেখিলেই সেলাম দিতে হইত। সামান্য অপরাধেও বেত্রদণ্ড হইত। উকীল ব্যারিষ্টার দিগকে স্পেসাল কনেষ্টবল করা হয়। যাকে তাকে যখন তখন গ্রেপ্তার করা হইত। অপরাধের জন্য স্পেশাল ট্রাইবুন্যাল নিযুক্ত হয়।

অমৃতসরে কলের জল এবং বিদ্যুতালেও সরকারের আদেশ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

পাঞ্জাবের অত্যাচারে মর্ম্মাহত হইয়া রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'স্যার' উপাধিটি পরিহার করেন। এই সময়ে তিনি লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ডকে যে চিঠিখানি লিখিয়াছিলেন তাহা যেমন জাতির আত্মসম্মান বোধক তেমনি উহাতে তদানীন্তন দেশের অবস্থাও সম্যক পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। পাঠকের বুঝিবার জন্য রবীন্দ্রনাথের সেই অমূল্য চিঠিখানিই উদ্ধৃত করিলাম—

"নিরস্ত্র ও নিঃসহায় জাতির উপরে মনুষ্যঘাতী অস্ত্রশস্ত্রে বলিয়ান শক্তিমান জাতি যে অত্যাচার করিল, তাহার তুলনা কোন সভ্য গভর্ণমেণ্টের ইতিহাসে পাওয়া যায় না। আমাদের দেশবাসীর পুঞ্জীকৃত মর্ম্মবেদনা শাসক সম্প্রদায় উপেক্ষা করিয়াছে, এংলো ইণ্ডিয়ান পত্রসমূহে সেই উপেক্ষায় প্রশংসমান হইয়াছে এবং জনগণের ঐ বেদনায় উপহাস করিয়াছে……আজ আমি এই কোটি কোটি দেশবাসীর পক্ষ হইতে প্রতিবাদ জানানো কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতেছি। আজ আমি দেখিতেছি যে, সম্মানের নিদর্শন আমার এই উপাধিটি পূর্ব্বোক্ত অপমান ও লজ্জাকে আরও প্রকট করিয়া তুলিতেছে। আজ আমি এই সম্মানের পদটির ভারমুক্ত হইয়া আমার অপমানিত, লাঞ্ছিত ও মানুষের প্রতি অযোগ্য-ব্যবহার-প্রপীড়িত দেশবাসীর পাশে আসিয়া দাঁড়াইতে চাই। তাই আমি আপনার পূর্ব্বগামী বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ প্রদত্ত 'নাইট'

পদবী হইতে আমাকে মুক্ত করিতে আপনার নিকট অনুরোধ জানাইতেছি।

Your Excellency—

The enormity of the measures taken by the Government in the Punjab for quelling some local disturbances has with a rude shock revealed to our minds the helplessness of our position as British subjects in India.........

..The accounts of the insults and the sufferings undergone by our brothers in the Punjab have trickled through the gagged silence, reaching every corner of India and the universal agony of indignation roused in the hearts of our people has been ignored by our rulers, possibly congratulating themselves for imparting what they imagine salutary lessons.

The time has come when badges of honour make our shame glaring in their incongruous context of humiliation and I for my part, wish to stand shorn of all special distinction by the side of those of my countrymen who, for their so-called insignificance are liable to suffer a degradation not fit for human beings and these are the reasons which have painfully compelled me to ask Your Excellency with due deference and regret, to release me of my title of Knighthood which I had the honour to accept from His Majesty The King at the hands of your predecessor for whose nobleness of heart I still entertain great admiration.

Your faithfully—

Rabindra - Nath Tagore

জালিয়ানওয়ালার ঘটনার একসপ্তাহ পরেই বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন হয় ময়মনসিংহে, ১৯শে, ও ২১এ এপ্রিল তারিখে। সেইখানে সত্যাগ্রহ সম্বন্ধে চিত্তরঞ্জন নিম্নলিখিত বক্তৃতা দিয়াছিলেন—

"এ দেশে সত্যাগ্রহ আন্দোলন নূতন নয়, ইহা গান্ধীজীরই আন্দোলন নয়। যুগে যুগে এই আন্দোলন সৃষ্ট হইয়া ভারতে অধর্ম্ম বিদূরিত করিয়াছে। তবে গান্ধীজী বর্ত্তমান যুগের ঋষি সন্দেহ নাই। সত্যাগ্রহ অর্থ সত্যের প্রতি আগ্রহ। এই সত্যের জন্য

আমাদের জন্মগত অধিকারের জন্য যিনি প্রহ্লাদের ন্যায় জীবনদানে কাতর নহেন—কি অনলে, অনিলে, হস্তীপদতলে বা সর্পাঘাতে সর্ব্ববিষয়েই প্রহ্লাদের ন্যায় যিনি ভয়শূন্য, তিনিই প্রকৃত সত্যাগ্রহী। সত্যের জন্য সমস্ত বিসর্জ্জন দিতে হইবে, তাহাই সত্যাগ্রহ। আমি অন্তরের ভিতর যেন এই বাণী শুনিতেছি। আমি আজ এই মন্ত্র গ্রহণ করিলাম।

"বাঙ্গলায় কি সত্যাগ্রহ আজ প্রথম? নবদ্বীপে কাজার আদেশে মহাপ্রভু চৈতন্য দেবকে কীর্ত্তন করিতে নিষেধ করা হয়, তিনি সঙ্কীর্ত্তনের দল নিয়া কাজীর বাড়ীর দিকে অগ্রসর হন, কাজী তাহার শরণাপন্ন হন। নিত্যানন্দ প্রভু কলসীর কাণা খাইয়াও জগাই মাধাইকে হরিনাম বলাইতে বিরত হন নাই। যাহা ধর্ম্মের জগতে সত্য, রাজনীতিতেও তাহাই সত্য। কে আছ ভারতবাসী, তোমার জীবনের যাহা কিছু প্রিয় দেশমাতৃকার চরণে সমর্পণ করিয়া জন্মভূমির স্বাধীনতার জন্য এই মন্ত্রগ্রহণে প্রস্তুত আছ?"

যাহাহউক পাঞ্জাবের ঘটনাদির পরে এবং নানাস্থানে হাঙ্গাম হুজ্জতি দেখিয়া মহাত্মাজী সাময়িক ভাবে সত্যাগ্রহ স্থগিত রাখেন।

যে মিসেস বেসান্ত ১৯১৭ এবং ১৯১৮তে ভারতের রাজনৈতিক ব্যাপারে প্রধান নেত্রী ছিলেন, অমৃতসরের ঘটনায় তাহার মনোভাবের কিন্তু অদ্ভুত পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়। তিনি রাউলট বিলে বিশেষ আপত্তির কিছু দেখেন নাই। এমনকি ১৮ এপ্রিল একখানি পত্রে লেখেন "যদি জনতা সৈনিকগণের উপর ঢীল নিক্ষেপ করে, তখন সৈনিকদিগেরও তাহাদের প্রতি কয়েকটি গুলি নিক্ষেপ করায় দোষ কি"—

ঢীলের জন্য গুলি?—মিসেস বেসান্তের মনোভাবে তিনি জাতীয়তাবাদীগণের শ্রদ্ধা হারাইয়া ফেলিলেন।

পাঞ্জাবের যাবতীয় বিষয় এবং এই নিষ্ঠুর পৈশাচিক গণহত্যার বিষয় অনুসন্ধান ও বিচার করিবার জন্য কংগ্রেস একটী রয়েল

কমিসন চাহিয়াছিল, কিন্তু গভর্ণমেণ্ট তাহা নামঞ্জুর করিয়া ১৯১৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বিচারপতি লর্ড হাণ্টারের সভাপতিত্বে একটী অনসন্ধান কমিটী নিযুক্ত করেন। জেনারেল ব্যারো, অনারেবল মিঃ রাইস এবং কলিকাতা হাইকোর্টের অন্যতম বিচারক মিঃ জষ্টিস রাঙ্কিনও অন্যতম সদস্য ছিলেন। ভারতীয়দের মধ্যে থাকেন বোম্বাইর স্যার চিমনলাল সেটেলভাড্ ও লক্ষ্ণৌর মিঃ জগৎ নারায়ণলাল।

৫ই নভেম্বর (১৯১৯) চিত্তরঞ্জন ও পণ্ডিত মালব্যজী পঞ্জাবে গমন করেন। অতঃপরে চিত্তরঞ্জন, পণ্ডিত মতিলাল নেহরু ও পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য চাহিয়াছিলেন যে কমিটীর সম্মুখে যেমন জেনারেল ডায়ার, কর্ণেল জনসন্ প্রভৃতি উপস্থিত থাকেন সেইরূপ লালা হরকিষেণ লাল ডাঃ কিচলু প্রভৃতি শৃঙ্খলাবদ্ধ কয়জন নেতাকে উপস্থিত করা হউক, কিন্তু গভর্ণর তাহাতে রাজী হন নাই। তৎপরে অন্ততঃ তাহাদের বক্তব্য লিপিবদ্ধ করিবার জন্য লালা হরকিষণ প্রভৃতিকে শৃঙ্খলমুক্ত অবস্থাতেই আনিবার জন্য আবেদন করা হয়, কিন্তু তাহাও বড়লাট বা বিলাতে অনুরোধ করিয়াও কোন ফল হয় নাই—নামঞ্জুর হয়। তাহাদিগকে যখনই আনা হইত সর্ব্বসমক্ষে শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায়ই আনিবার ব্যবস্থা রহিয়া গেল। ইহার পর চিত্তরঞ্জন, পণ্ডিত মতিলাল নেহরু, মহাত্মা গান্ধী প্রভৃতি লর্ড হাণ্টারের কমিটি 'বয়কট' করাই স্থির করিলেন।

ইতিপূর্ব্বে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিতে (All India Congress Commitee) মহাত্মা গান্ধী, চিত্তরঞ্জন দাশ, পণ্ডিত মতিলাল নেহরু, মিঃ আব্বাস তায়েবজী ও মিঃ ফজলল হককে লইয়া একটি তদন্ত কমিটি গঠিত হইয়াছিল। মিঃ ফজলল হক কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত থাকায় তাঁহার স্থানে ডাঃ জয়াকরকে লওয়া হয়। পণ্ডিত শান্তনম্ এই কমিটির সম্পাদক ছিলেন। ইহারা

সকলেই বিশিষ্ট আইনজ্ঞ ব্যক্তি, মহাত্মাজী এই কমিটির সভাপতি ছিলেন। তিনি বলেন—

"অজস্র ক্ষতি হওয়া সত্ত্বেও চিত্তরঞ্জন লাহোরে থাকিয়া এই কমিটির কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন; এই তদন্ত ব্যাপারে আত্ম-নিয়োগ করায় চিত্তরঞ্জনকে কয়মাসের ব্যবসায় ক্ষতি ছাড়াও নিজের তহবিল হইতেই প্রায় ৫০০০০৲ ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়াছিল।"

কংগ্রেস এন্‌কোয়ারী কমিটির উদ্দেশ্য ছিল হাণ্টার কমিটিতে গৃহীত মূল সাক্ষ্যগুলি বিচার করিয়া অন্যান্য নূতন প্রমাণাদি লইয়া প্রকৃত তথ্যের অনুসন্ধান করা। এই বিষয়ে চিত্তরঞ্জনের মণীষা সম্বন্ধে মহাত্মাজী বলেন—

"আইনের খুঁটিনাটি বুঝিতে, সাক্ষীকে জেরা করিয়া নাজেহাল করিয়া ছাড়িয়া দিতে ও সামরিক আইনের দ্বারা শাসনের দোষ (Defects of rule under Martial Law) বুঝাইয়া দিতে চিত্তরঞ্জনের অসাধারণ ক্ষমতা ছিল।"

চিত্তরঞ্জনও মহাত্মাজীকে বলিয়াছিলেন—

"হয়তো সমস্ত স্থানেই আপনার সঙ্গে আমার মতের ঐক্য না হইতে পারে, কিন্তু আমাদের যুক্ত বিচারে যে সিদ্ধান্ত স্থির হইবে, আমি তাহা অবনত মস্তকে মানিয়া লইব।"

লক্ষ্য করিতে হইবে চিত্তরঞ্জন তখন ভারতীয় আইনজীবীগণের শিরোভূষণ ছিলেন।

যাহা হউক পঞ্চনদ বুঝিতে পারিল সে অনেক দুঃখপীড়া পাইয়াছে বটে, কিন্তু ভারতের অন্যান্য প্রদেশের সহানুভূতি পাইতে কখনও বঞ্চিত হয় নাই। (She is not forlorn)। সমগ্র ভারত ছিল পঞ্চনদের পেছনে।

গুজরানওয়ালা, কাসুর, গুজরাত, প্রভৃতি স্থানেও এইরূপ নৃশংস কাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়।

পাঞ্জাবের অত্যাচারের পরে লাহোরে এবং অন্যান্য স্থানে "ষড়যন্ত্রের" মোকদ্দমা হয়। সরকার পক্ষে বলা হয় যে লাহোরে হরতাল, সভা, শোভাযাত্রা প্রভৃতি যেন গভর্ণমেন্টকে ভীত ও সন্ত্রস্ত করিবার জন্যই করা হইয়াছিল। সরকারী কৌন্সিলি মোকদ্দমার অবস্থা নিম্নলিখিত ভাবে বর্ণনা করেন—

"The measure commonly known as the Rowlatt Bill was passed by the Imperial Council on 18th March 1919. Thereupon a general conspiracy was formed by persons outside the Punjab, with whom the accused associated to hold tumulutous meetings and to ordain a general strike with the intention and object of inflaming popular feeling against Government and to so overawe it, as to try and induce the vetoing of the measure. Accordingly, throughout India and in the Punjab in particular, the said conspirators including the accused declared a general strike, commonly known as a Hartal, to take place on 30th March intending thereby to induce disorder, paralyse the economic life of the country and excite diesaffection and hatred towards Government.

On the 9th April in pursuance of the conspiracy to excite disaffection and feelings of enmity against Government, and on the occasion of the Ramnavami procession, the accused Rambhuj Dutt, Gokul Chand, Dharamdas Suri and Lala Duni Chand and others encouraged the fraternisation of Hindus and Muhammadans against the Government as by law established."

৯ই এপ্রিল রামনবমীর তারিখে হিন্দু মুসলমানের প্রীতিবন্ধন দৃঢ় করিয়াছিল, এবং তাহা গভর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র বলিয়া সরকারের মনে প্রতীতি হয়।*

বিচারে স্বর্গীয় লালা হরকিষণ লাল, রাজভূজ দত্ত প্রভৃতির যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ হয় এবং বহুলোক মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন। বাঙ্গালা হইতে চিত্তরঞ্জন ভাইসরয়কে টেলিগ্রাম করিয়াছিলেন

*অমৃতসরে যে স্পেশল ট্রাইবুনাল হইয়াছিল। ২৯৮টি বড় মোকদ্দমা হয়। ৫১ জনের মৃত্যুদণ্ড হয়। ৪৬এর উপরে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ হয়।

যে তাহাকে, মিঃ ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তীকে, মিঃ নর্টনকে মিঃ গ্রেগোরী ও মিঃ জে, এন, রায়কে পাঞ্জাবের বিভিন্ন স্থানে গিয়া আসামীগণকে সমর্থন করিবার ক্ষমতা প্রদান করা হয়। কিন্তু বড়লাট বিষয়টি সামরিক কর্ত্তৃপক্ষের বিবেচনা সাপেক্ষ বলিয়া হস্তক্ষেপ করিতে অস্বীকৃত হন।

ইতিমধ্যে ২৪শে ডিসেম্বর মণ্টেগু সংস্কার আইনে (Government of India Act of 1919) পরিণত হয়। সঙ্গে সঙ্গে সম্রাট পঞ্চমজর্জ্জ একটি প্রক্লেমেশনে বা রাজকীয় ঘোষণার * সহায়তায় রাজনৈতিক বন্দীদিগকে মুক্তিপ্রদান করা হইবে—প্রতিশ্রুতিতে রিফর্ম্মস্ য়্যাক্ট কার্য্যে পরিণত করিবার মন্তব্য জ্ঞাপন করেন।

লোকমান্য তিলক যে কংগ্রেস কমিটি কর্ত্তৃক নিয়োজিত হইয়া শান্তিপরিষদে সাক্ষী দিতে গিয়াছিলেন তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। প্রত্যাবর্ত্তনকালে এই সংবাদ পাইয়া তারযোগে বোম্বাই হইতে মিঃ মণ্টেগুকে জানাইয়া দেন যে তিনি (তিলক) মণ্টেগু সংস্কার আইন প্রতিদানমূলক সহানুভূতিতে সহযোগিতা করিবেন। কিন্তু লোকমান্য কংগ্রেসের সম্মতির অপেক্ষা না করিয়া এত তাড়াতাড়ি সহযোগিতা

---

* ঘোষণার বিষয় সাধারণতঃ তিনটি—

(১) ভারতের শাসনকার্য্য সম্বন্ধীয় নূতন আইন ভবিষ্যতে "পূর্ণ জনপ্রতিনিধি তন্ত্র-শাসন প্রণালীর" পথ নির্দ্দেশ করিতেছে Points to way to full representative Government here after.

(২) নিজ নিজ ব্যাপারে কার্য্যপরিচালনার ভার নিজের স্কন্ধে লইবার আকাঙ্ক্ষা ন্যায্য ও স্বাভাবিক The control of her domestic concerns is a burden India may legitimately aspire to taking upon her own shoulders.

(৩) সর্ব্বশেষে সম্রাট্ প্রার্থনা করেন ভারতবর্ষ যেন পূর্ণ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভের অবস্থায় আসিতে পারে।

I pray to Almighty God that by his wisdom and under his guidance India may be led to greater prosperity and contentment and may grow to the fulness of power and political freedom.

স্থাপন করিতে অগ্রসর হইয়া যুক্তিযুক্ত কার্য্য করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। তবে তিনি অমৃতসর কংগ্রেসে চিত্তরঞ্জনকে সম্পূর্ণরূপে সহযোগিতা করেন।

১৯১৯ সালের গোড়ার দিকে পার্লামেণ্ট বসিলেই মিঃ মণ্টেগু তাহার 'গভর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া বিল' কমন্সসভায় উপস্থিত করেন। জুনমাসে বিলটি দ্বিতীয় বার পঠিত হয়। অতঃপরে কমন্স এবং লর্ড সভা কর্ত্তৃক একটী সিলেক্ট কমিটী গঠিত হয়, লর্ড সেলবোর্ণ ছিলেন চেয়ার ম্যান, লর্ড সিডেনহাম, লর্ড সিংহ, মিঃ মণ্টেগু প্রভৃতি সভ্য ছিলেন। ইহার কাজ হয় বিলের ধারাগুলি সম্বন্ধে বিবেচনা করা এবং নূতন সাক্ষী গ্রহণ করা। এই কমিটির কাছে ভারতবর্ষ হইতে সাক্ষী দেওয়ার জন্য মডারেড দল হইতে আসেন সুরেন্দ্র নাথ, শ্রীনিবাস শাস্ত্রী, সি, ওয়াই চিন্তামণি, প্রভৃতি। কংগ্রেস দল হইতে আসেন বিঠল ভাই প্যাটেল (V. J. Patol) ও মাধব রাও। হোমরুল লীগের এক তরফে আসেন লোকমান্য তিলক, অন্যদিকে আসেন মিসেস বেশান্ত ও স্যার সিপি রামস্বামী আয়ার। মুসলীম লীগ হইতে আসেন মেসার্স জিন্না, ইয়াকুব হোসেন ও ভ্রুগুরি। এংলো ইণ্ডিয়ানদের পক্ষ হইতে আসেন এ, জে পিউ এবং স্যার জন হিউম। এতদ্ব্যতীত লর্ড মেষ্টন, মাননীয় ভূপেন্দ্রনাথ বসু, স্যার অতুলচাটার্জ্জী লর্ড সাউথবরো, লর্ড কারমাইকেল, স্যার মাইকেল স্যাড্লার, লায়োনেল কার্টিস প্রভৃতি। স্ত্রীলোকদের ভোটাধিকারে শ্রীমতী সরোজনী নাইডুও সাক্ষী দিয়াছিলেন।

কমিটী আবার অক্টোবরে বসে এবং নভেম্বরে রিপোর্ট দেয়। কমন্স সভায় রিপোর্ট পৌছিলেই বিলটি তৃতীয়বার পঠিত হয় এবং পাশ হইয়া যায়। হাউস অব লর্ডসেও ডিসেম্বরে পাশ হয় এবং ডিসেম্বরের ২৩ তারিখে সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ উহা অনুমোদন করেন। সম্রাট ভারতের রাজনৈতিক বন্দীগণের প্রতি রাজকীয় ক্ষমার কথা বিজ্ঞাপিত করেন।

১৯১৯ সালে ভারতশাসন বিষয়ক যে নূতন আইন বিধিবদ্ধ হয় (The Government of India Act, 1919), তাহাতে প্রদেশ সমূহে দ্বৈত শাসন প্রবর্ত্তনই উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন ; ভারত সচিবের কিছু ক্ষমতা মন্ত্রীদের হাতে কাজ। তবে মন্ত্রীগণ থাকেন গভর্ণরের ক্রীড়নক মাত্র ।

কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট (বিশেষ) পরিবর্ত্তন হয় না।

নিম্নলিখিত বিষয় গুলি স্থিরীকৃত হয় :—

১। ভারতসচিব ও পার্লামেণ্ট

ক। স-পার্লামেণ্ট সম্রাটের পক্ষ হইতে ভারতসচিব ভারতশাসন পরিদর্শন, পরিচালনও নিয়ন্ত্রণ করিবেন।

(খ) ভারতসচিব পার্লামেণ্টের নিকট ও বড়লাট তাঁহার নিকট শাসনব্যাপারে দায়ী থাকিবেন।

(গ) কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সকল আইনেই তাঁহার অনুমোদন প্রয়োজন।

(ঘ) তাহাকে পরামর্শ দিবার জন্য তাহার India Council এ ৮ হইতে ১২ জন সভ্য থাকিবে। ইহাদের অন্ততঃ অর্দ্ধেক সভ্যদের ভারতীয় ব্যাপারে দশ বৎসরের অভিজ্ঞতা থাকিবে। ভারতসচিব ইহাদের পরামর্শ লইবেন। তবে সর্ব্বদা পরামর্শ মানিয়া চলা না চলা তাহার ইচ্ছাধীন।

(ঙ) যে যে বিষয়ে ভারত সচিব এই সভ্যদের মত লইবেন তাহা এই—

ভারতের ধার, চুক্তি, রাজস্বগ্রহণ, সিভিল সার্ভিস নিয়ম প্রণয়ন ইত্যাদি—

(চ) ভারতশাসনের বার্ষিক রিপোর্ট পার্লামেণ্টে উপস্থিত করা তাহার অন্যতম কাজ।

এ পর্য্যন্ত ভারত সচিবের বেতন দেওয়া হইত ভারত সরকারের

তহবিল হইতে। এখন হইতে ব্রিটিশ সরকার হইতে দেওয়ার ব্যবস্থা হয়।

বিলাতে ভারত সরকারের আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি ক্রয়, ভারতের বাণিজ্যস্বার্থ ও বিলাতে ভারতীয় ছাত্রদের তত্ত্বাবধান করার জন্য একজন হাইকমিসনার High Commissioner নিযুক্ত হয় এবং তাহার বেতন ভারত সরকারের তহবিল হইতে দেওয়া হইবে স্থির হয়।

২। কেন্দ্রীয় শাসন

(ক) গভর্ণর জেনারেল ও তাহার কাউন্সিল কার্য্যনির্ব্বাহক সভা (Executive Council of the Viceroy).

(খ) বড়লাট, এবং প্রধান সেনাপতি সহ ৮ জন সভ্য লইয়া বড়লাটের কাউন্সিল (কার্য্যনির্ব্বাহক সভা) গঠিত হইবে। সভ্যগণ পাঁচবৎসরের জন্য নিযুক্ত হইবেন। ইহাদের মধ্যে অন্ততঃ ৩ জন ভারতবাসী হইবেন। কাউন্সিলের সভ্যগণ সকলেই বড়লাট ও ভারত সচিবের নিকট নিজ কার্য্যের নিমিত্ত দায়ী থাকিবেন। বড়লাট যদি আবশ্যক মনে করেন, তাহাদের মত অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন।

(গ) বড়লাটের অর্ডিনান্স (জরুরী আইন) করিবার ক্ষমতা থাকিবে।

(ঘ) বড়লাট বৈদেশিক বিভাগ পরিচালনা করিবেন।

(ঙ) সৈন্যবিভাগ, স্বরাষ্ট্র, রাজস্ব, আইন ও শৃঙ্খলা বাণিজ্য শিক্ষা স্বাস্থ্য ও ভূমি বিভাগ, শ্রম ও শিল্পবিভাগের পরিচালনার জন্য বাকী ৭ জন সভ্য থাকিবেন।

(খ) আইন সভা

(১) কেন্দ্রীয় আইন সভায় দুইভাগ থাকিবে স্থির হয় একটী ব্যবস্থা পরিষদ (Legislative Assembly) ও দ্বিতীয়টী রাষ্ট্র

পরিষদ (Council of State), প্রথমটি Lower House দ্বিতীয়টি Upper House.

(২) ব্যবস্থা পরিষদে অন্যূন ১৪০ জন সভ্য থাকিবে স্থির হয় শেষে ১৪৬ জন হইবে স্থিরীকৃত হয়। এই সংখ্যার মধ্যে ১০৫ জন হইবে নির্ব্বাচিত, ৪১ জন মনোনীত হইবে। এই ৪১ জনমধ্যে ২৬ জন হইবে সরকারী ও ১৫ জন বেসরকারী। ইহারা ৩ বৎসরের জন্য বহাল থাকিবে। ২৬ জন সরকারী সভ্যের মধ্যে গভর্ণর জেনারেলের কাউন্সীলের সভ্য, অথবা দপ্তরের কর্ম্মকর্ত্তাগণই সাধারণতঃ মনোনীত হইবে। এই ১৫ জন বেসরকারী সভ্যের মধ্যে নিপীড়িত জাতি, খৃষ্টান এবং এংলোইণ্ডিয়ানদের প্রতিনিধি থাকিবে।

রাষ্ট্র পরিষদ হইবে ৩৩ জন নির্ব্বাচিত ও ২৭ জন মনোনীত সভ্য। তাছাড়া পাঁচবৎসরের জন্য বহাল থাকিবে।

নির্ব্বাচন সাম্প্রদায়িক ব্যবস্থামত (Separate Electorate) হইবে। মুসলমান ও অমুসলমান গণের মধ্যে স্বতন্ত্রভাবে নির্ব্বাচিত হইবে, তবে ইউরোপীয়, ব্যবসায়ী (Commerce) এবং জমীদার (Landlord) গণের সভ্য নির্ব্বাচিত হওয়ার ব্যবস্থাও থাকে।

সকল আইনকানুনই, উভয় পরিষদ হইতে পাশ হইবে। যদি এমন হয় যে এক পরিষদ আইন পাশ করিলনা, তবে উভয় পরিষদের সম্মিলিত অধিবেশনে উহা গ্রাহ্য অথবা অগ্রাহ্য হইবে।

কোন আইন প্রণয়ন করিতে হইলে প্রথমে বড়লাটের অনুমতি লইয়া পরিষদে উপস্থিত করিতে হইবে। এবং পাশ হইয়া গেলেও পুনরায় বড়লাটের অনুমোদন আবশ্যক। তিনি অনুমোদন না করিলে উহা গ্রাহ্য হইবে না যদি কোন পরিষদই কোন আইন পাশ না করে, তবে গভর্ণমেণ্ট সম্মতি দিয়া (Certify) করিয়া উহা চালাইবেন গভর্ণর জেনারেলের কাউন্সিলের সভ্যগণ আইন সভার নিকট দায়ী হইতেন না।

ব্যবস্থাপরিষদের সভ্যেরা আপনাদের সভাপতি নির্ব্বাচিত

করিবেন। কিন্তু প্রথম চারিবৎসর গভর্ণর জেনারেলই প্রেসিডেণ্ট মনোনীত করিতেন।

ভারতসচিব ইচ্ছা করিয়া বড়লাটের সকল কাজ বাতিল করিতে পারিবেন।

পরিষদে বক্তৃতার স্বাধীনতা রহিল। কোনরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিলে বা যে কোন ভাবে বক্তৃতা দিলে ইহা আদালতের বিচারাধীন হইবে না।

প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থা

প্রাদেশিক শাসন বিষয়গুলি দুইভাবে বিভক্ত হইল।

(১) সংরক্ষিত ভাগ (Reserved Department)

(২) হস্তান্তরিত বিভাগ (Transferred Department)

প্রথম বিভাগে পুলিস (আইন ও শৃঙ্খলা), জেল রাজস্ব ইত্যাদি বিষয়ে যাহারা থাকিবেন তাহারা লাটসাহেবের নিকট দায়ী থাকিবেন। আর দ্বিতীয় বিভাগে শিক্ষা, কৃষি, স্বাস্থ্য, শিল্প ইত্যাদি কয়েকটি মন্ত্রীদের নিকট থাকিবে। ইহারা দায়ী থাকিবেন আইনসভার কাছে।

একই শাসনতন্ত্রে দুইরকম ব্যবস্থা থাকায় ইহাকে দ্বৈত শাসন বা ডায়ার্কি বলা হইত।

এইবারেই সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মন্ত্রী হইলেন। কার্য্যকরী সভার (Executive Council এর) সভায় গভর্ণরই সভাপতি হইবেন।

(ক) প্রাদেশিক আইন

(ক) প্রাদেশিক আইন সভায় কোন আইন করিতে হইলে লাটসাহেবের অনুমতির আবশ্যক। আইনসভায় গৃহীত হইলেও পুনরায় আবার লাটসাহেবের অনুমোদন আবশ্যক।

বাংলাদেশে আইন পরিষদে ১৪৪ জন সভ্য ছিল, ইহার মধ্যে শতকরা ২০ জনের বেশী সরকারী কর্ম্মচারী থাকিবেনা স্থির হয়।

প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের মত ঋণগ্রহণ করিতে পারিতেন এবং কেন্দ্রীয় বিষয় ব্যতীত সকল বিষয়েই প্রাদেশিক সরকারের আইন করিবার ক্ষমতা ছিল।

শাসন পরিষদের চারিজন সদস্যের মধ্যে দুইজন দেশীয় সভ্য থাকিতেন।

মন্ত্রীরা আইন পরিষদের নিকট দায়ী থাকিলেও, কার্য্যতঃ সম্পূর্ণরূপে লাটসাহেবের অধীন ছিল। কারণ রাজ্যরক্ষার নামে তিনি মন্ত্রীদের সকল কাজেই হস্তক্ষেপ করিতে পারিতেন। মন্ত্রীগণ ব্যবস্থাপক সভার (Legislative Council) নির্ব্বাচিত সভ্যগণের মধ্য হইতে গভর্ণর কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইতেন এবং উক্ত সভার নিকটও দায়ী থাকেন।

প্রাদেশিক আইনসভা তিন বৎসরের জন্য গঠিত হইত।

অন্য বিষয় সমূহ

বেলুচিস্থান, দিল্লী, আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি কয়েকটি স্থান চীফ কমিসনার কর্ত্তৃক শাসিত হইবে স্থির হয়।

কলিকাতা হাইকোর্ট ব্যতাত অন্যান্য হাইকোর্ট প্রাদেশিক সরকারের ক্ষমতাধীন থাকিবে।

এই সংস্কার প্রবর্ত্তনের দশবৎসর পর শাসন সংস্কার সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য কমিটী সংগঠিত হইবার কথা হয়।

আইন পরিষদও কার্য্য কলাপ অসঙ্গত বিবেচনা করিয়া মন্তব্য পাশ করিলে মন্ত্রীগণকে পদত্যাগ করিতে হইত। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন বহুবার ডায়ার্কি ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন। দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তও কয়েকবার ভাঙ্গিয়াছিলেন।

এই শাসন তন্ত্রে প্রধান বিষয়ই সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন।

কংগ্রেস লীগ স্কীমেও সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন ছিল। তবে কংগ্রেস কিন্তু ঐ যে বিষবৃক্ষের বীজ রোপণ করিয়াছিল আজ তাহাই দুরদৃষ্টক্রমে বটবৃক্ষে পরিণত হইয়াছে এবং প্রকৃতই অখণ্ড ভারতীয় সৌধ ভাঙ্গিবার উপক্রম হইয়াছে।

এই শাসন ব্যবস্থায় স্বায়ত্তশাসনের ইচ্ছা পূর্ণ হয় নাই। কেন্দ্রীয় শাসনেও এক নায়কত্ব রহিয়াই গেল।

ভোটাধিকার কিছু বৃদ্ধি হয় এবং আইন সভাও সম্প্রসারিত হয় বটে, কিন্তু মন্ত্রীগণ কার্য্যতঃ গভর্ণরের ক্রীড়নক থাকায়—আইন সভার হাতে প্রকৃতভাবে শাসন ক্ষমতা আসে নাই।

দ্বৈত শাসন নানা অনর্থ সৃষ্টি করিতে লাগিল। মন্ত্রীগণ কয়েকটি বিভাগ পাইলেন বটে কিন্তু উন্নতি করিবার অর্থব্যয়ের ক্ষমতা লাভ করিলেন না। বস্তুতঃ পুলিস ও রাজস্ব প্রভৃতি বিষয় গভর্ণরের কাউন্সিলারদের হাতে থাকায় মন্ত্রীগণ জন-স্বার্থ রক্ষা করিতে পারিলেন না।

বড়দিন উপলক্ষে অমৃতসরে কংগ্রেসের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ অধিবেশন হয়। জল-বৃষ্টির জন্য মণ্ডপের কার্য্য সম্ভব হয় নাই বলিয়া ২৬শে ডিসেম্বর কংগ্রেস অধিবেশন আরম্ভ হইতে পারে নাই। ২৭শে অধিবেশন আরম্ভ হয়। সভাপতি হন পণ্ডিত মতিলাল নেহরু এবং অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হন স্বামী শ্রদ্ধানন্দ ও সাধারণ সম্পাদক লালা গিরিধারী লাল। এই অধিবেশনে যে জনসমাগম হয় ইতিপূর্ব্বে তাহা কখনও হয় নাই। প্রতিনিধিই হয় ৬০০০, এতদ্ব্যতীত প্রায় ১২০০ কিষাণ মজুরকে প্রতিনিধি হিসাবে আসিতে দেওয়া হয়। দর্শকও হয় প্রায় ত্রিশহাজার। সেই মহতী সভায় সামরিক আইনে দণ্ডিত সদ্য-মুক্ত ডাক্তার সত্যপাল, ডাক্তার কিচ্‌লু, লালা হরকিশেণ লাল, পণ্ডিত রামভূজ দত্ত প্রভৃতির শুভাগমনে সেই বিরাট জনমণ্ডলীর মধ্যে হর্ষ ও উল্লাসে যে উদ্দীপনার সঞ্চার হইয়াছিল তাহা বর্ণানাতীত। এই আনন্দ

কোলাহল অধিকতর বৰ্দ্ধিত হইয়াছিল দুইদিনপরে অন্তরীণাবদ্ধ আলি ভ্রাতৃদ্বয়ের কারামুক্তিতে। পণ্ডিত মতিলাল রাজকীয় ঘোষণা ও ক্ষমার কথায় আনন্দ প্রকাশ করেন এবং পরে পঞ্চনদবাসীগণের দুঃখভোগ ও ত্যাগ স্বীকারের উল্লেখ করিয়া বলেন—

"We must also do reverence to the sacred memory of the dead who were killed in Amritsar and elsewhere in the Punjab and to the living who were put to indignities worse even than death and suffered the most shameful barbarities. No monument of marble or bronze is needed to consecrate their memory. Our speeches here will be forgotten, the resolutions you pass may in the future have interest only for the historian, but India will never forget the sacrifice and the sufferings of those children of hers."

তারপরে সম্রাট পঞ্চম জর্জ যে তাহার কাছে সমস্ত রাজনৈতিক এবং অন্তরীণাবদ্ধ বন্দীগণকে মুক্তিপ্রদান করিতে গভর্ণর জেনারেলকে নির্দ্দেশ দিয়াছেন, তাহাতে পণ্ডিতজী আনন্দ প্রকাশ করিয়া সম্রাটের অনুগ্রহপ্রকাশে সকলের পক্ষ হইতে রাজভক্তি প্রদর্শন করিতে চাহেন—

"To convey our sincere homage to His Majesty and our humble appreciation of His Royal benevolence."

সকলেই জানেন মণ্টেগু চেমসফোর্ড রিপোর্ট বাহির হইবার পরে দুইটী কমিটি হয়। কিন্তু এই সময়ে পার্লামেণ্টের আবার নির্ব্বাচন হয় এবং লিবারেল দলই জয়ী হয়। লয়েড জর্জ্জই প্রধান সচিব হন। ভারত সচিব মিঃ মণ্টেগুই হন, আর আণ্ডার সেক্রেটারী হন স্যার এস, পি সিংহ। মিঃ মণ্টেগু ছিলেন কমন্স সভায়। তাই স্যার সত্যেন্দ্র প্রসন্নকে লর্ড করিয়া লর্ড সভায় দেওয়া হয়। ভারতবাসীর মধ্যে সত্যেন্দ্র প্রসন্নই প্রথম লর্ড সভার সভ্য হইয়াছিলেন। মণ্টেগু চেমসফোর্ড রিপোর্ট বাহির হইবার পরে বোম্বাই এবং দিল্লীতে যে কংগ্রেস অধিবেশন হয় তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। মতিলালজী

পাঞ্জাবের ঘটনাও বিশেষ তেজস্বিতার সহিত বর্ণনা করেন। তিনি কোনরূপ অত্যুক্তি করেন নাই। সেই মর্ম্মন্তুদ কাহিনী শুনিয়া সকলেই শিহরিয়া উঠে। সামাজিক পুনর্গঠনে হাত দিতে হইবে, কুসংস্কার ও কুপ্রথা ত্যাগ করিতে হইবে, নারী ও অজ্ঞ শ্রেণীকে অধিকার দিতে হইবে, প্রভৃতি বিষয়ও সভাপতির অভিভাষণে থাকে।

বোম্বাই এবং দিল্লীতে যে ভাবে রিফর্ম্মস সম্বন্ধে প্রস্তাব পাশ হইয়াছে এখন উহা প্রায় সেই ভাবেই বিধিবদ্ধ হওয়ায় পাঞ্জাবের যাবতীয় ঘটনার পরে অমৃতসরের ত্যাগ-তীর্থ জালিয়ানওয়ালাবাগের অমানুষিক ঘটনার পরে সংস্কার সম্বন্ধে প্রস্তাব যে আরও কঠোরতর হওয়ার কথা তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এখানকার প্রস্তাব হইয়াছিল সম্পুর্ণ ভিন্নরূপ। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় অসহযোগ ও সত্যাগ্রহের প্রধান পূজারী মহাত্মাজীর আন্তরিকতায়ই ঐরূপ সহযোগিতামূলক প্রস্তাব সম্ভব হয়।

অমৃতসর কংগ্রেসেরও চিত্তরঞ্জন ছিলেন প্রধান। বিশেষতঃ তিনি গভর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া য়্যাক্টের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করিয়া সংস্কার সম্বন্ধে অসহযোগিতা প্রকাশে দৃঢ় সঙ্কল্প হন। বিষয়নির্ব্বাচনী সভায় তাহার রচিত-প্রস্তাবই পাশ হয়। প্রস্তাবটি এই—

1. "That this Congress reiterates its declaration of the last year that India is fit for full responsible Government and repudiates all assumptions and assertions to the contrary where-ever made.

2. "That this Congress adheres to the resolutions passed at the Delhi Congress regarding the constitutional reforms and is of opinion that the Reforms Act is inadequate, unsatisfactory and disappointing.

9. "That this Congress further urges that Parliament should take early steps to establish full responsible Government in India in accordance with the principle of Self-determination."

প্রস্তাবটি সমর্থন করেন লোকমান্য তিলক, বিপিনচন্দ্র পাল, জিতেন্দ্রলাল ব্যানার্জ্জি, মিঃ সত্যমূর্ত্তি, রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার প্রভৃতি। এই প্রস্তাবে সংস্কার অকিঞ্চিৎকর, অসন্তোষপ্রদ এবং নৈরাশ্যজনক—সব কথাই আছে এবং পূর্ণ দায়িত্বমূলক শাসন দেওয়ার কথা আছে। যদিও লোকমান্য তিলক প্রথমে প্রতিদানমূলক সহযোগিতার কথা বলিয়া আসিয়াছিলেন, মিঃ চিত্তরঞ্জন দাশের যুক্তিতে তিনিও তাহাকে সমর্থন করেন।

প্রকাশ্য সভায় চিত্তরঞ্জন প্রস্তাব উপস্থাপিত করিবার পরে মহাত্মা একটী সংশোধন প্রস্তাব করেন। তিনি নৈরাশ্যজনক (disappointing) কথাটি রাখিতে চাহেন না। পাঞ্জাবের অত্যাচারের কোন প্রতীকার হইবে না, তাহা তিনি আশা করিতে পারেন নাই। তিনি বলেন "যেমন পচা রুটি (sour loaf) খাওয়া অহিতকর, সেইরূপ যাহা নৈরাশ্যজনক তাহা কখনও গ্রহণ যোগ্য নয়। কিন্তু এই কথাটি থাকিলে আমরা আর ভবিষ্যতেও কোন সময়ে রিফর্ম্মস্ গ্রহণ করিতে পারিব না। তবে রুটিতে মসলা খুব কম থাকিলে, বেশী মসলা পাইবার জন্য চেষ্টা করা উচিত। তাই আমাদের আরও পাওয়ার জন্য চেষ্টা করা উচিত। অনেকে বক্তৃতায় বলিয়াছেন তাহারা কাউন্সিল পূর্ণ করিবেন। যদি তাহারা কাউন্সিলে যান এবং তথায় কাজ করেন, তবে নৈরাশ্যজনক কথার অবতারণা অনুচিত।"

শ্রীযুক্ত রঙ্গ আয়ার, ডাক্তার পট্টভি সীতারামিয়া ও মিঃ এম, এ, জিন্না মহাত্মাজীকে সমর্থন করেন।

এতদ্ব্যতীত মহাত্মাজী আর একটী (৪র্থ) প্যারা যোগ করিতে চাহেন। তাহা এই—

4. Pending such introduction that Congress begs loyally to respond to the sentiments in the Royal Proclamation namely, "Let the new era begin with a common determination among my people and my officers to work together for a common purpose" and trusts that both the authorities and the

people will co-operate so to work out the Reforms as to secure the early establishment of full Responsible Government.

And this Congress offers its warmest thanks to the Right Honourable E, S. Montagu. for his labours in connection with them left out.

পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যজী মহাত্মাজীকে সমর্থন করেন।

এই সংশোধন প্রস্তাবে সভায় বড় মতান্তর উপস্থিত হয়। মৌলনা মহম্মদ আলী মহাত্মাকে একটি আপোষ প্রস্তাব করিতে অনুরোধ করিয়া বলেন, "পাঞ্জাব কমিটীর কার্য্য কি পণ্ড করিবেন?" অনেক তর্ক বিতর্কের পরে অবশেষে সকলেই আপোষে ৪র্থ প্যারাটি নিম্নলিখিত ভাবে রাখিতে সম্মত হন—

"The Congress trusts that so far as may be possible they will work the reforms so as to secure an early establishment of full Responsible Government and this Congress offers its thanks to the Right Honourable E. S. Montagu for his labours in connection with the reforms."

মিসেস বেশান্ত একটী সংশোধনী প্রস্তাব আনেন—

"Congress welcomes Reforms Act as opening the gateway to freedom to Indian Nation. This represents substantial stage and earnestly begs of the people to take the utmost advantage of its provisions to reach the goal in tho short possible time.

কিন্তু মিসেস বেসান্তের প্রস্তাবে গত বৎসর তিনি যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, তাহার বিরোধী হয়। বলাবাহুল্য তাঁহার সংশোধন প্রস্তাবটি পাশ হয় না। মাত্র কয়েকটি ভোট তিনি পাইয়াছিলেন।

তুরস্ক এবং খিলাফত ব্যাপারে ব্রিটিশ রাজনৈতিক গণ যেরূপ ঔদাসীন্য দেখাইতেছেন, তাহাতে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি পাশ হয়ঃ—

"That this Congress respectfully protests against the hostile attitude of some of the British Ministers towards the Turkish

and Khilafat questions as disclosed by their utterances and most earnestly appeals to and urges upon His Majesty's Government to settle the Turkish question in accordance with the just and legitimate sentiments of Indian Mussulmans on the solemn pledge of the Prime Minister without which there will be no content among the people of India."

দেশবন্ধু-স্মৃতিকথায় গান্ধীজী লিখিয়াছেন—

"অমৃতসরে আমরা প্রতিপক্ষ। প্রত্যেকেরই উদ্দেশ্য জাতির মঙ্গল এবং প্রত্যেকেই নিজের বিশ্বাস মত ক্ষমতা লইয়া লড়িয়াছিল। কংগ্রেসের মঞ্চে দাঁড়াইয়া এই আমার প্রথম যুদ্ধ—ভারী আনন্দ হইয়াছিল। মালবীয়াজী একবার একজনের সঙ্গে তর্ক করিতেছিলেন একবার একে অনুরোধ করেন, এমনি করিয়া সবদিক রক্ষা করিতেছিলেন। সভাপতি মতিলালজী ভাবিয়াছিলেন সব ঠিক হইয়া যাইবে। আমি বিব্রত হই লোকমান্য ও দেশবন্ধুকে নিয়া। সংস্কার সম্বন্ধে তাহাদের উভয়ের মত, তাহাতে দুইদলের অনেকটা মিল ছিল এবং বাকীটুকুর জন্য একে অন্যকে স্বমতে আনার জন্য উভয়েই ব্যস্ত কিন্তু কেহই কাহারও মতের ঠিকভাবে পরিবর্ত্তন করিতে পারেন নাই। আলী ভাইদের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা ছিল এবং আমি তাহাদিগকে ভালও বাসিতাম—তাহারা আমাকে দেশবন্ধুর প্রস্তাবই সমর্থন করিতে বলিয়াছিলেন। মহম্মদ আলি স্বাভাবিক নম্রতার সহিত বলেন "এনকোয়ারী কমিটিতে তিনি যে বিরাট কাজ করেছেন এখন যেন সেটা ব্যর্থ না হয়" কিন্তু আমি তখনও ভাল রকম বুঝিতে পারি নাই। এমন সময় জয়রামদাস নামক এক সিন্ধুবাসী তখন মধ্যে পড়িয়া রক্ষা করেন—তিনি এক ফর্দ্দ কাগজে আপোষ জনক কয়েকটী প্রস্তাব লিখিয়া আমায় দেন। আমি সেগুলি পড়িয়া দেশবন্ধুকে দিই, তিনি উহা পড়িয়া বলেন, "আচ্ছা যদি আমার দল উহাতে সম্মত হয়।" দলের প্রতি তাহার অনুরাগ দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। মালব্যজী তখন বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করিতেছিলেন।

লোকমান্য তিলক বলিলেন "যদি দাশ মহাশয় সম্মত হন, তাহা হইলে আমিও সম্মত হইব। মালব্যজী সেকথা শুনিয়া আমার হাত হইতে কাগজখানি কাড়িয়া লইলেন এবং ঘোষণা করিলেন 'মিটমাট হইয়া গিয়াছে।"

লর্ড চেমস্ ফোর্ডের পুনরাহ্বান, জেনারেল ডায়ার প্রভৃতির পদত্যাগ সম্বন্ধেও প্রস্তাব পাশ হয়।

মিঃ জিন্না মহাত্মা গান্ধীকে সমর্থন করিয়া বলেন—

"The King's Proclamation demanded clearly a hearty co-operation between Govt. officials and people and what was Mr. Das's answer to that Tilak promised to Secretery of State Responsive Co-operation. I. N. Congress should give lead to the countrymen.

হাণ্টার কমিটীর রিপোর্ট বাহির হইলে আবার একটী কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন হইবে এইরূপ একটী প্রস্তাব হয়।

১৯১৯ সালের কংগ্রেস অধিবেশনে অনেক প্রস্তাব হয়, কিন্তু অন্যান্য প্রস্তাব সম্বন্ধে বেশী আলোচনার আবশ্যকতা না থাকিলেও তিনটী প্রস্তাব বিশেষ লক্ষ্যণীয়, একটী লর্ড চেমস্‌ফোর্ডকে পুনরাহ্বান* আর একটী রৌলট আইন সম্বন্ধে, আর একটী স্যার মাইকেল ওডায়ার কার্য্যভার হইতে অবসর দেওয়া। রৌলট আইনটী প্রত্যাহার না করা পর্য্যন্ত দেশে শান্তির আশা নাই, তাই ভারত সচিব যেন সম্রাটকে দিয়া ইহা ঠকাইয়া লয়েন এইরূপ প্রস্তাব হয়। এই প্রস্তাব সমর্থন করেন মিসেস বেসান্ত, জিতেন্দ্র ব্যানার্জ্জী, এস, আর, রোমানজি, সত্যমূর্ত্তি ও ভগতরাম পূরিয়া।

মিঃ বি, এন, শর্ম্মা লর্ড চেমস্‌ফোর্ডকে পুনরাহ্বান প্রস্তাবে আপত্তি করেন।'

* In view of the fact that Lord Chelmsford has completely forfeited the confidence of the people of this country, this Congress humbly beseeches His Imperial Majesty to be graciously pleased immediately to recall His Excellency.

খাদি ব্যবহার করিবার জন্য অনুরোধ করা হয় (to wear handspun & hand-woven cloth).

যাহাহউক গান্ধীজী যে একদেশদর্শী নহেন, তাহা এই বৎসরেই বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁহার ঐকান্তিকতায় অবশেষে পাঞ্জাবে জনগণ যে কিছু কিছু অন্যায় করিয়াছে তাহাও গর্হিত বলিয়া নিন্দা করা হয়। এই বিষয়ে তিনি প্রস্তাবের সময় যে যুক্তি দেন তাহা এই—

"I agree that there was grave provocation given by the Government in arresting Dr. Kichlew and Dr. Satyapal, and in arresting me who was bent on a mission of peace at the invitation of Dr. Satyapal and Swami Sradhwananda. These troubles would not have arisen. But the Government went mad at the time I say do not return madness with madness but return madness with sanity and the whole situation will be yours."

কংগ্রেসের যে অনুসন্ধান সবকমিটীর কথা বলিয়াছি তাহাতে মহাত্মা গান্ধী, চিত্তরঞ্জন এবং পণ্ডিত মতিলাল নেহরু অক্লান্ত পরিশ্রমে নিরত থাকিয়া ১৭০০ লোকের সাক্ষ্য গ্রহণ করেন এবং ৬৫০টি জবানবন্দী লিপিবদ্ধ করেন। তাহাদের রিপোর্টে যে সকল সুপারিস করা হইয়াছে তাহা অতিশয় ন্যায্য এবং অখণ্ডনীয়। এই সম্বন্ধে চিত্তরঞ্জন পরে বলিয়াছিলেন—

"অমৃতসর কংগ্রেসের পরেই ১৯২০ ফেব্রুয়ারী মাসের ২০শে তারিখে আমরা পবিত্র তীর্থক্ষেত্রে কাশীধামে পাঞ্জাব এনকোয়ারী রিপোর্টে স্বাক্ষর করিয়াছিলাম। আমাদের দাবী ছিল খুবই স্বল্প—

(১) লর্ড চেমসফোর্ডের পদত্যাগ Recall of His Excellency the Viceroy.

(২) স্যার মাইকেল ওডায়ারের পুনরাহ্বান Relieving Sir Micheal O'Dywer of any responsible office under the Crown.

(৩) জেনারেল ডায়ার এবং কর্ণেল জনসন প্রভৃতির বিচার।

(৪) রৌলট আইন প্রত্যাহারে Repeal of Rowlatt Act.

(৫) সামরিক আইনানুসারে জনগণ কর্ত্তৃক প্রদত্ত জরিমানার প্রত্যর্পণ Refund of the fines collected from people who were convicted by the Special Tribunals and Summary Courts and Removal of Punitive Police.

১৯২০, ৩রা মে তারিখে হাণ্টার কমিটির রিপোর্ট হয়। স্যার সেটেলভেট্ ও মিঃ জগৎনারায়ণ একরকম রিপোর্ট লেখেন (Minority Report) আর কয়জন লেখেন Majority Report. তাহাতে জেনারেল ডায়ারের কার্য্য খুব বিশেষভাবে প্রশংসা করা হইয়াছে। স্যার মাইকেল ওডায়ারের কার্য্যেরও প্রশংসা করা হয়। কেবল লোকের স্থানবিশেষে হামাগুড়ি দিয়া যাওয়ার ও পাইকারীভাবে নরহত্যা বিষয়ে খুব নরম ভাবে নিন্দা করা হইয়াছে। এদিকে মাইনরিটি রিপোর্টে ব্রিটিশ শাসনের অন্যায় পক্ষপাতিত্ব নিন্দিত হয় এবং স্যার মাইকেল ওডায়ার ও জেনারেল ডায়ারের আচরণে তীব্র মন্তব্য করা হয়।

ভারতের এবং ইংলণ্ডের ইংরাজগণও সর্ব্বদাই স্যার মাইকেল ওডায়ার ও জেনারেল ডায়ারের কার্য্য উচ্ছ্বসিত ভাবে প্রশংসা করিয়াছেন। জেনারেল ডায়ারকে ভারতীয় ইংরাজগণ তিন লক্ষ টাকার একটী তোড়া উপহার দিয়াছিল।

উভয় রিপোর্টই ভারতসচিবের নিকট উপস্থিত করা হয়। কিন্তু ভারত সচিবের দপ্তরে ভারত গভর্ণমেণ্টের ডেচপাচে হাণ্টার কমিটীর মেজরিটি রিপোর্ট গৃহীত হয় এবং কংগ্রেসের সাবকমিটীর প্রদত্ত দাবীগুলি অগ্রাহ্য হয়। গভর্ণমেণ্ট অপরাধীগণের বিচার না করিয়া বরং তাহাদিগকে পুরস্কৃত করেন। জেনারেল ডায়ারের স্মৃতি রক্ষার জন্য অর্থ সংগৃহীত হইতে লাগিল। ইংরাজ মহিলারা নাচের বন্দোবস্ত করিয়া টাকা উঠাইতে লাগিল। এমনকি মিঃ মণ্টেগু পর্য্যন্ত ছাত্রগণকে জেনারেল ডায়ারের আদর্শ মানিয়া চলিতে

উৎসাহিত করেন। এই সব ব্যাপারে ও জেনারেল ডায়ারকে জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের পুরস্কার স্বরূপে তিনলক্ষ টাকা উপহার প্রদানে ভারতীয় মন একেবারে তিক্ত ও চঞ্চল হইয়া উঠিল।

বুরোক্রেসীর ও ইংরাজগণের পক্ষপাতিত্বমূলক আচরণ মহাত্মাজীর অসহ্য হইল। জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের কোন মীমাংসা হইল না। ব্যবস্থাপক সভায় বড়লাটের বক্তৃতা হইতে বুঝা গেল যে তিনি পাঞ্জাবের ও খিলাফতের ব্যাপারে বিন্দুমাত্র দুঃখিত বা সন্তপ্ত নহেন। তখন মহাত্মাজী এই অসমব্যবহারে সম্পূর্ণ আহত ও ক্ষুন্ন হইয়া গভর্ণমেণ্টকে 'স্যাটানিক' আখ্যা দিলেন এবং সকলকে ইহার সহিত সহযোগিতা সম্পূর্ণ অপসারিত করিতে উপদেশ দিতে লাগিলেন। এই অত্যাচার নিবারণ কল্পে এবং স্বরাজ লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত অত্যাচারের প্রশমনের সম্ভাবনা নাই বুঝিয়া তিনি কংগ্রেসের কার্য্য নূতন ভাবে পরিচালিত করিতে সঙ্কল্প করিলেন। সেই নূতন ভাব ও কর্ম্মপন্থাই ভবিষ্য কংগ্রেসকে এত বলশালী ও সর্ব্ব-পূজ্য করিতে সমর্থ হইয়াছে। সেই কর্ম্মসূচি ও নবধারা এবং উহার উৎপত্তি, প্রসার ও সাফল্য সম্বন্ধে আমরা তৃতীয় খণ্ডে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিতে প্রয়াস পাইব।

বন্দেমাতরম্

দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত

নির্ঘণ্ট

ও

ক

খ

গ

চ

ফ

ব

ভ

ম